দু শো বছরের বাংলা

ত্রিপুরা বসু

প্রাচীন পুথি-পাণ্ডুলিপিচর্চা ও আলোচনায় ত্রিপুরা বসু একজন অগ্রণী গবেষক। রাঢ়-বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ক্ষেত্রসমীক্ষণের মাধ্যমে, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা বৃত্তান্ত ছাড়াও তিনি সংগ্রহ করেছেন তালপাতা ও তুলটের সহস্রাধিক বাংলা-সংস্কৃত পুথি, পুরনো দলিল, চিঠি, নথিপত্র ইত্যাদি। সেই বিপুল সংগ্রহেরই কয়েকটি 'চিঠি' নিয়ে প্রকাশিত হল 'দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র'। জমিদার-ইজারাদার-নায়েব-গোমস্তা-পুরোহিত শাসিত পল্লিজীবনের বিচিত্র তথ্যের আকর এই গ্রন্থের আটচল্লিশটি 'চিঠি' বাংলার অনালোচিত সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ।

২০০.০০

ISBN 978-81-7756-890-5

দুশো বছরের

বাংলা নথিপত্র

ত্রিপুরা বসু

তারাপদ সাঁতরা

অক্ষয়কুমার কয়াল

ও

পঞ্চানন মণ্ডল

মহোদয়গণের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

জীবিকা অর্জনের প্রথম পর্বে, পুরনো কাগজ কেনাবেচার সময়, হাতে এসেছিল শতাব্দী-প্রাচীন বেশ কিছু জীর্ণ-বিবর্ণ-কীটদষ্ট চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, জমিদারি কাগজপত্র। অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডলের 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' দু'খণ্ড পড়ে বুঝতে পারি, এইসব 'ছিন্নপত্র', সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ! যাত্রা শুরু সাতের দশকের গোড়ায়, পথ প্রদর্শক তারাপদ সাঁতরা। 'মাটি খোঁড়া গবেষকের ভেক' নিয়ে পুঁথিসন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এমন চিঠিপত্র হাতে পাই অজস্র। একাজে যেমন সহযোগিতা পেয়েছি, তেমনি বস্তাবন্দি জীর্ণ নথি নদী-জলাশয় বা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতেও দেখেছি। এভাবেই, নিতান্ত 'আবর্জনা' বিবেচনায় এমন সব অমূল্য সম্পদ চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতে যেমন শ্রীমতী মালতী বসুর অহরহ প্রেরণা পেয়েছি, তেমনি কৃষ্ণেন্দু মান্না (এরেটি), ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, অশোককুমার কুণ্ডু, শিবেন্দু মান্না, প্রদীপ চক্রবর্তী, 'কৃষ্ণসীস' সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য (দুর্গাপুর ১৩), জাতীয় শিক্ষক ড. সুশীল ভট্টাচার্য (দুর্গাপুর), ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুহৃদজনের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি অকৃপণভাবে। শ্যামল বেরা তাঁর সংগ্রহের পাঁচটি 'চিঠি' এই গ্রন্থে ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

১৬৯৬ খ্রি. থেকে ১৯২৫ খ্রি. পর্যন্ত অর্থাৎ দু'শো ঊনত্রিশ বছর সময়কালের অনালোচিত মানুষ ও সমাজের জীবনভাবনার বিচিত্র ও বিশ্বস্ত বৃত্তান্তে পূর্ণ মোট আটচল্লিশটি নানা ধরনের 'চিঠি' এখানে আলোচিত হয়েছে। এগুলি এই অর্থে 'চিঠি', কারণ এগুলির লেখক বা প্রদাতারা এক বা একাধিকজনের উদ্দেশ্যে এগুলি লিখেছেন। এ ফসল সদ্য খেত থেকে তুলে আনা সতেজ, সবুজ। ঝাড়াই বাছাইয়ের সময় দু'-একটি অপক্ক-কীটদষ্ট দানা নজরে পড়লেও সামগ্রিকভাবে এর রসাস্বাদনে পাঠক তৃপ্তি পাবেন বলেই

বিশ্বাস। যত্রতত্র অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকা, সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান এইসব জীর্ণ চিঠিপত্রের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহ সৃষ্টি করাই এহেন ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার নেপথ্য-উদ্দেশ্য।

'চিঠিপত্রের প্রতিলিপি ও পাঠ' অংশ মুদ্রণকালে সমস্যা দেখা দিয়েছে বিগত সময়ে লেখা দলিলপত্রে ব্যবহৃত জমির মাপ (যেমন, বিঘা, কাঠা, ছটাক, পদিকা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রতীক এবং টাকা-আনা-পয়সা নির্দেশক চিহ্নগুলি ব্যবহারে। আজকের বৈদ্যুতিন মুদ্রণব্যবস্থার উৎস-ভাণ্ডারে সেইসব বিস্মৃতপ্রায় চিহ্নগুলির অস্তিত্বই নেই। অবশ্য যেখানে যেটুকু সম্ভব, তা দেখানো হলেও অনেকক্ষেত্রে তা দেখানো যায়নি। সুধী পাঠক 'প্রতিলিপি' অংশে তা দেখে নেবেন, আশাকরি।

এই জাতীয় কাজে পাঠনির্ণয়, তথ্য উপস্থাপনা, মুদ্রণ ও সম্পাদনায় কখনওই ষোলো আনা সাফল্য দাবি করা যায় না। তাই সহৃদয় পাঠকবর্গের হার্দিক সহযোগিতা ও সদুপদেশ সদাই কাম্য।

ধন্যবাদ জানাই 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.'-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দকে। তাঁদের আগ্রহাতিশয্যেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। অলমতিবিস্তরেণ—

আর-৭৬, সগড়ভাঙা হাউসিং কলোনি, দুর্গাপুর ৭১৩২১১

ত্রিপুরা বসু

চিত্রঋণ

৪.১, ৬.০, ১৭.০, ১৮.০ ও ১৯.০ পত্রগুলি শ্যামল বেরার সংগ্রহ। সংযোজনী একের 'চুক্তিপত্র' সা. প. প. বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩ থেকে এবং সংযোজনী দুয়ের 'রসিদপত্র' 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৪৩ থেকে গৃহীত। অবশিষ্টগুলি লেখকের সংগ্রহ।

সূচি

চিঠির তালিকা

১.১	পাট্টাপত্র	১৭২২ খ্রি.
১.২	পাট্টাপত্র	১৮৬২ খ্রি.
২.০	ইজারাপাট্টাপত্র	১৮৪১ খ্রি.
৩.১	দানপত্র	১৭৬৫ খ্রি.
৩.২	দানপত্র	১৮২৪ খ্রি.
৪.১	ফসলছাড়পত্র	১৭৬৭ খ্রি.
৪.২	ফসলছাড়পত্র	১৭৬৮ খ্রি.
৫.০	ফারখতিপত্র	১৮৪০ খ্রি.
৬.০	সনন্দপত্র	১৭৮৪ খ্রি.
৭.১	পত্তনিপত্র	১৮০৮ খ্রি.
৭.২	পত্তনিপত্র	১৮২৮ খ্রি.
৮.১	ভাষপত্র	১৮৩৭ খ্রি.
৮.২	ভাষপত্র	১৫০ বৎসর (আনু.)
৮.৩	ভাষপত্র	১৮৪০ খ্রি.
৮.৪	ভাষপত্র	১৮৪১ খ্রি.
৮.৫	ভাষপত্র	১৮৯০ খ্রি.
৮.৬	ভাষপত্র	১৫০ বৎসর (আনু.)
৯.১	চিঠি	১৫০ বৎসর (আনু.)
৯.২	চিঠি	১৫০ বৎসর (আনু.)
১০.০	তমসুকপত্র	১৮৫৮ খ্রি.
১১.০	দখলিপত্র	১৮২৩ খ্রি.
১২.১	জরখরিদগিপত্র	১৭৭৩ খ্রি.
১২.২	জরখরিদগিপত্র	১৭৮৮ খ্রি.
১২.৩	জরখরিদগিপত্র	১৮১৬ খ্রি.
১২.৪	জরখরিদগিপত্র	১৮১৭ খ্রি.
১২.৫	জরখরিদগিপত্র	১৮১৯ খ্রি.
১২.৬	জরখরিদগিপত্র	১৮২১ খ্রি.

১২.৭	জরখরিদগিপত্র	১৮২২ খ্রি.
১২.৮	জরখরিদগিপত্র	১৮২৩ খ্রি.
১২.৯	জরখরিদগিপত্র	১৮২৫ খ্রি.
১২.১০	জরখরিদগিপত্র	১৮২৬ খ্রি.
১২.১১	জরখরিদগিপত্র	১৮২৯ খ্রি.
১২.১২	জরখরিদগিপত্র	১৮৫০ খ্রি.
১৩.০	লাখেরাজ কবালাপত্র	১৮২৮ খ্রি.
১৪.১	রসিদপত্র	১৮০৬ খ্রি.
১৪.২	রসিদপত্র	১৮২১ খ্রি.
১৫.০	একরারনামা	১৮৮৪ খ্রি.
১৬.০	কব্জ ওয়াশিলপত্র	১৮২৪ খ্রি.
১৭.০	এজাহারনামা	১৮১৭ খ্রি.
১৮.০	বন্ধকনামা	১৮৭৪ খ্রি.
১৯.০	হুকুমনামা	১৯১২ খ্রি.
২০.০	অর্পণনামা	১৮৩৪ খ্রি.
২১.০	ডিক্রিপত্র	১৮৬৩ খ্রি.

সংযোজনী

এক.	চুক্তিপত্র	১৬৯৬ খ্রি.
দুই.	হাওলাৎ রসিদপত্র	১৮০৪ খ্রি.
তিন.	জরখরিদগিপত্র	১৮০৬ খ্রি.
চার.	কবালাপত্র	১৮২৬ খ্রি.
পাঁচ.	শেয়ার সার্টিফিকেট	১৯২৫ খ্রি.

দুশো বছরের

বাংলা নথিপত্র

মুখবন্ধ

"যখন পথিক যে পথটাতে চলিতেছে বা পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়।"

—রবীন্দ্রনাথ।

সাধারণত ইতিহাস বলতে আমরা বুঝে এসেছি রাজা মহারাজার শাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, সিংহাসন নিয়ে সংঘাত, ষড়যন্ত্র, রক্তপাত ইত্যাদির বিবরণ। কিন্তু আধুনিক যুগে ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন মানুষের জীবনযাপন আর সমাজব্যবস্থার অতি গভীরে। একটি সমগ্র সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বেঁচে থাকা, তার ভালমন্দ, আশানিরাশা, হাসিকান্না, বোধ-অনুভূতির সামগ্রিক মূল্যায়ন হয়ে চলেছে ঐতিহাসিকের সত্যসন্ধানী লেখনীতে। আর তাই, আজ ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে সেইসব নিদর্শনের খোঁজ পড়েছে, যা এতদিন অবহেলায় অনাদরে ধূলিধূসর অবস্থায় পড়ে ছিল, অতি তুচ্ছ আস্তাকুঁড়ের আবর্জনারূপেই যে সব বস্তু চিহ্নিত হয়ে এসেছিল। সেই উপকরণ হল পুরানো আমলের মানুষের লেখা নানা ধরনের নথি, চিঠিপত্র।

আলোর মালায় সাজানো, পুষ্পশোভিত উদ্যানে বেষ্টিত, লোকলস্কর পাইক বরকন্দাজের দ্বারা সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ বা লাটসাহেবের হাবেলি থেকে অনেক দূরে মহাজন-জমিদার-পুরোহিত-নায়েব-গোমস্তার অঙ্গুলিহেলনে যেখানে আলো-অন্ধকারময় জীবন নিজের মনে হেঁটে বেড়ায়, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বড় কষ্টে পথপরিক্রমা করে, শান্তপল্লির সেই নিভৃত স্থানে নদীমাটি, গাছপাতায় সাজানো শান্তপল্লির কৃষিজীবী মানুষের নানা আন্তরিক বিবৃতিতেই

নিহিত আছে সামাজিক ইতিহাসের তৃণমূল-বৃত্তান্ত। সত্যের সুষম সংস্থাপনা যেহেতু ঐতিহাসিক গবেষণার মূলমন্ত্র, প্রাণবন্ত বাংলার চলমান জীবনচিত্র অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তাই সেই সত্যানুসন্ধানের জন্যে প্রয়োজন আছে অনাদৃত উপেক্ষিত ঐতিহাসিক উপাদানের অনুসন্ধান করার। আর, সেই কারণেই পুরনো যুগের নথিপত্র, চিঠি, দলিল দস্তাবেজগুলি আজ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এইসব অবহেলিত জীর্ণ চিঠিপত্রের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে আছে মানুষের জীবনসংগ্রামের বিশ্বস্ত চিত্র। সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ জীর্ণ কাগজপত্র আজ আর তাই অবহেলার সম্পদ নয়।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।" সেই লৌকিক ইতিহাস রামা কৈবর্ত বা হাসিম শেখের জীবনযাপনের প্রতিটি রন্ধ্রে জড়িয়ে আছে। তিনি আরও বলেছেন, "ব্রাহ্মণাদি আর্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা ইহারাও কি আর্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল?... ধান্য কীরূপ হইত, রাজা কী লইতেন, মধ্যবর্তীরা কী লইতেন, প্রজারা কী পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কীরূপ ছিল?" ('বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ, ১২৮৭)। এইসব বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ জীর্ণ কাগজ ও চিঠিপত্রে।

একথা অনস্বীকার্য, বিগত সময়ের সমাজচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সাধারণত 'আধুনিক রুচিসুলভ' উপকরণ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ সে যুগের সার্থক চিত্রটি পেতে গেলে নতুন পুরাতন সব ধরনের উপকরণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই বিগত সময়ের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রনৈতিক সত্তাটির যথাযথ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

সেকালের জমিদারি শাসনাধীন পল্লিবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বিচিত্রধরনের চিঠিপত্র। মোগল শাসনাধিকার থেকেই চলে আসছে এইসব চিঠিপত্রের ব্যবহার; যেমন পাট্টাপত্র, ইজারাপত্র, দানপত্র, ফসলছাড়পত্র, ফারখতিপত্র, সনন্দপত্র, পত্তনিপত্র, ভাষপত্র, তমসুকপত্র, দখলিপত্র, জরখরিদগিপত্র বা বিক্রয়কবালাপত্র, হেবানামা, নোকরনামা বা দাসখৎ, সালিশনামা, জামিননামা,

আপোষরফাপত্র, বন্দোবস্তপত্র, তালাকনামা, খুলানামা, রসিদপত্র, চুক্তিপত্র, একরারনামা, কব্‌জওয়াশিলপত্র, এজাহারনামা, বন্ধকনামা, হুকুমনামা ইত্যাদি। বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচা বা দান, পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিকজীবনের নানা আচার আচরণ ইত্যাদির সঙ্গে এইসব পত্রের সম্পর্ক যে কত নিবিড় ছিল, তা এগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। দুঃখের বিষয়, এইসব চিঠিপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এদেশে খুব বেশিদিন আগে উপলব্ধ হয়নি। তাই দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি বা সাহিত্যিক নিদর্শন যেভাবে সংগৃহীত হয়েছে, এইসব চিঠি বা নথি সেই তুলনায় অবহেলিত অবজ্ঞাত থেকে গেছে, পুঁথি সংগ্রাহকরাও এগুলিকে আবর্জনা ভেবে পরিত্যাগ করেছেন। ফলত তা বিনষ্ট হয়ে গেছে বহুসংখ্যায়। প্রথমদিকে সরকারি রেকর্ডরুমের সংরক্ষিত দলিলপত্রই গুরুত্ব লাভ করে আলোচিত হয়েছে— তাও অতি সীমিতক্ষেত্রে। পল্লিগ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়, খাজাঞ্চিখানায়, পুরনো মাটির বাড়ির তেতলার ভাঙা তোরঙে বা পুরনো প্রাসাদের চিলেকোঠার জঞ্জালের মধ্যে পরিত্যক্ত থেকে গেছে (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) এইসব অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

এ পর্যন্ত যত দূর জানা যাচ্ছে, ১৮৯২ এর সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' মি. বেবারেজ মহারাজ নন্দকুমারের যে পত্রটি (১৭৫৬ খ্রি.) প্রকাশ করেন, তা এই ধরনের চিঠিপত্রের গুরুত্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ও ফকিরচন্দ্র দত্ত 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' লেখেন বাংলার কয়েকটি জমিদারবংশের গল্পকাহিনি নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ সেন নতুনদিল্লির সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত বেশকিছু পুরাতন বাংলা চিঠি, নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রকাশ করেন 'প্রাচীন বাংলা পত্রসংকলন' বইতে, যাতে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত একশো বছরের পূর্বভারতীয় কোম্পানি শাসন ও রাজা জমিদারদের প্রসঙ্গ বর্ণিত। সাধারণ মানুষ সেখানে অনেকটাই উপেক্ষিত। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিউড়ির শিবরতন মিত্র রচিত 'টাইপস অব আর্লি বেঙ্গলি প্রোজ' নামে যে বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়, তা ছিল মূলত বাংলাভাষার বিবর্তনের রূপ প্রদর্শন। সেখানে মানুষের কথা আলোচিত হয়নি। তবে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাঙ্গালা

কাগজপত্র' শীর্ষক যে সচিত্র প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তা এই ধরনের কাজের পথপ্রদর্শক বলা যায়। এই রচনায় তিনি যে সাতখানি 'কাগজ' তুলে ধরেছেন, সেগুলির মধ্যে আছে সতেরো শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের প্রথমাংশ পর্যন্ত সময়কালে লেখা কয়েকটি বাণিজ্যিক চিঠি, গান ও বাংলামন্ত্র। কাগজগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে তিনিই উদ্ধার করেন।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' (১৩০৬, বর্ষ ৬ সংখ্যা ৪, পৃ. ২৯৭-৩০১) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী একখানি প্রাচীন দলিল রচনায় সেকালের বৈষ্ণবসমাজের সহজিয়া মতের প্রাধান্য দেখাতে গিয়ে যেমন বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির তথ্য তুলে ধরেছেন, তেমনি এটি যে (১৭ ফাল্গুন, ১২৫২) সেই সময়কার গদ্যরচনার এক বিশেষ নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই। পরিষৎ পত্রিকায় এই ধরনের যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র' (বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১-২, পৃ. ১৯-২১) ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন বাংলা দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র' (বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৩, ১৮২-১৯০)।

এ বিষয়ে যুগান্তকারী কাজটির সার্থক প্রবর্তক বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল। তাঁর 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' দ্বিতীয় খণ্ড (মার্চ, ১৯৫৩) ও প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ (ডিসেম্বর ১৯৬৮) বই দুটিতে (বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত) ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বৎসরের রাঢ় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে ওই সময়কালের মধ্যে লেখা ৬৩২টি নানা ধরনের চিঠি, দলিল বা নথিপত্রের মাধ্যমে। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন:

> "ইতিহাসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকোণ এখন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। আগে ইতিহাস বলিলে আমরা রাজ-রাজড়ার কথাই বুঝিতাম, সন তারিখ যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধি-মিলন প্রভৃতি রাজাদের ব্যাপার লইয়াই ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন আমরা ইতিহাস বলিলে কোনও একটি বিশেষ জনসমাজের সাধারণ মানবের সমষ্টিগত কাহিনিই বুঝি।" (২৮ জুলাই, ১৯৫৩)।

বস্তুতপক্ষে 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' প্রকাশের পরই ইতিহাস-গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। বোঝা গেল, পুরানো পুঁথিপত্র যেমন মূল্যবান তেমনি দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্রও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল এই গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

"সাধারণত এই জাতীয় দলিলপত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা খুবই ব্যাপক; কেবল অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোক নহে, অনেক ঐতিহাসিকও এই ধরনের দলিল দস্তাবেজের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহাদের ধারণা, এইসব আবর্জনা ঝরা পাতার স্তূপের মতো, ঝাঁটাইয়া দূরে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনার অনেক মৌলিক উপকরণ এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" (চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ. ১৪)।

আজও নষ্ট হয়ে চলেছে এই শ্রেণির পুরানো নথি চিঠি দলিল। জমিজায়গার 'সেটেলমেন্টের' কাজ হয়ে যাবার পর গ্রামবাংলার বহু জায়গায় পুরানো দলিল ও চিঠিপত্রের স্তূপ আগুনে পুড়িয়ে দিতে দেখেছি। পুরানো কাগজের সঙ্গে ওজন করে বিক্রিও হয়ে গেছে বহু দলিল— যাদের পরিণতি হয়েছে ঠোঙায়। অথচ আজ থেকে অন্তত তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও পুঁথিসংগ্রাহকজনেরা যদি পুরানো দলিল দস্তাবেজও সংগ্রহ করে যেতেন তা হলে সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত। 'পারাবতবৃত্তিতে দানার সঙ্গে খোসা ও বীজও তাতে উদরস্থ হতে পারত।' এখনও সময় আছে। রসিকজন চেষ্টা করলেই গ্রাম শহরের পুরানো বাড়ি, মঠ, আখড়া, চতুষ্পাঠী, বৈঠকখানার পরিত্যক্ত কাগজের ভিড় থেকে এই ধরনের জীর্ণ চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। বিশ্বভারতীর সংগ্রহের এই ধরনের বহু নথি আজও অনালোচিত। হাওড়া জেলার আমতা থানার থলিয়া রসপুরের পাঁচুগোপাল রায় (শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায়ের বংশধর) তাঁদের বেশ কিছু পারিবারিক নথি সংরক্ষণ করেছিলেন তারাপদ সাঁতরার অনুপ্রেরণায় এবং সেগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কাজও শুরু করেছিলেন। 'কৌশিকী' পত্রিকার ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ বর্ষের সংখ্যা দুটিতে তাঁর সেই জাতীয় রচনা প্রকাশিত হয়। রচনা দুটিতে লেখক যেসব নথিপত্রের আলোচনা করেছেন, তা থেকে দামোদরের পূর্ব তীরবর্তী আমতা থানার (হাওড়া জেলা) রসপুর—কলিকাতা গ্রাম সন্নিহিত এলাকার শেষ মধ্যযুগীয় অজ্ঞাতপূর্ব সামাজিক ইতিহাসের নানা বৃত্তান্ত জানা যায় (১৭৪১খ্রি.—১৮৮৪ খ্রি.)। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের

মোহিত রায়ের সংগ্রহও বিপুল। আত্মবিক্রয়পত্র, বাগালি (গৃহপালিত পশুচারণার কাজ), বন্ধকপত্র, বরাতপত্র, জন্মপত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ক বেশ কয়েকটি পুরনো চিঠি নিয়ে তিনি 'নদীয়ার সমাজচিত্র' (১৯৯০) বইটি প্রকাশ করেন।

গবেষক শিবেন্দু মান্না 'কৌশিকী' ১৪শ বর্ষ বিশেষ সংখ্যায় (১৯৮৭-৮৮) 'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর ও একটি ঐতিহাসিক নথি' রচনায় জানবাজারের রানি রাসমণির স্বাক্ষরিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রকাশ করেছেন (১৮৬১ খ্রি.), যা রানি এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দির সম্পর্কিত বহু তথ্যে পূর্ণ। এ ছাড়া, তাঁর 'জগৎবল্লভপুর জনপদকথা' বইতেও আছে তাঁদের কয়েকটি পারিবারিক দলিলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

একালের তরুণ গবেষকদের মধ্যে পুরানো নথিপত্র সংগ্রহের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। শ্যামল বেরার 'নথিপত্রে লোকজীবন' (২০০০) পুস্তিকাটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মৎসংগৃহীত বেশকিছু চিঠি ও নথি নিয়ে 'সমকালীন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৮১ সংখ্যায় 'পুরানো আমলের নথিপত্র ও দলিল দস্তাবেজের ভাষা' প্রবন্ধটি লিখি। প্রবীণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এই বিষয় নিয়ে বই লেখার আদেশ করেছিলেন অনেকদিন আগেই। তাঁর আদেশ মান্য করার চেষ্টা করা গেল এতদিনে। এই পুস্তিকায় গৃহীত হয়েছে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছর সময়কালের নানা ধরনের ছেচল্লিশটি 'পত্র'।

'সংযোজনীতে' আছে ১৬৯৬, ১৮০৪, ১৮০৬, ১৮২৬ ও ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। সুতরাং সব মিলিয়ে ১৬৯৬ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২২৯ বছরের বাঙালি জীবনের সুখদুঃখময় খণ্ড ক্ষুদ্র চিত্র এই চিঠিগুলিতে দেখা যায়। পল্লিবাসী অজ্ঞাত অখ্যাত সাধারণ কৃষিজীবী প্রজা, খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাপনের নানা বৃত্তান্ত আছে এগুলিতে। ঋণগ্রস্ত অবস্থা থেকে বাঁচতে, পেটের দায়ে পৈতৃক জমি বেচে দেবার করুণ কাহিনি বা কোনও এক শোকার্ত রামকিশোরের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনার বেদনার্তি লেখা এই জীর্ণ চিঠিগুলি বাংলার বিগত দিনের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ।

জীর্ণ চিঠিপত্রের মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এগুলির ভাষারীতি। এইসব লিখনে বাংলাশব্দের পাশাপাশি অজস্র আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি শব্দ বসে এমন এক মিশ্ররীতির বাংলাভাষার উদ্ভব ঘটেছে, যা অসাহিত্যিক পটভূমিতে সাহিত্যিক ভাষাসৌন্দর্যের সংজ্ঞাকেও যেন অতিক্রম করে গেছে। বিভিন্ন যুগে বাইরের দেশ থেকে যেসব ভিন্ন ভাষার মানুষ এদেশে এসেছেন রাজ্যশাসন, ব্যবসাবাণিজ্য বা ধর্মপ্রচার করতে, তাঁদের ভাষার বহু শব্দই আজ বাংলা শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। বালতি আর সাবান নিয়ে নেয়ে এসে আনারসের জেলি আর পাউরুটি খেতে খেতে আমরা কখনও ভাবি না, পোর্তুগিজদের বহু শব্দই আমাদের মধ্যে মিশে আছে। দেখা যাচ্ছে, এইভাবে আদালত, ইসবগুল, কায়দা, খিড়কি, গরম, দাবি, নালিশ, বনিয়াদ, মেয়াদ, ফুরসৎ সবই আরবি-ফারসি শব্দভান্ডারের দান।

এমনকী মজুমদার, তালুকদার, হালদার, মুনশি, খান, বক্‌সি, মল্লিক পদবিধারীরা নিজেরাই কি জানেন যে তাঁদের পদবিগুলি আরবি-ফারসি-তুর্কিভাষা থেকে নেওয়া! গালাগালি দিতে গেলেও সেই বজ্জাত, আহাম্মক, পাজি, হারামজাদা শব্দগুলিও ফারসি থেকে। শুধু কি শব্দ? খোর, দার, সই, দান এইসব প্রত্যয় আর গর, ফি, বদ, বে, হর উপসর্গগুলোও তো তাই।

বাংলাভাষায় স্থান পেয়েছে আরবি ফারসি তুর্কি হিন্দি উর্দুর প্রায় সাড়ে বারো হাজার শব্দ এবং তা সঙ্গত কারণেই।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের (মহম্মদ বিনকাশেম) সিন্ধুদেশ জয়ের পাঁচশো বছর পরে (১২০০-১২০৫ খ্রি.) বখতিয়ার খলজির বাংলাদেশ জয়ের পর এদেশে মুসলিম শাসন বলবৎ হলে এবং সহজিয়া ধর্ম ও সুফি মতবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটলে, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয়— এই দ্বিবিধ কারণে বাংলা আরবি ফারসি মিশ্রিত হয়ে প্রথম এক বিচিত্র বাংলাভাষার সৃষ্টি হয়। সারা মধ্যযুগের বাংলায় যে বিপুল 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' রচিত হয়েছিল, সর্বত্রই প্রায় সেই মিশ্ররীতির অনুসরণ। এই মিশ্র ভাষায় প্রথম সাহিত্যরচনা করেন হাওড়া জেলার অধিবাসী (ভুরশুট-মান্দারন) শাহ্ গরিবুল্লাহ ও তদীয় শিষ্য, দামোদর তীরবর্তী ভুরশুট পরগণার উদনা গ্রামের কবি সৈয়দ হামজা।

আঠারো শতকের এই কবিদের বিবিধ রচনায় এই মিশ্রবাংলা যে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সেকালের দক্ষিণরাঢ়ভূমির 'ভুরশুট-মান্দারন' (হাওড়া-হুগলি সীমান্ত) ছিল প্রাচীন জনপদ, বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থানপতনের সাক্ষী। ষোলো শতকের শেষদিক থেকে 'সুফি খাঁ', 'ইসমাইল গাজি' বা 'বড় খাঁ' পিরকে কেন্দ্র করে যে পির-সংস্কৃতি ওই অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল, তার ফলেই মিশ্ররীতির বাংলাভাষায় সাহিত্যসম্পদ সৃষ্টি হয়।

গরিবুল্লাহর রচনাটির দৃষ্টান্ত এইরকম:

'গরিব ফকির কহে সব এয়াদ্গারে।
সের সালামৎ আল্লা রাখ সবাকারে ৷৷
এখানে রহিল গীত পালা হৈল সায়।
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়্যা যায় ৷৷
আল্লাতালা সালামৎ রাখিবে বাদশারে।
সের সালামৎ রাখ বাদশার উজিরে৷৷
দোখজ আজব হৈতে জরাও করতারে।
ইমান বজায় রাখ মোমিন সবারে ৷৷
বজায় সালামৎ রাখ বাজার দেওনে।
শিকদার তোকদার ইজারদার জনে ৷৷'

'কলকাতার' দ্বিতীয় প্রাচীন কবি, বেলঘরিয়ার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরাম তাঁর 'রায়মঙ্গল' কাব্যে (১৬৮৬ খ্রি.) এই ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন: 'ভাগ গিয়া... কিয়া করে আব। হোগা হারামজাদ খানে খারাব ৷৷ শোন্তে হো দক্ষিণরায় এছা দাগাবাজি। বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজি ৷৷'

এই ভাষারীতিতে রচিত পুঁথিকে আহমদ শরীফ তাঁর 'পুঁথি পরিচিতি' গ্রন্থে 'দোভাষী পুঁথি' বলেছেন। অবশ্য 'দোভাষী' না বলে 'বহুভাষী' বললেই বোধহয় সঙ্গত হত। এইসব রচনার কথঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নরূপ:

'জদি কেহ সুনিআ দিনের কাম করে।
গাফিলি ঘুচিআ মন এবাদত পরে ৷৷
এবাদত বন্দেগি কৈলে কিবা মুক্তি হএ।

আল্লার মারফনে কিবা বিহিস্তেত জাএ ॥
এথেক জে রচিআছি পঞ্চালির ছন্দে।
ডোরেত গুন্থিআ জেন মণিমুক্তা পিন্ধে ॥'

—হাজি মোহাম্মদের 'নুরজামাল'।

'শাহাদৌলা পীর জান আল্লার নিজজাত।
ফকিরিতে দম ধরে নুরের ছিফত ॥
চারি পীর চৌদ্দ খান্দান সেই জানে।
শরিয়ত পন্থ জান সে সকল মানে ॥'

—শেখ চান্দের 'তালিবনামা'।

'খাসি বকিরি দুম্বা হালওান খীর।
বাইশ মন দুগ্ধ নিঞা করিল হাজির ॥
খানাপানি খায়্যা সভে চলিল ভুবনে।
মানিকের গীত যে রহিল এইখানে ॥'

—ফকির মহাম্মদের 'মানিকপীরের গীত'।

এ তো গেল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র। তার বাইরে এই মিশ্ররীতির বাংলার অনুসরণ ঘটল নবাব দরবারেও। অবশ্য এ ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটল মুর্শিদাবাদ যখন বাংলার রাজধানী হল, তখন থেকে। মুসলমান তুর্কিরা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় তুর্কিভাষা ব্যবহার করলেও রাজকার্য চলত ফারসিতে, আর ধর্মাচরণ আরবিতে। দেখা যাচ্ছে, দরবারি মানুষদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের যত ঘনিষ্ঠতা আর ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে ততই আরবি ফারসির শব্দ মিশে যাচ্ছে বাংলার সঙ্গে। ষোলো শতকে পাঠান যুগ শেষ হবার পর বাংলায় মোগল যুগ শুরু হয় (১৫২৬ খ্রি.)। ওই সময় ফারসি ছিল রাজভাষা। কবি সাহিত্যিকরাই কেবল নয়, এখানকার সাধারণ মানুষও ফারসি ভাষার চর্চা করত দৈনন্দিন জীবনযাপনে। ষোলো শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের পত্রে সংস্কৃত শব্দের পাশে ফারসি শব্দের অবস্থান ঘটেছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন—

'মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসি, মসজিদগাত্রে ফারসি, গৃহনির্মাণ লিপিতে ফারসি, শাহি ফরমানে ফারসি, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে ফারসি, রাজস্ব বিভাগে ফারসি, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসি দেদার চলিতে লাগিল, বিদ্যাবত্তা, চাকরিবাকরি, এমনকী সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসি হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসি শিখিতে শুরু করিলেন।' (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য ১৯৫৭, পৃ. ১৩৪)। এই অবস্থা চলল দীর্ঘদিন, ১৮৩৬ পর্যন্ত অর্থাৎ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল। অবশ্য, ঐ শতকের গোড়ায়, সাহেবরা হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্যে আদালতের কাজে বাংলাভাষা চালু করল। উদ্দেশ্য ছিল, 'মুসলমানের ভাষা' ফারসিকে বাদ দেওয়া, কিন্তু তাতে, বাংলা ভাষাকে 'যবন দোষ' থেকে আদৌ মুক্তি দেওয়া যায়নি, এবং আজও। কারণ, 'দোকান' আজও 'ক্ষুদ্র বাণিজ্যালয়', নয়, প্রখর গ্রীষ্মে আজও 'গরম' উচ্চারিত হয় (দ্রঃ জয়গোপাল তর্কপঞ্চানন সং 'পারসিক অভিধান')।

যাই হোক, ১৮৩৬-এ ফারসির পরিবর্তে রাজভাষা হল ইংরেজি। কিন্তু তাই বলে এ ভাষার চর্চা যে একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল তা নয়। কেননা পরবর্তীকালের বহু নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজে ফারসিতে যেমন মন্তব্য (সরকারি) লেখা হয়েছে তেমনি মিশ্র ভাষারীতির ব্যবহার চলেছে সর্বত্র।

দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃতিটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক: "রাজদরবার উর্দু ও সংস্কৃতে মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গালা গদ্য গঠন করিয়াছিল; এখনও 'কস্য কৰ্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে' 'টাল মাটালে টাকা আদায় না করাতে,' 'ওয়াদা কার্তিক মাহে টাকা পরিশোধ করিব' প্রভৃতি দলিলপ্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃতরূপের নমুনা কিছু বিদ্যমান আছে। আমরা পাঠ্যপুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারি কাছারি ও জমিদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গদ্য বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ১৩৫৬ পৃ. ৩৭০)।"

এইসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের একটি তাম্রশাসনের লিপি তুলে ধরেছেন (১৬৭০ খ্রি.)—

"৭ স্বস্থি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষম সমরবিজই মহামহোদয়ি রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতেজনতে রাজধানী হস্তিনাপুর

সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল মৌজে ষোলনল অজ জামিলা আঠার কানি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্ম উত্তর দিলাম এহার পাঁচা পঞ্চকভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক ইতি সন ১০৭৭ ১৯ কার্ত্তিক।"

সতেরো শতকের প্রথম দিকে 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামের জমিদার সন্তান কবি রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র। কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র পাঠান আমলে 'রায়' পদবিসহ জমিদারি ও উচ্চসামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। কবির পিতা কৃষ্ণ রায় এবং কবির সময়কাল পর্যন্ত রসপুরের ওই রায় পরিবারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাৎকালিক বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম রায় রসপুরে কবির প্রাসাদ আক্রমণ করে তাঁর পারিবারিক দেবতা রাধাকান্ত বিগ্রহ অধিকার করে বর্ধমানে নিয়ে চলে যান। বহু চেষ্টাতেও কুলবিগ্রহকে রক্ষা করতে না পারার শোকে কবি ওই বছর, নব্বই বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। প্রয়াত কবির পারলৌকিক ক্রিয়াদির পূর্বেই তাঁর পুত্রগণ অশৌচ ও পিতৃশোকের চিহ্নস্বরূপ 'ধড়া' ও 'থানবস্ত্র' পরিহিত অবস্থাতে বর্ধমানে রাজসকাশে উপস্থিত হন এবং নতুন বিগ্রহ 'প্রকাশের' অনুমতি ও তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ নিয়ে রসপুরে ফিরে আসেন। রাজা কৃষ্ণরাম নতুন বিগ্রহ প্রকাশ ও দেবসেবার জন্য পঁচাশি বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করে ১০৯১ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ (১৬৮৪ খ্রি.) এই সনদটি দিয়েছিলেন—

'শ্রীশ্রীহরিঃ
(স্বাক্ষর) মহারাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম রায়
ইয়াদকীর্দ্দ শ্রীজর্গ্নাথ রায় সদুদার চরিতেষু পত্রমিদং সন ১০৯১ এক হাজার একানই সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে তোমারদিগের ইষ্টদেবতা শ্রী শ্রী ঁ ছিলেন তাহা আমি শেবা করিতে লইলাম তুমি পুনরায় ঁ প্রকাশ করিয়া শেবা করহ শেবার কারণ মৌজে রষপুর ওগয়রহ মামুলে পরগণে বালিডাঙ্গা মৌজে মজকুর হায়তে খারিজ্জমা বজর জমী ৮৫ বিঘা দেবোত্তর করিয়া দিলাম গ্রাম ২ জায়মাফিক চিহ্নিত করিয়া জোত আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদীক্রমে শ্রী শ্রী ঁসেবা করহ রাজ পরমাইষ ও শীক পরমাইষ ও রাজস্ব সহিত দায় নাস্তী এবং রষপুর গ্রামে তোমাদিগকে খানাবাটী আছে যুদামত আর জে ভোগ আছে সেই মাফিক এখন আমল করিয়া ভোগ করহ নন্তবদীয়ত (?) না হবেক সভে আপন ভোগ প্রমাণ করহ এতদর্থে পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি ১১ বৈশাখ জায়

রষপুর ২০/ হাবধাড়া ১০/ তালসহর ১০/ দুর্ব্বাচট ৩২/ কলিকাতা ১০/ কুমারিয়া ৩ ৮৫ পঁচাষি'

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মহারাজ নন্দকুমার কনিষ্ঠপুত্র রাধাকৃষ্ণ রায়ের নিকট যে পত্রটি লেখেন তার মধ্যে ভাষারীতির মিশ্রিত রূপটি লক্ষণীয়—

"অতএব ও সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল। ইহা মকররর মকররর জানিবা। নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে একপত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা (দ্রঃ প্রাগুক্ত)।"

'বিশ্বভারতীতে' সংগৃহীত শত শত জীর্ণচিঠি ও দলিল দস্তাবেজের কিছুসংখ্যক মাত্র প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চানন মণ্ডলের 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', বুদ্ধদেব আচার্যের 'সুরুল নথি সংকলন' বইতে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য চিঠি পাঠকদের কৌতুকবৃদ্ধির সহায়ক হবে বোধ হয়—

সংখ্যাক্রম ১০২৬ (ক): লিপি— ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ।

'৭ সকল মঙ্গলালয় শ্রীসুখদেব গোশ্যামীণং--
[ষু] চরিতেষু। ব্রহ্মোর্ত্তরং পত্রমিদং লিখণং।—
কার্যাঞ্চাগে তরফ কলীগ্রাম পরগণে বূকুলপুর—

জোয়াব মালদহ সরকার জর্ন্নতাবাদ পরগণা মজকুর হামারে
তালূক ইসমে তরফ মজকুরমে বসতবাষ ও গুজরানী
আপ্তাধি জমী সব্ব মবলগে ২৩ তেইস বিঘা ও আমকা
দরখত ১২ বাড়ো পেড় তুমকো ব্রহ্মোত্তর দিয়া গেয়া
ময়ফিক তপশীল চিহ্নিত লে করকে আবাদানসে
শ্রীশ্রীপাতসাজীওকো আশীষ করকে পূত্রপোত্রাদীসে
ভোগ করঙ্গে ইঙ্কা মালগুজারিসে এলাকা নাহী এতদর্থে
ব্রহ্মোর্ত্তর পত্র দিয়া—ইতি সন ১০৬২ এক হাজার বাসট্টী
সাল তারিখ ২১ কার্ত্তীক—
শ্রীসবদল খাঁনস্য'

বিশুদ্ধ তৎসম শব্দের পাশে আরবি-ফারসি-হিন্দি বসে গিয়ে বাংলা গদ্যের এ এক আশ্চর্য আদি রূপ!

লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধারকৃত ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠি নিম্নরূপ—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

নকলপত্র মোকাম ভাগলপুরের
শ্রীগুরূবক্‌স রোডার লিখন—
স্বতী সকলমঙ্গলালয়

শ্রীযুত মে. হেমটেম সাহেব শ্রীযুত মে. বরাডিন সাহেব/শ্রীযুত মে. কেটরেট সাহেব শ্রীযুত কা. রবলেষ সাহেব/আজ্ঞাকারী সদাপোষ্য শ্রী গরূবক্স রোডা ঁসেলাম বহুত২/লিখনং নিবেদনঞ্চ। আগে সাহেবের দৌলত কী জেয়াদা হামেসা/ ঁস্থানে প্রার্থনা করিতেছী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ—/এখানকার চোপদারের সমাচার পূর্বে নিবেদনপত্র লিখি/য়াছী পরে ২২ মাঘ রবিবারে মুরসীদাবাদ হইতে শ্রীযুত/নবাব সাহেবের তরফ এক সওয়ার ও দস্তক এখানে আসীয়াছে কহে/মাল ইঙ্গরেজের নহে ইঙ্গরেজ মুরসীদাবাদে মুচলকা/দিয়াছেন তোমরা আপন মাল লইয়া ইঙ্গরেজের সঙ্গে বেবাকওতে/মহযুল মারিয়া আসীয়াছ।

আমারদিগের সহিত রদবদল/অনেক জাইতেছে। পুনশ্চ করার হইল আমরা ইঙ্গরেজ সাহেবের/লিখন এবং শ্রীযুত নবাব সাহেবের লিখন আনাইয়া দিব/ইহা নিবেদন লিখি মাল সাহেব লোকের আমী চাকর/ইঙ্গরেজের। কাসীমবাজারে সাহেবের লিখন জায় মে. ইষ্টীবিনশেন সাহেবেকে যতোঊচীত লিখন করিয়া পাঠাইতে/আঙ্গা হইবেক সেখান হইতে শ্রীযুত নবাব সাহেবের এক লিখন/আইষে জে ভাগলপুরে ইঙ্গরেজের নমক ঊতরিয়াছে গমাস্তা/লোক খাতিরজমাতে খরিদ ফোরক্ত করহ আমরা সওয়ার/চোপদারের আমদানীতে ভয় করি নাই আমল তেমত দি নাই/মাল ইঙ্গরেজের আমরা চাকর খামীন্দের বলেই সক্তি করিতেছী/খামীন্দের নামদরম্যান থাকীতে কোন পরয়া নাই মাল ইঙ্গরেজের/নহে এই ধোকাতে খরিদার বন্ধ করিয়াছে ইহ ধমকে আমী/ডরাই না সাহেবলোকের ছায়া আমার নিরপর থাকীতে/কোন চীন্তা নাই মুরসীদাবাদের লিখন আইলে মাল

খালাষ/হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি—তারিখ/২৫ মাঘ রোজ বুধবার সনে ১১৩৩ সাল—

—সা. প. প. ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, সংখ্যা-৩।

অনুরূপ দৃষ্টান্ত লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত, ১৭৯২ খ্রি. তে ঢাকায় লেখা একটি ব্যবসায়িক চিঠির অংশ—

'আড়ঙ্গ মজকুরের এক চালান ৭৬৮ থান কাপড় পাঠাইয়াছিলে সদর যাচাইতে ৫৯৪ থান চুক্তি হইয়া নিরস ও বেজাত সব্ব ১৭৪ থান ফেরত কাপড় জাচাইর ফর্দ্দ সম্বলিত আড়ঙ্গে জাইতেছে নজর করিয়া তাতীলোককে ফের দিবে পূর্ব্বের সদর ফেরত যে কাপড় তাতিলোক রকমফের করিয়া দিয়াছিল তাহা হইতে পুনশ্চ অনেক কাপড় ফেরত হইল তাহার সব্ব এহি মামুদহয়াতি জতো মামুলিতে গীয়াছিল প্রায় সকল নামঞ্জুর হইল যে কাপড় জাতসহী নহিবেক এমত কাপড় নাহক পাঠাইয়া ফায়দা কি।'

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে হরিমোহন শর্মার লেখা একটি চিঠির অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

'শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানিতে আড়ঙ্গ বিরভূমের গঞ্জে খরিদের দাদনী আমি লইয়া টাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি আপরেল মাহাতে এবং মোকাম মজুকুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানী হইয়াছে এবং হইতেছিল দাস্ত কথক ২ তইয়ার হইয়াছে এবং মবলক কাপড় ধোবার হাতে দাশতর কারণ রহিয়াছে তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেলো আমার তরফ গোমস্তা ও পেয়াদা জাইয়া সাহেব মজকুরকে জাহির করিলো তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক পুনরায় তোমরা আইয়াছ সাজাই দিব আমার কমবেষ ৪০০০ চারি হাজার থান কাপড় ধোবার ঘাটে দাস্ত বেগর পচিতে লাগিল ইহা সেওয়ায় কোরা কাপড় কাচীতে তইয়ার অতএব আরজ ইহার তদারক মেহেরবাণী করিয়া করিতে হুকুম হয়... পূর্ব্ব এইসকল দৌরাত্তী কারণ মহাজনান আরজি দিয়াছিল তাহার জবাব মেলে নাই অতএব আরজ

সাহেব আমাদিগের মালিক জাহাতে ত্বরায় আড়ঙ্গ খোলাসা হয় এমত করিতে হুকুম হয়।'

—'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন', সুরেন্দ্রনাথ সেন।

চিঠিগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১৩৭ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে ভাষারীতির পরিবর্তনটি অবশ্য লক্ষণীয়। অনেক আরবি-ফারসি শব্দ— যা সেকালে ব্যবহৃত হত, একালে হারিয়ে গেছে, তাদের পরিচিতি বা অর্থ আজ আর জানা যায় না। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিটি শিরোধার্য করি: 'পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্যরচনা নিতান্ত বিরল, অল্প স্বল্প গদ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা বেশীরভাগ চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবেজে, প্রায় সমস্তই বিষয়কর্ম্ম লইয়া; এতৎসম্পৃক্ত শব্দ বাঙ্গালায় ভূরি পরিমাণে ফারসি হইতে গৃহীত; তদ্ভিন্ন মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বহু সাধারণ শব্দও ফারসি বাঙ্গালার মৌখিক ভাষার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই সকল শব্দের অনেকগুলি আজকালকার সাধারণ বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়িয়াছে...।'

—[সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৯]।

ইউরোপীয় মিশনারিদের হাতে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে— আমাদের দেশের সাহিত্যইতিহাসকাররা এই কথাটা দীর্ঘদিন ধরে 'বুক ঠুকে' বলে আসছেন। অথচ তাঁদের এই কথাটি যে কতখানি অসার, তার নিদর্শন তো প্রাক-মিশনারি যুগের চিঠিপত্রগুলি। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের লেখা চিঠির অংশবিশেষ এইরকম—

'তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'

সতেরো শতকের গদ্যের নিদর্শন—

'আসামি মজুকরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হয়।'

আঠারো শতকের গদ্যরূপ—

'এগার রূপাইয়া পাইয়া স্ব-ইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম। তোমার পুত্রপৌত্র আদিক্রমে আমার পুত্রপৌত্র আদিক্রমে গোলামি করিব।'

এছাড়াও মহারাজ নন্দকুমারের লেখা চিঠি ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেখে বোঝা যায়, বাংলাভাষার মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দ মিশে আদি বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয়েছিল মিশনারিদের হাতে নয়, এদেশের মানুষের হাতেই। এই সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'আত্মজিজ্ঞাসা' বা সাধনভজন সংক্রান্ত গদ্যপুঁথিগুলির কথাও মনে রাখতে হবে। কেননা সেখানেও তো 'পদ্যময় গদ্য!'

অবশ্য আঠারো শতকের শেষদিকে, ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের অনুরাগী ফরস্টার, হালহেড্, উইলিয়াম কেরি প্রমুখগণ বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসির অনুপ্রবেশ আটকাতে উদ্যোগী হলেন। শুরু হল আরবি-ফারসি বর্জিত বাংলায় লেখা আইনের বই। যেমন ১৭৮৫-তে ডানকান সাহেব 'ইম্পে কোড্'-এর অনুবাদ করলেন। ১৭৯১-তে এডমনস্টোন ফৌজদারি আইন অনুবাদ করলেন ও 'গাইডেন্স' বই লিখলেন। ১৭৯২-তে এইচ. পি. ফরস্টার 'কর্ণওয়ালিশ কোড' অনুবাদ করলেন। এর কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নরূপ:

"হাকিমের উচিত ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইনকরণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমত সকল আইন নির্দিষ্ট হইবাতে কোনপ্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধৈর্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।"

রে. উইলিয়াম গোল্ডস্যাক বিশ শতকে বাইবেল সোসাইটির পক্ষে সংকলন করলেন 'A Musalmani Bengali-English Dictionary.'

তাৎপর্য

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'নথিপত্রে সেকালের সমাজ' বইয়ের ভূমিকায় (প্রাক্কথন) বিশিষ্ট পুঁথি-পাণ্ডুলিপি পরিচায়ক, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ড. পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছিলেন, "দেশবাসীর নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা কেউ যেন তাঁদের বাড়িতে রক্ষিত পুরাতন দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্রাদি বা যেকোন কাগজপত্রাদি আবর্জনা ভেবে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ না করেন (১০।১১।১৯৮৪)।" দেশবাসীর কানে এ অনুরোধ আদৌ পৌঁছয়নি।

কারণ এই ধরনের কাগজপত্রের খোঁজে যখনই যেখানে যাওয়া হয়েছে, 'শুভ্রপথে' সহযোগিতা মিলেছে বিরলক্ষেত্রে। অনেকেরই ধারণা, এইসব দলিলপত্র হাতিয়ে নিয়ে হয়তো সম্পত্তিতে দখল প্রতিষ্ঠা করা হবে। বস্তা বস্তা পুরনো দলিল বা চিঠিতে উইয়ের ঢিবি হতে দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে চোখের সামনে অসহায়ভাবে দেখেছি দহনকার্য। পশ্চিমবাংলার কয়েকটি বিখ্যাত রাজপ্রাসাদে ওই উদ্দেশ্যে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। সেসব প্রকাশ্যে বলার নয়। পুঁথি হল সাহিত্যিক পাণ্ডুলিপি। তবু তা সংগ্রহে কিছুটা সুবিধে আছে। দলিল বা চিঠিপত্রের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং তা বহিরাগত মানুষের হাতে দেওয়া 'নৈব নৈব চ।' অথচ এইসব জীর্ণ কাগজপত্রের বর্তমান মালিকরা যদি উদার হৃদয়ে এগুলি সংগ্রাহক গবেষকদের হাতে তুলে দেন বা সংগ্রহশালায় দান করেন তাতে কল্যাণের দিক এই— সংশ্লিষ্ট পরিবারটির মহত্ব, ত্যাগ, ঐতিহ্য, শ্রেষ্ঠ মানসিকতা, জনকল্যাণের পরিচয় পাওয়া যাবে। সমকালীন সেই সমাজটির নানা কথা জানা যাবে। আর, অসুবিধের দিক হল ওই পরিবারের 'অপকর্ম দুষ্কর্ম'ও সাধারণের মধ্যে (যদি সেই ধরনের দলিল বা চিঠি থাকে) প্রচারিত হয়ে যেতে পারে। বর্তমান বংশধরদের কাছে তা নিশ্চয়ই অনভিপ্রেত।

আমাদের কাছে এইসব নথিপত্রের নিম্নরূপ তাৎপর্য উপলব্ধ হয়—

ক. চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপটির বিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। আর, এইসব চিঠি ও নথির মাধ্যমে অসাহিত্যিক বাংলা গদ্যের বিবর্তিত রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মধ্যযুগের সাহিত্যিক বাংলার রূপ 'পদ্য'। কিন্তু এইসব চিঠিপত্রে আছে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত বাংলা গদ্য। আপামর জনসাধারণের একেবারে নিকটস্থ সম্পদ এগুলি।

খ. আঞ্চলিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপকরণ হিসাবে এই চিঠিপত্রগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, গ্রাম্য চৌকিদার, পুরোহিত, সাধারণ প্রজা বা কৃষিজীবী মানুষ, সমকালীন সমাজনীতি, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতির অকপট তথ্য এগুলি থেকে প্রাপ্তব্য। কোনও জমিদার বা আঞ্চলিক শাসকের উদারতা-অনুদারতা যেমন, তেমনি সুখ-দুঃখ ভালমন্দ মিশ্রিত জীবনের অঙ্গীভূত সমাজের অতিসাধারণ শ্রেণির মানুষের কথাও এগুলিতে

দেখা যাবে। আঞ্চলিক ইতিহাস সমৃদ্ধ হলে তবেই তো জাতীয় ইতিহাস তথ্যনির্ভর ও সমৃদ্ধ হতে পারে।

চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহী শাসক শোভাসিংহের অস্ত্রাঘাতে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়। এঁর পুত্র জগৎরাম শোভা ও তদীয় ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহের ভয়ে ঢাকায় পালিয়ে যান। পরে ১৬৯৯ তে ঔরঙ্গজিবের ফরমান বলে জগৎরাম পুনরায় বর্ধমানের জমিদারিতে বহাল হন। তৎপুত্র কীর্তিচাঁদ বর্ধমানের রাজপদে অভিষিক্ত হবার পর, পিতামহের হত্যা ও নিজবংশের অবমাননার প্রতিশোধ নেবার জন্যে বিপুলসংখ্যক মুঘলসেনার সাহায্যে শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ ও তাঁর সহযোগী চন্দ্রকোনা পরগণার রাজা রঘুনাথ সিংহকে পরাস্ত করেন (১৭০২ খ্রি.)। সেই যুদ্ধে বরদা ও চন্দ্রকোনার গড় ও রাজপরিবার বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘলসম্রাট মহম্মদ শাহের প্রদত্ত সনন্দ অনুযায়ী কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোনা, বরদা ও চেতুয়া পরগণার অধিকার লাভ করেন। মৃগাঙ্কনাথ রায় 'মেদিনীবাণী' পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় সেই সনন্দের বাংলা অনুবাদটি প্রকাশ করেন (মূল সনন্দ ছিল বর্ধমান রাজবাড়ির মহাফেজখানায়)। এই সনন্দটি সপ্তদশ শতকের 'সুবা-বাংলার শেষবিদ্রোহ' পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের আকর ('ভগ্নদেউলের ইতিবৃত্ত', কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, ১৩৭৮)। ঐ হিম্মৎ সিংহের দেওয়া একটি সনন্দ থেকে (১১১৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭০৯ খ্রি.) জানা যাচ্ছে, তিনি দাসপুর থানার (পঃ মেদিনীপুর) তাৎকালিক চেতুয়া পরগণার বাসুদেবপুর গ্রামের মুরলিধর দত্তরায়ের জমিদারির অংশ নিয়ে তার বিনিময়ে মুরলিধরের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের সেবার জন্য ১০০ বিঘা জমি 'দেবত্তর' দান করেন।

গ. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষার প্রসঙ্গ। এইসব চিঠিপত্রের ভাষার মধ্যে যেমন সেই প্রাচীনকালের হিন্দু-বৌদ্ধযুগের শিলালিপি তাম্রশাসনের প্রভাব আছে, তেমনি পরবর্তীকালীন মুসলিম শাসনের সময়কার আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষারীতিরও প্রভাব আছে। ফলতঃ সৃষ্টি হয়েছে এক বিচিত্র মিশ্র ভাষারীতির। সেকালের দলিলপত্র লেখার রীতি এইসব পুরনো নথিপত্রের পথ ধরে আজও অনেকাংশে বর্তমান। বিশুদ্ধ গদ্যভাষা সৃষ্টির নেপথ্যে সমকালীন শাসকবর্গের নিজস্ব ভাষাসংস্কৃতি কীভাবে সক্রিয় ছিল, পুরনো চিঠি বা দলিলপত্র তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আজও দেখা যাচ্ছে, আইন-আদালত বা

সরকারিক্ষেত্রে যেসব আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকে আছে, তাদের বাদ দিলে চলবে না।

ঘ. বিহারের বুদ্ধগয়া থেকে প্রাপ্ত, ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত (নং ২৫৯৩) সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধমাতৃকা (বা কুটিল) বর্ণমালায় খোদিত ষষ্ঠ শতকের মহানমনের বুদ্ধগয়া শিলালিপির (৫৮৮-৮৯ খ্রি.) বর্ণমালার মধ্যে উ, ক, কৃ, চি, ঢ, দী, ধী, ন, ফ, মি, য, ল, ব, ষি, ম, ন্ধ ও স্তু বর্ণগুলি আধুনিক বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে এতই সাদৃশ্যযুক্ত, যা দেখে লিপি বিজ্ঞানী এ. এইচ. দানি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Indian Paleography'-তে মন্তব্য করেছেন, এই শিলালিপির খোদাই শিল্পী বোধহয় বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম তাম্রশাসন, বর্ধমান জেলার গলসী থানার মল্লসারুল থেকে প্রাপ্ত 'উপরিক' মহারাজ বিজয়সেনের লিপিটিতে (৬ষ্ঠ শতক) বাংলা বর্ণমালার বেশ কয়েকটি উপস্থিত। ১১শ-১২শ শতকের বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের আদি নিদর্শন দেওপাড়া থেকে প্রাপ্ত বিজয়সেনের 'প্রশস্তি'টি, যেখানে ২২টি পুরোপুরি বা প্রায় বাংলা বর্ণ দেখা যায়। এইভাবে বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রশাসন, তালপাতা বা কাগজের ওপর খোদিত বা লেখা বর্ণমালার বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, কীভাবে তা থেকে বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এগুলো জানা বা দেখার দিকটিও জরুরি। সুতরাং বাংলা 'পাণ্ডুলিপিতত্ত্ব' (Manuscriptology) নিয়ে কর্মরত অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের কাছে এইসব পুরনো চিঠিপত্রে ব্যবহৃত বর্ণমালার আকর্ষণেরও গুরুত্ব কম নয়।

বিষয়ানুসরণ

সংস্কৃত 'পট্টক' শব্দ থেকে পাট্টা শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ হল ফলক বা 'পাটা'। এখানে পাট্টা প্রদানের ব্যবস্থাপত্রটিই 'পাট্টাপত্র।' ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজিব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। আজিম-উস্-শ্বান তখন বাংলার সুবাদার। এমনকী ফারুকশিয়র যখন দিল্লির মসনদে, তখন মুর্শিদকুলির মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব সংক্রান্ত কাজকর্মের উন্নতির জন্যে তিনি 'পাট্টা ব্যবস্থা' অবলম্বন করে কর আদায়ে আরও উদ্যোগী হন। ১৭২২-এর পাট্টাপত্রটি নবাবি রাজস্ব ব্যবস্থার অন্যতম সাক্ষ্য। সরকার মান্দারণের জাহানাবাদ পরগণার (হুগলি জেলার আরামবাগ ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অংশ নিয়ে গঠিত) বৈরট মৌজার বলরাম চক্রবর্তীকে যে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে, তার শর্ত ছিল এক টাকা চোদ্দো আনা দু'পয়সা খাজনা তাকে নিয়মিত দিয়ে যেতে হবে। ঔরঙ্গজিবের মৃত্যুর (১৭০৭) পনের বছর পরের এই ধরনের পুরনো গদ্যলিপি বিরল। নবাবি আমলের এই পত্রটিতে স্বাভাবিকভাবেই আরবি-ফারসি শব্দ আছে। 'কার' শব্দটি ভুলক্রমে লেখা। 'ডাঙ্গা' জমিতে সাধারণতঃ সরু ধানের চাষ হয়। যে জমিতে প্রায়ই ধ্বস নামে, তাকে 'ধোসা' বলে। জমি ও রাজস্বের পরিমাণ লেখা হয়েছে সেকালের পাটিগণিতের প্রতীকে। 'সাড়ে' অর্থে দু' পয়সা অর্থাৎ সর্বমোট এক টাকা সাড়ে চোদ্দো আনা কর প্রদেয় (এক টাকা চোদ্দো আনা দু' পয়সা)।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে লেখা পাট্টাপত্রে ঠাকুরদাস বেরাকে বার্ষিক 'সাত টাকা চারি আনা' রাজস্বের বিনিময়ে দু'বিঘা দু'কাঠা 'কালা' ও কৃষিজমি আবাদ করার অধিকার দিয়েছেন মধুসূদন মান্না। আদায়ের ত্রুটি হলে আদালতে নালিশ হবার কথাও প্রকারান্তরে ঘোষিত। জমিতে যে গাছপালা আছে তার ফলভোগ করা যাবে, কিন্তু গাছ কাটা চলবে না।

ইজারাপাট্টাপত্র

আরবি শব্দ 'ইজারহ্' থেকে ইজারা। 'শব্দকোষ' রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'হস্তবুদ শোধ খাজনা দেওয়ার অঙ্গীকারে জমিদারের নিকট থেকে নির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দোবস্ত লওয়া মৌজাগ্রামাদি (Lease)।' নির্দিষ্ট সময়টুকুর মধ্যেই সেই ভূসম্পত্তির উপর ইজারাগ্রহীতার অধিকার। অবশ্য 'পাট্টা' আর 'ইজারাপাট্টার' মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। সম্ভবত আকবরের সময় থেকে ইজারাব্যবস্থা চালু হয়। উইলসন্ তাঁর 'গ্লোসারি'-তে লিখেছেন—

"Especially employed to denote a lease of farm or land held at a defined rent or revenue; whether from Government direct or from an intermediate payer of the public revenue; a farm or lease of the revenue of a village or district, also of customs; or collection of any description, as of custom any fees or allowances; any items of revenue letting lands on farm or lease; the lands so let; contract; a monopoly."

ইজারা প্রদান বা গ্রহণের নিদর্শন এই লিখিত চুক্তিপত্র। আলোচ্য ১৮৪১ খ্রি.-এর পত্রটি রচনাকালে গভর্নর জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যান্ডের শাসন (১৮৩৬-৪২ খ্রি.) চলেছে। কোম্পানির শাসনে জর্জরিত হয়ে এদেশের উপজাতি শ্রেণি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, ১৮৫৫-এর সিপাহি বিদ্রোহেরও প্রস্তুতি চলছে। সেই সময়ে লেখা এই 'পত্রটিতে' অবশ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংকটের কোনও কথা বলা নেই। 'যুলতাননগর' (সুলতাননগর) মৌজার 'হাড়' (হারু) ঘোষ ও 'মোধুষুদন (মধুসূদন) ঘোশ' (ঘোষ) যে জমি গঙ্গানারায়ণকে ইজারা দিয়েছেন, ইজারাকালের মধ্যে সে বিষয়ে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে তা যে তাঁরা সমাধান করে দেবেন, সে কথা ঘোষণা করেছেন 'পত্রটির' শেষাংশে। এখানে ১২৪৮ থেকে ১২৭৮ সন— মোট ত্রিশ বছরের জন্যে সাত বিঘা আট কাঠা জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। কিস্তিতে ইজারার টাকা নিয়মিত জমা দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

দানপত্র

সেকালে প্রচলিত 'দায়ভাগ', 'বিবাদভঙ্গার্ণব', রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থে ভূসম্পদাদির দানব্যবস্থার কথা আছে। নানা উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দানের

পাথুরে প্রমাণ এদেশের অসংখ্য শিলালিপি বা তাম্রশাসনগুলি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'দেবসেবা'-কে সামনে রেখে 'দেবোত্তর সম্পত্তি'রূপে ভূসম্পদ দান করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মোত্তর বা বৈষ্ণবোত্তর সম্পত্তি দান করা হয়েছে বহুক্ষেত্রে। দানপত্র হিসাবে বহুসংখ্যক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলা থেকে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুরাতত্ত্ব দপ্তর মালদহ জেলার হবিবপুর থানার জগজীবনপুর গ্রামে 'নন্দদির্ঘিকা মহাবিহারের' ধ্বংসাবশেষ থেকে রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের (৮৫৪ খ্রি.) যে তাম্রশাসন উদ্ধার করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজা, 'নন্দদির্ঘিকা উদরঙ্গ মহাবিহার সংলগ্ন ভূমি' তাঁর পিতামাতা ও বিশ্বমানবের পুণ্যলাভের জন্য বৌদ্ধবিহারের নানা দেবদেবীর সেবা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দান করছেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা দানপত্রে কোনও এক জমিদার, দয়ারাম বৈরাগী নামক বৈষ্ণবকে 'দরি অযুধ্যা' গ্রামের ছ' বিঘা তিন কাঠা জমি লিখিতভাবে দান করেছেন। উল্লেখ্য, ওই বছরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের হাত থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে— নবাব মিরকাশিমের ক্ষমতা খর্ব করে—'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'

এখানে 'পতিত হাসিল' বলতে অকৃষি জমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে।

অপর দানপত্রটির (১৮২৪) 'লেখক-দাতা' চৈতন্যচরণ চক্রবর্তীর স্ত্রী 'দুয়ারখনা' বা 'দরখনা' গ্রামের শ্রীমতী পরসী দেবী। তিনি একবিঘা জমির পনর কাঠা দেবসেবার জন্যে রেখে অবশিষ্ট পাঁচ কাঠা জমি ও একত্রিশ ঘর যজমান ওই গ্রামেরই তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে (পরসী দেবীর ভিক্ষাপুত্র) এই উদ্দেশ্যে দান করেন যে, ওই গ্রহীতা 'ভিক্ষাপুত্র' তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করবে। মৃত্যুর পর স্বর্গবাসের ব্যাকুল বাসনায় তিনি 'সেচ্ছাপূর্ব্বকে দানপত্র লিখিয়াদিলেন।'

দানপত্রের প্রচলিত সংজ্ঞাতে অবশ্য বলা হচ্ছে, কোন মূল্য না দিয়ে দাতা গ্রহীতার সম্মতিতে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করলে দানপত্র লিখে তা করতে হয়। তবে এজন্যে দাতা ভরণপোষণ চাইতে পারেন। সুস্থ স্বাভাবিক একজন মুসলমান 'হেবানামা' বা 'হিবানামা'র মাধ্যমে (হিবঃ, আ., নামহ্, ফা.) উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি দান করে থাকেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তনের পর (১৭৯৩ খ্রি.) জমিদাররা জমির উপর পুরুষানুক্রমিক অধিকার লাভ করেন এবং তার ফলে কৃষক-প্রজাদের জীবন যে কতখানি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল সে বিবরণ দিয়েছেন মণীষী অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ১৮৫০ সালের এপ্রিল, মে ও জুন সংখ্যায় প্রকাশিত অসাধারণ রচনাগুলিতে। লোভী জমিদার ও তাঁর অধীনস্থ নায়েব গোমস্তাদের দৌরাত্মে পল্লিবাসী কৃষক প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সরকারের ট্রেজারিতে খাজনা ঠিক সময়ে না দিতে পারলে 'সূর্যাস্ত আইন' অনুযায়ী জমিদারি বাজেয়াপ্ত হবার ভয়ে জমিদাররা খাজনা আদায়ে চরমতম পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কিন্তু আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি, তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী একজন সহৃদয় ভূস্বামীর কাহিনি। সেই বর্ধমান রাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি এইরকম—

মানসিংহের সময়কালে (১৫৯৪-১৬০৮) পঞ্জাবের লাহোরের কোটলি মহল্লা থেকে আগত বণিক সঙ্গম রায় সতেরো শতকের গোড়ায় বাণিজ্য করতে এসে বর্ধমানে আশ্রয় নেন। তৎপুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবু রায়। ঢাকা যাত্রাপথে মুঘল সেনাবাহিনিকে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ করে এই বিত্তশালী বণিক বর্ধমান চাকলার মুঘল ফৌজদারের নজরে পড়েন এবং ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই অনুগ্রহে তিনি বর্ধমানের 'রেকাবি বাজার' ও 'মোগল টুলির' কোতোয়াল ও চৌধুরী পদ লাভ করেন। গোড়াপত্তন হল বর্ধমান জমিদারির। তৎপুত্র কিষাণবাবু বা বাবু রায় ঔরঙ্গজিবের নিকট থেকে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বর্ধমান, ইব্রাহিমপুর ও আরও দুটি পরগণার জমিদারি ক্রয় করেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম, তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায় ১৬৮৯-তে বর্ধমানের জমিদার। ইনি ১৬৯৬-তে চেতুয়া-বরদা পরগণার অধিপতি শোভা সিংহের হাতে নিহত হন। তাঁর পুত্র জগৎরাম রায় শোভা সিংহ ও তাঁর সঙ্গী রহিম খাঁর ভয়ে দু' বছর ঢাকায় লুকিয়ে থাকার পর ঔরঙ্গজিবের নতুন ফরমান অনুযায়ী ১৬৯৯-তে বর্ধমান জমিদারি লাভ করেন। এঁরই সময় বর্ধমান জমিদারি ৪৯টি লাভজনক মহলে বিস্তৃত হয়। ১৭০২ খ্রি.-তে কৃষ্ণসায়রে স্নান করার সময়ে ইনি গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে যখন নিহত হন, তখন তাঁর প্রথম পুত্র কীর্তিচাঁদ মাত্র তিন বৎসরের, কনিষ্ঠ মিত্রসেন আরও ছোট। অল্প বয়সে কীর্তিচাঁদ

বর্ধমানের জমিদার হবার পর শোভাসিংহের বিদ্রোহী ভাই হিম্মৎ সিংহকে তাঁরই হাতে নিহত হতে হয়, চন্দ্রকোনা ও বিষ্ণুপুর রাজও পরাজিত হন। বর্তমান মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অংশ বর্ধমানরাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৪০-এ কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র চিত্রসেন রায় জমিদার হন এবং তিনিই প্রথম মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের নিকট থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। নিঃসন্তান চিত্রসেনের দুই স্ত্রী মিত্রসেনের পুত্র তিলোকচাঁদকে দত্তক নেন এবং ১৭৪৪-এ তিলোকচাঁদ মাত্র ১১ বৎসর বয়সে 'বর্ধমানরাজ' পদলাভ করেন, মুঘল দরবার থেকে 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৭৬১-তে একমাত্র এই স্বাধীনচেতা রাজা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ১৭৭১-এ এঁর মৃত্যুর পর বর্ধমানের রাজা হন তেজচাঁদ— যিনি যৌবনকাল থেকেই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। এঁরপর মহতাবচাঁদ, আফতাবচাঁদ, বিজয়চাঁদ মহতাব বর্ধমানের জমিদার হন।

রাজা তিলোকচাঁদের স্বাক্ষরিত ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের 'ফসলছাড়পত্রটি' রাজার প্রজানুরঞ্জনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এখানে রূপনারায়ণ সন্নিহিত পূর্ব মেদিনীপুরের গোঠরা (গোচরা?) গ্রামের শিব ও মনসা মন্দিরের সেবাইত শোভারাম রাউৎকে তাঁর দেবোত্তর জমির উৎপন্ন ফসল বাবদ প্রদেয় রাজস্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তিলোকচাঁদের সময় রূপনারায়ণের দুই তীরের যথাক্রমে হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামগুলি ছিল বর্ধমান রাজের অধিকারে। সেখানকার উর্বর কৃষিজমি বহিরাগত মানুষকে বিভিন্নভাবে আকর্ষণ করত। স্বভাবতই ওড়িশা থেকে ওই রাউৎ পরিবার কোনও কর্মসূত্রে গোঠরা গ্রামে এসে থাকবেন। দু'শো চল্লিশ বছর পূর্বেকার এই জীর্ণ লিখনটির ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য কম নয়।

১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা অপর 'ফসলছাড়পত্রটি'র জীর্ণ ও দুর্বোধ্য লিপি থেকে জানা যাচ্ছে, তৎকালীন চেতুয়া পরগণার (পশ্চিম মেদিনীপুর) 'বলিয়ারপুর' গ্রামের 'সর্ব্বেস্বর ভট্টাচার্য' ও 'বিরেস্বর আদকারির' উদ্দেশ্যে এটি লেখা। কোনও রাজা বা জমিদারের স্থানীয় কোনও পদস্থ কর্মচারীকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। নাগরীতে 'শ্রীসহী' লেখা থাকলেও কোনও স্বাক্ষর এখানে নেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫) তিন বছর পরে লেখা, রাজা রামমোহনের জন্মের ছ' বছর পূর্ববর্তী এই বাংলা লিখনটি

যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্দেশনামা প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত, পূর্বভারত থেকে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালেখ 'মহাস্থান শিলালিপির' কথা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত, শক্ত চূণা পাথরের খণ্ডের ওপর মৌর্যব্রাহ্মী বর্ণমালায় (প্রাকৃত ভাষা) ছ' লাইন খোদিত লিপিতে একটি রাজনির্দেশ দেখা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এই বিখ্যাত অনুশাসনটিতে, সমৃদ্ধ পুন্ড্রবর্ধন নগরীতে অবস্থানরত 'মহামাত্র'-কে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে (বা অন্য যে কোনও কারণে) ক্ষতিগ্রস্ত পুন্ড্রনগরীর অধিবাসী 'সংবংগীয়' বা 'সদ্‌বর্গিক' মানুষদের যেন প্রয়োজনমতো খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয় এবং পরে পুনরায় ধান ও গণ্ডক মুদ্রায় সেই শূন্য শস্যভাণ্ডার ও কোষাগার পূর্ণ করা হয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার এই রাজনির্দেশের মাধ্যমে (সম্ভবত এটি সম্রাট অশোকেরই প্রদত্ত) দুর্গত প্রজাসাধারণের প্রতি এক শাসকের সহানুভূতি ও মমত্ববোধ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অবগত হওয়া যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বকথিত হিম্মৎসিংহ (শোভাসিংহের ভ্রাতা) নিজের জমিদারিতে বিভিন্ন সময়ে অধীনস্থ প্রজাদের যে সব 'ফসলছাড়পত্র' দিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার দুটির সন্ধান পাওয়া গেছে ('রামেশ্বর রচনাবলী', শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৩৭১)—'শ্রীশ্রীরাম/দেবত্তর রাধাবল্লভজী/চেতুয়া পরগণার/এতমানদার ও যোলকুম ও ধান্য বাঘা (?) অবে (?) লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে শ্রীদামোদর/রায়ের ওঁম হেস্তয়ার জমী যদামদ ভোগপ্রমাণ যেখানে যেখানে আছে তাহার ফসল/ছাড়িয়া দিবে সন ১১২৩/৩১ চৈত্র।'

১১২৮ বঙ্গাব্দে লেখা আর একটি 'ফসল ছাড়পত্রে' দেখা যায় সোললান, ডোমল, জোতবিহর, বাসুদেবপুর, রামচন্দ্রপুর মৌজাগুলির ফসলছাড়ের নির্দেশ দিয়ে লেখা হয়েছে 'মোজকুর চাকলাদার প্রজা আসী দখল দেখিয়া ফসল ছাড়িয়া দিবে।'

ফারখতিপত্র

আরবি শব্দ 'ফারিগ্ খত্ব' থেকে এসেছে 'ফারখৎ', 'ফারখতি', 'ফারকৎ' শব্দগুলি, যাদের অর্থ হল 'সম্বন্ধত্যাগপত্র', 'ত্যাগপত্র' বা 'ছাড়পত্র'।

আমাদের আলোচ্য, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের এই পত্রটিতে 'সাকিম খাঞ্জাপুরের' 'মোধুষুদন সাউ'-এর নিকট থেকে চার বছরের 'ভাগের ফসল' পেয়ে রত্নেশ্বরবাটি মৌজার তারাচাঁদ দাষ 'মোধুষুদন'-কে ফারখতি দিয়েছেন 'সাকিম এর্‍্যাটির' হরিপ্রসাদ 'মান্না'র মারফতে। সাক্ষী ছিলেন রত্নেশ্বরবাটির 'কমল দাষ' ও 'বলাই মান্না'। দেড়শো বছরেরও বেশি প্রাচীন এই চিঠিখানিতে পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলাবতী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অনেকগুলি গ্রামের নাম পাওয়া যায়—যেগুলি আজও সেই নামেই বর্তমান।

সনন্দপত্র

উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত গঙ্গানারায়ণ নামক জনৈক ব্যক্তি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা অঞ্চলে কয়েকটি মৌজা নিয়ে কাশীযোড়া পরগণার জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন ষোলো শতকের শেষ দিকে। ওই ব্যক্তি একসময় ওড়িশারাজের সেনাবিভাগে চাকরি করতেন। ওড়িশারাজই তাঁকে কাশীযোড়া পরগণা শাসনের অধিকার দেন। বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানা, তমলুক থানার অংশবিশেষ এবং ডেবরা থানার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল এই পরগণা। এই রাজবংশের রাজারা ছিলেন বিদ্বোৎসাহী মানুষ। পরবর্তী রাজা রাজনারায়ণ (১৭৫৫-১৭৭০ খ্রি.) ছিলেন সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজসভায় কিছু কিছু সংস্কৃত শাস্ত্রপুরাণ অনুলিখিত হয় বলে জানা যাচ্ছে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১-২-তে প্রকাশিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ' রচনা থেকে। এঁর রাজসভায় মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট কবি (শীতলামঙ্গল, মনসামঙ্গল, পঞ্চনন্দের গীত, দক্ষিণ রায়ের পাঁচালি ইত্যাদি অনেকগুলি কাব্যের রচনাকার) নিত্যানন্দ চক্রবর্তী আশ্রয়লাভ করেছিলেন। কবির স্বঘোষিত কাব্যরচনার কাল ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ। বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিত্যানন্দ, নরনারায়ণ (১৭৪৪-১৭৫৫), রাজনারায়ণ এবং সুন্দরনারায়ণ (১৭৭০-১৮০৬) এই তিনজন কাশীযোড়ারাজের আনুকূল্য কমবেশি পেয়েছিলেন। আলোচ্য তিন পৃষ্ঠার 'সনন্দপত্র'টি (আরবি 'সনদ'

শব্দ থেকে জাত, অর্থ, বাদশাহি হুকুম, দলিল, প্রমাণপত্র, উপাধিপত্র ইত্যাদি) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ কাশীযোড়ারাজ সুন্দরনারায়ণের সময়কার একটি 'নকল' বিশেষ। উল্লিখিত 'নিতাই মিশ্রী' কাশীযোড়া রাজসভায় সমাদৃত কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (কানাইচক নিবাসী)। ১৪১৮৯ সংখ্যক নতুন সনন্দ দ্বারা তাঁকে তাঁর পৈতৃক ভোগদখলের সাতবিঘা জমি (আলিচক, কানাইচক ও পদিমাচকের অন্তর্গত) নিষ্কর হিসাবে ভোগাধিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই জমি যে কাশীযোড়ার পূর্বতন রাজা জিৎনারায়ণের (১৭২০-১৭৪৪ খ্রি.) জমিদারিভুক্ত, তা এই সনন্দ থেকে জানা যায়। জিৎনারায়ণ ছিলেন উক্ত রাজনারায়ণের পিতামহ। অর্থাৎ নিত্যানন্দের পিতা-পিতামহরাও কাশীযোড়ার রাজন্যবর্গের করুণা ও আনুকূল্য লাভ করে এসেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আশ্রয়দাতা ও কাব্যচর্চায় উৎসাহদানকারী কাশীযোড়া রাজপরিবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি একস্থানে লিখেছেন—(শীতলামঙ্গল জাগরণপালা)—

'কাশীযোড়া ষাটপাড়া অতিবিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তাহে রাজনারায়ণ ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলামঙ্গল রচে পানে সুধামৃত ॥'

সনন্দটির একস্থানে তিনটি আধুনিক হস্তাক্ষরের কারণ বোঝা যায় না।

পত্তনিপত্র

পত্তন = পত্ + তন। শব্দটির অর্থ হল নগর, পুর, ভিত্তি। 'শব্দকোষ'কার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পত্তনি' শব্দ সম্পর্কে লিখেছেন, 'জমিদার জমিদারীর যে কোন অংশ নির্দ্ধারিত খাজনায় অন্যের সহিত পুরুষাণুক্রমে ভোগদখল করার সর্ত্তে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহার নাম 'পত্তনী' বা 'পত্তনী তালুক'।' Peterson লিখেছেন, "A patni tenure is in effect, a lease which binds its holder by terms and conditions similar to those by which a superior landlord is bound to the state (Bengal dist. gazetteers:Burdwan)."

বর্ধমান জমিদারির রাজা তেজচন্দ্র বা তেজচাঁদের (১৭৬৪-১৮৩২ খ্রি.) শাসনকালে, বর্ধমানের জমিদারি প্রধানত তাঁর উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, অসৎ রাজকর্মচারীদের নির্লজ্জ স্তাবকতা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইত্যাদি নানা কারণে বিপন্ন হয়ে পড়ে। রাজস্ব আদায় নিয়ে কোম্পানিও কিশোর রাজার উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সরকারি চাপে, প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে খাজনা আদায় করা হতে থাকে। তবুও কোম্পানির কাছে জমিদারির বকেয়ার পরিমাণ বেড়ে চলে। কালেকটর ও বোর্ডের সঙ্গে শুরু হয় রাজার সংঘাত। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রবল বিরোধী, বর্ধমানরাজ তিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর (১৭৭১) নাবালক রাজা তেজচাঁদের অভিভাবিকারূপে তাঁর মা রানি বিষ্ণুকুমারী অবশ্য দক্ষহাতে রাজ্যপরিচালনা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলছিলেন। শেষপর্যন্ত ১৭৯৩ খ্রি.-তে ' চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হলে, রাজার সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয়, ৪০,১৫,১০৯ সিক্কা রাজস্ব ও ১,৯৩,৭২১ সিক্কা 'পুলবাঁধি' কর প্রদান করার শর্তে। কিন্তু তাতেও কোনও সমাধানের পথ দেখা গেল না। প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব সেভাবে আদায় হল না। রাজাকে 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ'-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করতে হয়। তাঁর জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখানো হয়। রাজা নবকৃষ্ণকে 'ক্রোক সাঁজোয়াল' নিযুক্ত করা হয়। তাতেও কোনও ফল হল না। ১৭৯৭-তে বোর্ডের নির্দেশে জমিদারির কিছু কিছু অংশ নিলামে দিয়ে দেওয়া হয় সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ সিংহ, জনাইয়ের মুখার্জি, তেলেনিপাড়ার ব্যানার্জি ও ভাসতাড়ার ছকু সিংহের অধিকারে। অবশিষ্ট জমিদারিকে রাজা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এক একজন বিত্তশালী ব্যক্তিকে বার্ষিক নির্ধারিত খাজনার বিনিময়ে পত্তনি বন্দোবস্ত করে দেন এবং দেখা গেছে, এর ফলেই ওই জমিদারি পূর্বভারতের এক সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত রাজ এস্টেট রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইংরেজ সরকারও এই ব্যবস্থাকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। পত্তনি প্রথার প্রবর্তন করে বিপন্ন জমিদারিকে রক্ষা করে ও সমৃদ্ধতর করে তোলার জন্য রাজা তেজচন্দ্র তাই ইতিহাসে বিশেষ ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

বর্ধমান রাজের অধীনস্থ যে সমস্ত বিত্তশালী আঞ্চলিক জমিদার রাজা তেজচন্দ্রের পত্তনি ব্যবস্থার মাধ্যমে 'পত্তনিদার' (Middleclass tenure holder) হন, তাঁদের অন্যতম হলেন তাৎকালিক সরকার মান্দারণের (হুগলি,

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত মোগলযুগের 'জেলা' ব্যবস্থা) অন্যতম পরগনা 'চেতুয়া'র এরেটি গ্রামের রামদুলাল দাস মান্না। তিনি বর্তমান ঘাটাল মহকুমার কলাগেছা মৌজার (জে. এল. নং ২০৫) এরেটি গ্রামে, আঠারো শতকের শেষদিকে পত্তনি লাভ করে প্রাসাদ, জলাশয়, কুলদেবতা বৃন্দাবন জিউয়ের বিগ্রহ ও মন্দির, অলংকরণসমৃদ্ধ নবরত্ন রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, দস্যুদলের হাতে তাঁর একমাত্র জামাতার মৃত্যু হলে শোককাতর হয়ে বিপুল জমিদারি পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে তুলে দিয়ে তিনি বৃন্দাবন থেকে আগত এক বৈষ্ণবসাধকের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে সাধকজীবন শুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজের জমিদারিতে বৈষ্ণবসাধকদের জন্যে একাধিক মঠ তৈরি করে দেন, নিষ্কর ভূ-সম্পদ দান করেন। এ ধরনের দুটি মঠ সম্ভবত দাসপুর থানার নিমতলার 'ব্রজবাসী মঠ' ও কোটালপুর গ্রামের বকুলতলায় 'বৈষ্ণবগোঁসাই'-এর শ্রীপাট। আজও মঠ দুটির উদ্দেশ্যে স্থানীয় মানুষের নিত্য শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। এঁরই প্রাসাদে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত হয় ভাগবতের একমাত্র মূলানুসারী কবি এবং কলকাতা নগরীর প্রাচীনতম কবি সনাতন বিদ্যাবাগীশের অনূদিত ভাগবতের কয়েকটি স্কন্ধ। পুরানো দলিল ও চিঠিপত্রে তিনি নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলে নির্দেশ করেছেন। এরেটি গ্রামে বৃন্দাবন জিউয়ের মন্দিরের কলুঙ্গিতে ছিল রামদুলালের সময়কার বেশ কিছু বৈষ্ণবসাহিত্য ও অন্যান্য পুঁথি। ১৯৭৮ এর বন্যায় সেই সব অমূল্য সংগ্রহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

৭.১ সংখ্যক পত্তনিপত্রটির (১৮০৮) মাধ্যমে জমিদার রামদুলাল খাঞ্জাপুর ও কিসমৎ খাঞ্জাপুর নামক দুটি মৌজার 'মফস্বলি পত্তনি' (অধীনস্থ পত্তনি) দিয়েছেন তাঁর অধীনস্থ কোনও বিত্তশালী প্রজাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের বারো বছর পূর্বে লেখা এই চিঠিটিতে প্রাক্ বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার রূপটি লক্ষ্যণীয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা অপর পত্তনিপত্রটিতে বর্ধমানের মহারানি অর্থাৎ তেজচাঁদের রানি কমলকুমারীর নাম উল্লিখিত। ছত্রিশটি মৌজা সমন্বিত একটি বিপুলায়তন জমিদারিকে কেন্দ্র করে আর্থিক লেনদেনে অনিয়মবশতঃ রানি কমলকুমারী আদালতে যে নালিশ করেন তার ফলে পত্তনি গ্রহীতা দেবীপ্রসাদ সরকার ও তাঁর ভাই অনুপচন্দ্র সরকার কীভাবে মামলায় জড়িয়ে

পড়েন এবং পরে আবার সমস্যামুক্ত হন, সেই বৃত্তান্ত বিবৃত। পত্রটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। ছত্রিশ মৌজার বাৎসরিক রাজস্ব তেরো হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ টাকার পরিমাণ আজ থেকে ১৮০ বছর আগের হিসাবে নেহাৎ স্বল্প নয়।

ভাষপত্র

সেকালের ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে শাসিত সমাজের ছবিটি অনেকটাই ধরা আছে 'ভাষপত্র' নামে বিচিত্র লিখনগুলিতে। 'ভাষ' শব্দটি 'ভাষণ' শব্দের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ, ভাষা বা কথা। কিন্তু সমাজ নিয়ন্ত্রণের ব্রাহ্মণ্য ভূমিকায় ''ভাষ' হল 'সামাজিক অপরাধের ক্ষালন ও বৈষয়িক বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রের ভাষা বা বচন অনুসারে ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া লিখিত নিবেদন, হকিকত বা plaint; এবং প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তদ্বিষয়ে পণ্ডিত ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রদত্ত শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা সংবলিত উত্তর প্রদানের প্রচলিত নাম (পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' ১ম, পূর্বার্ধ ১৯৬৮, পৃ. ২৬৯।'

শূলপানি 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটির একটি সহজবোধ্য অর্থ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'প্রায়' অর্থে তপ, 'চিত্ত' অর্থে 'নিশ্চয়'। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত এমন এক তপস্যা যার দ্বারা নিশ্চিতভাবে পাপমুক্তি ঘটবে। সেই অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত তাই 'পাপক্ষয়মাত্রসাধনম্।' পাপের সংজ্ঞা হল, 'বিহিত কর্মের অকরণ এবং নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান।' এ ছাড়াও আছে ইন্দ্রিয়ের অসংযম। স্মৃতিশাস্ত্রে পাপ 'অতিপাতক', 'মহাপাতক', 'অনুপাতক', ও 'উপপাতক'— এই চারভাগে বিভক্ত। তবে 'জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের' চেয়ে 'অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত লঘুতর।' 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির' মতে (৩/৫/২২৬)—

'প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥'

শূলপানির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, অজ্ঞানকৃত পাপই প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে দূর করা যায়। জ্ঞানকৃত পাপ অপগত হয় না— যদিও পাপী সমাজে 'ব্যবহার্য'

হয়। পাপীকে পাপমুক্ত করার জন্য সেকালে স্মৃতিতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা এককভাবে বা অন্তত পাঁচজন মিলিত হয়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন আবেদনকারীর লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে। এই সিদ্ধান্তটিতে বিভিন্ন টোল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদেরও মতৈক্য থাকত। 'সমাজ সম্পর্কিত' এবং 'বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধীয়'— এই দুভাগে বিভক্ত ছিল প্রায়শ্চিত্তবিধি। অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল যথার্থই বলেছেন, 'ব্রাহ্মণ-গুরু-পুরোহিত-সভাপণ্ডিত শাসিত হিন্দু-সমাজে মনুষ্যমাত্রের অপরাধের ও বিরোধের যেমন সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত বিধানও তেমনি প্রায় অফুরন্ত (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯)।'

ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ', শূলপানির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' অনুসরণে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সমাজের নানা অবৈধ বা পাপকর্মের ক্ষালন ঘটাতেন ভাষপত্রের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়ে। প্রায়শ্চিত্ত করলেই পাপী পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে— এই ছিল সিদ্ধান্ত। আধুনিক যুগে বিচারালয়ে নানাবিধ অন্যায় কাজের বিভিন্ন শাস্তিব্যবস্থার মতোই 'ভাষের' মাধ্যমে বিভিন্ন অন্যায়ের নানাধরনের প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হত। যে সব পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান দেওয়া হত সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য, নিষিদ্ধ যৌনসংসর্গ (মাতৃস্থানীয়া, ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত, রজস্বলা ও গর্ভবতী নারী, পরস্ত্রী, গো-গর্দভ-ছাগ-অশ্ব ইত্যাদি প্রাণী বলাৎকার), সুরাপান, নরহত্যা (ব্রহ্মহত্যা), চৌর্যবৃত্তি, অপরের ভূসম্পদ অপহরণ, পরিবারের কোনও মানুষের বিশেষ বিশেষ সময়ে মৃত্যুবরণ বা আত্মহত্যা, তীর্থভ্রমণে দোষত্রুটি, কোনও গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, কলহ ও কুৎসিতবাক্য প্রয়োগ, মিথ্যাভাষণে চরম ক্ষতিসাধন, এবং বিশেষ করে গৃহপালিত গবাদি পশুর অপঘাত মৃত্যু ইত্যাদি। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক ভাষপত্রই সর্বত্র সর্বাধিক উদ্ধার করা গেছে। গোরুর এই অবস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য— গর্ভাবস্থা, বার্ধক্য, রুগ্নদেহ, অসুস্থতা, অন্ধত্ব, উন্মতা, গোরুকে তার খাদ্য খেতে না দেওয়া, গোরুকে প্রহার, বন্ধন, গোয়ালে দড়ি বাঁধা অবস্থায় গোরুর মৃত্যু, কুয়ো বা জলাশয়ে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

অবশ্য কেবল 'প্রায়শ্চিত্ত' ব্যবস্থাই নয়, জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সমাধানের পথও জানতে চাওয়া হয়েছে ভাষপত্রের মাধ্যমে। সেখানে ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন।

৮.১ সংখ্যক ভাষপত্রটিতে (১৮৩৭ খ্রি.) সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক বিধান

প্রার্থনা করা হয়েছে। মণ্ডলঘাট পরগনার জয়রামচক সাকিমের শঙ্করীদেবী জানতে চেয়েছেন, তাঁর বাবা, মা ও 'খুড়ার' মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বিধবা নিঃসন্তানা 'খুড়ি'র মৃত্যুর পর তিনি তাঁর বিষয়সম্পদ পাবেন নাকি শঙ্করী দেবীর পিতার 'পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাতি'র তাতে অধিকার জন্মাবে। পত্রখানিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নির্দেশ কী ছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি।

৮.২ সংখ্যক ভাষপত্রে (আনু: ১৫০ বছর) 'রামকিসর বাগ' জানাচ্ছেন, তাঁর বড় ভাই ডাকাতদলে থেকে ডাকাতি করে একসময় ধরা পড়ে, কয়েদে থাকে ও পরে জাহাজযোগে দ্বীপান্তরে (বা অন্যত্র) প্রেরিত হয়। এভাবে ৪০ বছর কেটে যায় এক এক করে। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির শবদেহ না পাওয়া গেলে সাত বছর পরে তার 'কুশপুতুল' বা প্রতিকৃতি দাহ করে তবেই তার পারলৌকিক ক্রিয়াদি করা হয়। সেই নিয়মমতো, এই নিরুদ্দিষ্ট মানুষটিরও কুশপুতুল দাহ, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন সবই সম্পন্ন করেন কনিষ্ঠ 'রামকিসর।' কিন্তু তাঁর নিজের পরিবারের কেউ প্রায়শ্চিত্ত করেনি বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা তাঁকে সে বিষয়েই সচেতন করেন। তিনিও 'শাস্ত্রানুযায়ী' ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। তবে 'ব্যবস্থাটি' অজ্ঞাত।

১৮৪০-এর ভাষপত্রে দেখা যাচ্ছে 'বিশ্বনাথ দেবশর্ম্মণঃ'-এর চার মাসের 'গর্ভিনি' একটি গাভী রাত্রিতে গোশালায় মারা যায়। এই গোমৃত্যু-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা ভাষপত্রে জানিয়েছেন, 'নব কার্ষাপণ' দক্ষিণা ও 'নব কার্ষাপণ' দান করলে পাপমুক্তি ঘটবে। অপর ভাষপত্রটিতে একটি পরিবারের কয়েকজন মানুষের পর পর মৃত্যুর পর কবে কীভাবে পারলৌকিক ক্রিয়াদি করা যাবে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। দেড়শো বছরের পুরানো ভাষপত্রে ভগবতীদেবী দত্তকের মৃত্যুর পর পুনরায় দত্তক গ্রহণ করতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছেন।

৮.৪ সংখ্যক ভাষপত্রটির (১৮৪১ খ্রি.) বর্ণনা বড় বেদনাবহ। 'রাধাকৃষ্ণপুর' মৌজার 'ঠাকুর্দ্দাস দেবশর্ম্মণঃ' লিখিত আবেদনে জানা যাচ্ছে, অল্পদিনের ব্যবধানে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন মানুষ পরপর আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। জ্ঞাতব্য বিষয় হল, ওইসব মৃত্যুর ফলে কার কীরূপ 'অশৌচ' হয়েছে, কীভাবে সেই 'অশৌচ' থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অবশ্য চারছত্র দীর্ঘ নির্দেশ লিখে দিয়ে সকলেই স্বাক্ষর করেছেন।

৮.৫ সংখ্যক ভাষপত্রে (১৮৯০ খ্রি.) দেখা যাচ্ছে, এক ব্রাহ্মণ গৃহিণীর ন'মাসের এক গর্ভবতী গাভী বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন তিন-চারজন লোক মিলে তাকে তুলে দাঁড় করানো হত। এইভাবে কিছুদিন কাটে। একদিন সকালে গোয়ালে গিয়ে দেখা যায়, গলায় রজ্জুবাঁধা অবস্থাতে গোরুটি মারা গেছে। ফলে সেই মহিলার 'পাপ' হয়েছে। তা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হয়েছে। 'কত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে' লেখা দেখে মনে হচ্ছে প্রধানত 'অর্থদণ্ডই' বোধহয় মঞ্জুর করা হত। আবেদনকারীর স্বাক্ষরবিহীন এই চিঠিখানির উপরের অংশে মোট ছ'জন 'দেবশর্ম্মণের' স্বাক্ষর আছে। সমাজ সংশোধনের কী অসাধারণ ব্যবস্থা!

৮.৬ সংখ্যক ভাষপত্রের আবেদকারিণী ভগবতী দেব্যা 'মৌজে বাষুদেবপুরে' বাস করতেন। তিনি 'দত্তক' গ্রহণ করেন, কিন্তু দত্তকের মৃত্যু হয়। শেষোক্ত দত্তকের বালিকা বিধবা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুনরায় দত্তক গ্রহণ করা যাবে কিনা, তাই জিজ্ঞাস্য।

চিঠি

তারিখবিহীন হলেও, লিপির বিচারে প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো এই ব্যক্তিগত চিঠিটি (৯.১) কলকাতা থেকে লিখেছে এক ছোট ভাই 'বলিহারপুর' নামক গ্রামে বসবাসকারী তার বড় ভাইকে। পৌরোহিত্যের কাজে ভাইটি কলকাতায় থাকে। কিন্তু প্রতিবছর সেখানে যে দুর্গাপূজাটিতে সে পৌরোহিত্য করে, সে বছর সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। বড় ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতাবাসী ছোট ভাইয়ের মধুর সম্পর্কের পরিচয় দেয় চিঠিটি। জানা যাচ্ছে, ওই গ্রামটি (পঃ মেদিনীপুরের দাসপুর থানা) থেকে বেশকিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিত কলকাতায় পৌরোহিত্যের কাজে গিয়ে থাকতেন।

তারিখবিহীন অপর পত্রটি (৯.২) লেখা হয়েছে 'শ্রীনবীনচন্দ্র সর্ম্মনঃ'-এর উদ্দেশ্যে। পত্রের দ্বিতীয় অংশে বোধহয় পত্রলেখকের ভ্রাতা 'প্রাণাধিক রাজীবলোচন' পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে। এই বৃত্তান্তটি গোপনে জানিয়ে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে তাই জানানো হয়েছে 'এ প্রকাশ না হয়।'

নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে, সুদ দেবার অঙ্গীকার, সাক্ষীর সমক্ষে টাকা ধার দেওয়ার যে দলিল বা ঋণস্বীকারের চিঠি, তাকে 'তমসুকপত্র' বলা হয়। ১০.০ সংখ্যক তমসুকপত্রটি (১৮৫৮ খ্রি.) সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক পরবর্তী বছরে লেখা। এই লিখনটির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনটি। প্রথমত, দক্ষিণবঙ্গ থেকে বহুমানুষ বহুকাল ধরে গয়াতীর্থে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে আসছেন এবং সেখানে টাকার দরকার পড়লে সেখানকার পাণ্ডা বা গয়ালি ব্রাহ্মণরা (তীর্থগুরু) আগত ভক্তশিষ্যাদের টাকা ধার দিতেন। অবশ্যই বেশ চড়া সুদে। দ্বিতীয়ত, ধার দেওয়া হত লিখিত দলিলের মাধ্যমে এবং সেখানে সাক্ষী রাখা হচ্ছে 'শ্রীশ্রী ঁগদাধর বিষ্টু'কে অর্থাৎ মানুষের দেবভক্তিকে যোলো আনা কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধির কী সুন্দর ব্যবস্থা! তৃতীয়ত, যেটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল 'শ্রীমত্যাজজ্ঞেশ্বরি দেবি'র প্রসঙ্গ। সময়কাল ১৮৫৮। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ কালের মধ্যে ৬০টি বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে ৮২ হাজার টাকা খরচ করে। তিনি কয়েকমাস আগে, ১৮৫৭-এর ডিসেম্বরে সেকালীন হুগলি জেলার (বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা থানা) চন্দ্রকোনার নিকটস্থ কিয়াগেড়ে গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তীর অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে নদীয়ার গৈপুর নিবাসী সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্য ছাত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়েছেন। ১৮৫৭-এর নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-এর মে পর্যন্ত সাতমাস সময়কালে তিনি দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলায়, ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামের কয়েক কিমি পূর্বের একটি অখ্যাত পল্লিতে (শিলাবতী নদীর পূর্বতীরবর্তী) স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার যে তাঁর নারীশিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের অন্তত দু'-চার বছর আগেই ঘটে গেছে 'জজ্ঞেশ্বরি' দেবীর মতো বর্ষীয়সী মহিলাই তার দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে এই বৃত্তান্তটি অজানাই ছিল হয়তো। স্বাক্ষরের বানানটি ভুল হলেও পরিচ্ছন্ন এবং জড়তামুক্ত।

দখলিপত্র

আরবি শব্দ 'দখ্‌ল'-এর অর্থ অধিকার, আয়ত্তি। এটি যেমন পাণ্ডিত্য বা কোনও বিষয়ের জ্ঞানকে বোঝায়, তেমনি বিষয়সম্পদ বা ধনসম্পদকেও বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'দখলিপত্র' বা 'দখলনামা' হল সেই বিষয়ের অধিকার নির্দেশক দলিল বা লিখিত নির্দেশ। ১১.০ দখলিপত্রটি বর্ধমান রাজের অধীনস্থ্ লাট সাহাপুরের 'জোতমনীরাম' মৌজার জমিদারি কর্মচারী রামভক্ত রায়ের উদ্দেশে লেখা হয়েছে। ওই মৌজার পাশ্ববর্তী এরেটি নামক গ্রামের রামদুলাল দাস 'জোতমনীরামের' প্রয়াত রসিকলাল মণ্ডলের স্ত্রী 'কৃষ্ণপ্রীয়া বৈষ্ণবীর' নিকট থেকে পুকুর, পুকুরের সংলগ্ন জমি (সব মিলিয়ে বারো বিঘা এগারো কাঠা) আগেই কিনে নেয়। এরপর রামদুলালের লোকজন সেই পুকুরে মাছ ধরতে গেলে বিশ্বস্ত কর্মচারী রামভক্ত 'পরম ভক্তিনিষ্ঠা' দেখিয়ে লোকজনকে বাধা দেয়, তাদের আটক করে। রামদুলাল সাহাপুর লাটের লাটদারের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করলে শ্রীরাধাকান্ত রায় ও শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায় এই 'দখলিপত্র' লিখে রামদুলালকে তাঁর ক্রীত সম্পত্তি অধিকার করার ব্যবস্থা করে দেন। বোঝা যায়, রামভক্তকে 'ভক্তিনিষ্ঠা' হ্রাস করে, কর্তাদের আদেশ শিরোধার্য করতেই হয়েছিল। একালের মতো সেকালেও নিতান্ত পল্লি অঞ্চলে তা হলে যুগোপযোগী 'গায়ের জোর' দেখানোর রীতির বেশ চলন ছিল!

জরখরিদগিপত্র বা কবালাপত্র

সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ের জন্যে বিক্রেতা ক্রেতার অনুকূলে যে লিখিত দলিলে স্বাক্ষর করে নিজ অধিকারভুক্ত সম্পত্তি থেকে নিঃস্বত্ব হন, সেই দলিলকে 'জড়খরিদগি', 'জরখরিদগি', 'খরিদগি' বা 'কবালাপত্র' বলা হয়। 'ক্ববালহ্‌' আরবি শব্দ। এর অর্থ 'বিক্রয়ের চুক্তি-দলিল'। পুরানো কাগজ বা চিঠিপত্র খোঁজার নেশা যাঁদের আছে, তাঁরা দেখে থাকবেন, গ্রামবাংলায় এই ধরনের পুরানো দলিলই বেশি পাওয়া যায়। আর সেগুলি লেখার পদ্ধতিও কমবেশি প্রায় একই ধরনের, যার অনেকাংশ আজও বাংলা দলিলে অনুসৃত হয়ে চলেছে। এই পুস্তিকায় আলোচিত ১৭৭৩ খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রি. পর্যন্ত

সময়কালের মোট ১২টি 'কবালাপত্রে' রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূসম্পত্তির আদানপ্রদান ও অর্থনৈতিক চিত্র স্পষ্ট।

আমাদের সংগ্রহের ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের (১২.১) কবালাপত্রটি বর্ধমান রাজ তেজচন্দ্রের (১৭৬৪-১৮৩২ খ্রি.) সময়কার। এত পুরানো দলিল বোধহয় সহজলভ্য নয়। বাংলার গভর্নর তখন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রি.)। ১৭৭০-এ ঘটে গেছে ভয়াবহ মন্বন্তর! বোধহয় সেই অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত হয়ে কৃষ্ণরাম বসৌ তাঁর মাতামহের নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং মামাতো ভাই কর্তৃক নাদাবি প্রদত্ত জমির এক বিঘা পনেরো কাঠা জমি মুচিরাম চক্রবর্তীকে ১৩ চৈত্রের রৌদ্রদগ্ধ দিনে ন'টাকা দামে বিক্রি করে দেন (১২.১)। মনে হয়, জমির দাম বসৌমহাশয় ভাল পাননি। এরই পনেরো বছর পরে (১২.২) ওই মুচিরাম চক্রবর্তী 'আনন্দরাম দাষমইষকে' দুবিঘা দুকাঠা জমি ২০ টাকা বিঘা হিসেবে মোট ৪২ টাকায় বিক্রি করেন। ১২.৩ সংখ্যক দলিলে দেখা যাচ্ছে, ১৮১৬-তে চাকলা বর্ধমানের কেশবচক মৌজার ১৮ কাঠা জমি ১৮ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ১২.৪ সংখ্যক দলিলে (১৮১৭ খ্রি.) দেখা যাচ্ছে অনুরূপ বাজারদর। কয়েক বছরের মধ্যেই জমির দাম যেমন কয়েক গুণ বেড়েছে তেমনি বাজারদরও বেড়েছিল সেই অনুপাতে। ১৮১৯-এ তিন বিঘা জমি ৬০ টাকায় বিক্রি করেছেন 'শ্রীগোলকচন্দ্র অধিকারি' চাকলা বর্ধমানের বরদা পরগনার কাটান মৌজায় (১২.৫)। এরই তিন বছর পর, ১৮২২-এ (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দু'বছর পর) মণ্ডলঘাট পরগনার গোপালনগর সাকিমের 'শ্রীরাজচন্দ্র মযুমদার' (মজুমদার) এক বিঘা পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করছেন ৫৪ টাকায়। ১৮২৫-এ বায়ড়া পরগনার রামনগর সাকিমের ঘটক ভ্রাতৃত্রয় এবং বরদা পরগনার গোবিন্দ (নগর?) সাকিমের চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয় দেড়বিঘা জমি বিক্রি করেছেন ৫১ টাকায়। ১৮২১ এ কিনুদাষ বৈষ্ণব বলরাম দাষ বৈষ্ণবকে চারকাঠা জমি বিক্রি করেছেন ৬ টাকায়। জমির মান, সেচের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নানাকারণে জমির দামে তারতম্য ঘটলেও মন্বন্তরের পর থেকেই ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

হাওড়া-হুগলি-পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সীমান্তবর্তী এলাকা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা, শালবনী, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা অঞ্চলে একসময়

রেশমগুটি পালন করা হোত ব্যাপকভাবে। এজন্যে গুটি পোকার খাদ্য তুঁতগাছের (Mulberries) চাষ করা হত! যে সব জমিতে তুঁত চাষ হত, সেগুলিকে বলা হত 'তুঁতে কালা'। এর খাজনা ছিল কৃষিজমির তুলনায় দ্বিগুণ-তিনগুণ। ১৮২১ এর 'জরখরিদগিপত্রে' ' তুতি' জমির উল্লেখ দেখে চাকলে বর্ধমানের চেতুয়া পরগনার দুবরাজপুর— আরাটী (বর্তমানে দাসপুর থানান্তর্গত) অঞ্চলের তুঁত চাষ ও রেশমশিল্প বিষয়ক তথ্যটি জানা যায়।

১৮২৩-এর 'পত্র'টি সূত্রে (১২.৮) জানা যায়, জোতমনীরাম গ্রামের কৃষ্ণপ্রিয়া বৈষ্ণবী তাঁর শ্বশুর ও স্বামীর ভোগদখলের একটি পুকুর ও সংশ্লিষ্ট জমির (মোট বারো বিঘা এগারো কাঠা) অধিকার লাভ করে নির্বিবাদে ভোগদখল করছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, নিজের ঘরবাড়ি মেরামত করতেও অপারগ। সেই জমি রামদুলাল দাষকে ১২৩০ বঙ্গাব্দের ২১ কার্তিক চারশো নিরানব্বই টাকায় বিক্রি করে দেন।

সেসময় দু'বিঘা তিন কাঠা জমির দাম একশো টাকা। ১৮২৯-এ চারকাঠা জমি চব্বিশ টাকায় অর্থাৎ বেশ উচ্চমূল্যেই বিক্রি হয়েছে (১২.১১)।

গঞ্জলস্কর পিরের আস্তানা মেরামত করার জন্যে হুগলির বরদা পরগনার 'গম্বিরনগরের' 'মহনসাহা ফকির' নারায়ণ মান্নাকে পনেরো কাঠা জমি পনেরো টাকায় বিক্রি করেছেন (১২.১২)।

লাখরাজ কবালাপত্র

'লাখেরাজ' বা 'লাখরাজ' সম্পত্তিও রীতিমতো কেনাবেচা হয়েছে সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। আরবি শব্দ 'লা-খরাজ'-এর অর্থ হল নিষ্কর জমি অর্থাৎ যে জমির জন্যে সরকারের কাছে কোনও কর দিতে হয় না। মুসলিম শাসনকালে এই ধরনের করবিহীন ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির নিয়ম প্রচলিত ছিল। দেখা যাচ্ছে, সম্রাট, প্রাদেশিক শাসক, জমিদার বা আঞ্চলিক ভূস্বামী ও সুবেদার কর্তৃক নিযুক্ত পদস্থ রাজকর্মচারীরা এই লাখরাজ সম্পত্তি দান করতেন সেই সব মানুষ বা পরিবারকে যাঁরা ধর্মীয় কর্মসম্পাদন, সেনাবাহিনী পালন, জনকল্যাণমূলক কাজ, দানখয়রাৎ বা সাহিত্য শিল্পকর্ম করে থাকেন।

শর্ত ছিল, সেই সব জমির উৎপাদিত ফসল ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজেই ব্যবহৃত হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ক্রমে তা প্রাপকের ব্যক্তিগত ভোগের বস্তু হয়ে ওঠে। হান্টার লিখেছেন, 'No effective measures to check these malpractices seem to have been adopted until 1793.' যাই হোক, পরে অবশ্য কোম্পানির দেওয়ানি লাভের বেশ কয়েক বছর পর এই ব্যবস্থার কিছুটা আইনগত পরিবর্তন ঘটে (Regulation XIX, 1793, Regulation XXXVII, 1793)।

আমাদের আলোচ্য (১৩.০) লাখরাজ কবালাপত্রটি (১৮২৮ খ্রি.) থেকে জানা যাচ্ছে, হুগলি জেলার 'শেলমাবাদ' পরগনার 'লও সাকিমের', 'রামকানাই অধিকারি' জাহানাবাদ পরগনার ঠাকুরানিচক গ্রামে এক বিঘা ন'কাঠা জমি ওই গ্রামের 'শক্তিরাম ভুঞ'কে পঁয়তাল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন সরকারি বিধিনিষেধের তওয়াক্কা না করেই এবং তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'মহাশয় জমি মজকুরা আপনকারক দখলে আনিয়া শত্তাদিকারি হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে রহ।'

রসিদপত্র

ফারসি শব্দ 'রসিদ'-এর আভিধানিক অর্থ 'অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকৃতিপত্র'। বহু প্রাচীনকাল থেকে (সম্ভবত সিন্ধুসভ্যতার সময়েও) লিখিতভাবে প্রাপ্তি স্বীকারের রীতি প্রচলিত ছিল। এর ফলে প্রদাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। বলরাম চক্রবর্তী ও অক্ষয়রাম চক্রবর্তী ষোলোকাঠা জমি রামদুলাল দাস মান্নাকে ১০ টাকায় (১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের চোদ্দো বছর আগের ঘটনা) বিক্রি করে, সেই বিক্রয়মূল্য পেয়ে রসিদপত্রটি (১৪.১) লিখে দিয়েছেন। অপর রসিদপত্রটি (১৪.২) লিখেছেন বরদা পরগণার নিশ্চিন্দিপুর সাকিমের শ্রীকিনুদাস বৈষ্ণব— ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বলরাম দাস বৈষ্ণবকে নিজের ভোগদখলের ১ বিঘা ১৬ কাঠা জমি থেকে ৪ কাঠা জমি ৬ টাকায় বিক্রি করে জমির দাম হাতে পেয়ে রসিদপত্রটি লিখে দেন।

একরারনামা

আরবি শব্দ 'ইক্করার' থেকে 'ইকরার' বা 'একরার' এবং ফারসি 'নামহ্' শব্দ থেকে 'নামা', দুই মিলে 'একরারনামা।' এর অর্থ হল 'অঙ্গীকারপত্র', 'স্বীকারপত্র', 'প্রতিজ্ঞাপত্র' বা 'হলফনামা'। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা (১৫.০) 'একরারনামা'টি পরগনা কুঞ্জপুরের 'সাকিম দুয়ারখোলার' (কেশপুর থানা) 'শ্রীনবদ্বিপমান্না' কর্তৃক স্বাক্ষরিত। নবদ্বীপ লিখছেন, তাঁর পিতা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার পর তাঁর সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। বিকৃতমস্তিক হয়ে তিনি দেশান্তরী হয়ে যান। নাবালক নবদ্বীপ ও তাঁর জননী মাতুলালয়ে চলে যান। কেটে যায় '১৮/১৯' বৎসর। পিতা 'বৈস্টবদাসের' কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১২৯১ বঙ্গাব্দের (১৮৮৪ খ্রি.) ১৫ পৌষ একরারপত্র লিখে তাঁর 'খুড়তুত ভ্রাতা' 'দিননাথ মান্বা'কে ২৭ বিঘা ৬ কাঠা সম্পত্তি (তাৎকালিক নির্ধারিত বাজার মূল্য ৯৯ টাকা) এবং আরও আট বিঘা পনেরো কাঠা জমি 'একরারনামা'র মাধ্যমে লিখে দেন এই উদ্দেশ্যে যে ' দিননাথ' 'নবদ্বীপের' পৈতৃক দেবসেবার দায়িত্ব পালন করে চলবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিষয়, চিঠি (একরারনামা) লেখক 'নবদ্বীপ মান্বা' গ্রহীতা 'দিননাথকে' 'জ্ঞাতিসকলের মোর্দ্ধে উপযুক্ত ক্ষ্যমবান বেক্তী ও ষুবিবচক' দেখে এহেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একরারনামাকে 'কবুলতিপত্র'ও বলা হয়।

কব্জওয়াশিলপত্র

আরবি 'ক্বব্যহ্' শব্দ থেকে জাত 'কবজ' শব্দের অর্থ 'আয়ত্ত' বা 'অধিকৃত'। আরবি 'ওয়াশিল' শব্দের অর্থ 'প্রাপ্য আদায়' বা 'উসুল' (Collection and balances) ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ফারসি 'ওয়া' থেকে 'ওয়াপস্' 'ওয়াকিফ্' 'ওয়াস্তা' শব্দের মতোই 'ওয়াসিল'-এর আবির্ভাব। সুতরাং সমগ্র শব্দটির অর্থ করলে দাঁড়ায় 'অধিকৃত বস্তুর আদায় বা উশুল করা বিষয়ক পত্র।' ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই 'কব্জওয়াশিলপত্র'টিতে (১৬.০) দেখা যাচ্ছে, 'চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' 'তারাচান্দ মাইতিকে' জানাচ্ছেন যে, 'তারাচান্দের' দুবিঘা তিন কাঠা জমির সাড়ে চোদ্দ কাঠা চণ্ডীচরণ ভোগদখল

করে আসছেন তাঁর মাতামহ 'ঁপঞ্চানন মযুমদারের' নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি হিসাবে (অর্থাৎ পঞ্চানন ছিলেন সেই জমির পূর্বতন ভোক্তা)। এখন ওই জমি 'চণ্ডীচরণ' 'তারাচান্দকে' উনত্রিশ টাকার বিনিময়ে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

এজাহারনামা

আরবি 'ইয্‌হার' শব্দজাত 'এজাহার' বা 'এজেহার' শব্দের অর্থ হল, কোনও ফৌজদারি ঘটনা সম্পর্কে থানায় বা আদালতে প্রদত্ত বিবৃতি। ফারসি 'নামহ্' শব্দজাত 'নামা' অর্থে লিপি, লিখন বা দলিল। সুতরাং 'এজাহারনামা' হল উক্ত বিবৃতি বিষয়ক লিখিত দলিল বা চিঠি। আলোচ্য এজাহারনামার ঘটনাটি বেশ উপভোগ্য। জশাড় গ্রামের চৌকিদার 'কাশীনাথ রাউল'কে ঐ গ্রামের 'মুখ্যা' বা মোড়ল বেচারাম মাইতি জানান যে তাঁর পাঁচজন বৈমাত্র ভাই 'বিন্দাবন', 'গোকুল', 'লোচন', 'কাশী' ও 'মধু' তাঁর উপর বলপ্রয়োগ করে এবং জানতে চায়, গ্রামের মোড়লগিরি করার তাঁর কোনও সরকারি সনন্দ আছে কিনা। বেচারাম পরের দিন উপস্থিত জনসমক্ষে তা দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই পাঁচজন সে কথায় কর্ণপাত করে না। তারা কুড়াল দিয়ে কাশীনাথের 'বড়ঘরের' চাবি ভেঙে ঘর থেকে বাক্‌স-প্যাটরা বের করে দ্বারে এনে সেখানে রাখা কাগজপত্র এবং ঘরের অন্যান্য স্থানের কাগজপত্র একটি থলিতে ভরে নিয়ে পালাতে চায়। চৌকিদার কাশীনাথ গিয়ে তাদের বাধা দিলেও তারা কর্ণপাত না করে থলি ভরতি কাগজ, বাক্‌স-প্যাটরা সবই নিয়ে পালায়। যাবার আগে বেচারামের পুত্র রামমোহনকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়ে যায়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাশীনাথের এজাহার— মেদিনীপুরের জেলা জজের নিকটে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের এই লিখনটি সেকালের পল্লিজীবনের এক বিশ্বস্ত বিবরণ।

বন্ধকনামা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। সেই কৃষিব্যবস্থা প্রধানত নির্ভরশীল 'দেব্‌তা'র উপর। যে বছর প্রবলবৃষ্টি, সে বছর বন্যায় সব ভেসে যায়। অনাবৃষ্টি হলে খরা। নদীর

জলে সেচের কাজ হলেও তার পরিমাণ বেশি নয়। বন্যা-খরায় কৃষিকাজ বিপর্যস্ত, আর তাতে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সংকটের শেষ নেই। তখনই শরণাপন্ন হতে হয় গ্রামের স্বচ্ছল মানুষের। ঘরের শেষ সম্বল ঘটি-বাটি-থালা (বা যদি তেমন কিছু গয়নাগাঁটি থাকে) মহাজনের কাছে বন্ধক রাখা হয় 'হাতচিটা' লিখে। নির্দিষ্ট সময়ে সুদসহ আসল ফেরত দিয়ে 'বন্ধকি' জিনিস নিয়ে যাওয়ার কথা। অভাব তো একদিক থেকে আসে না। সুদ-আসল ফেরত দেবার অক্ষমতার সুযোগে মহাজন গ্রাস করে নেয় 'বন্ধকি' জিনিস। দলিল করে জমিজমা, বাস্তুভিটে, পুকুর, বাগানের গাছ বন্ধক দেওয়া হয়। বাংলার দরিদ্র কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের জীবনের এই হল ললাটলিপি। এই 'বন্ধকি' ব্যবস্থার সঙ্গেই সম্পর্কিত চিঠি 'বন্ধকনামা।' 'বন্ধক' শব্দের অর্থ 'ঋণশোধার্থ স্থাপিত দ্রব্য' (শব্দকোষ)। ফারসি 'নামহ্' শব্দজাত 'নামা' অর্থে লিখন। সুতরাং 'বন্ধকনামা' হল বন্ধক ব্যবস্থার লিখিত ও স্বাক্ষরিত চিঠি। সেকালের সমাজশোষণের এমন বহু নথি আজও অনেক পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী সংগ্রহের 'বি ১০৪৩ক' সংখ্যক এমন এক চিঠিতে যুগসরা গ্রামের শ্রীরাম পাঠক 'শ্রীযুত রামতনু চৌবে'-কে এমন একটি বন্ধকনামাতে লিখেছেন (১৮০৯ খ্রি.) :

'...আমার পিতার হস্ত আরোপিত গাছ এই সাকিমের রূপা চোয়াড়ের বাড়ির উত্তর রাস্তার দক্ষিণ আম্রর গাছ একটি কাঠাল গাছ একটি একুনে দুইটি গাছ আমার সরিক শ্রীকৃষ্ণ পাঠকের কন্যা তাহার অদ্ধেক আমার হিস্যা অদ্ধেক আমি আপন হিস্যা তোমার স্থানে ৩।/ তিনটাকা পাচ য়ানায় বন্ধক রাখিলাম মাহ কাত্তিকে টাকা সোধ দিব জদি মাহ কাত্তিকে সোধ দিতে না পারি তবে আপনকার স্থানে এই তিন টাকা পাচ য়ানা পনে বিক্রি করিলাম পশ্চাত তাহার কোন বয়স্ত করিব না জদি বয়স্ত করি সে বাতিল আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কেহ দাওা করে কিম্বা করি সে বাতিল—' ('চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' ২য়, পৃ. ২৩৯)।

'গদ্যময় পৃথিবীর' ক্ষুধার রাজ্যে পেটের তাগিদে নিজেকে বা সপরিবারে বিক্রি বা বন্ধক রাখার কয়েকটি 'অভিশপ্ত' চিঠি এখানে উল্লেখ করছি। বিশ্বভারতী সংগ্রহের ১১৬৮ বঙ্গাব্দে (১৭৬১ খ্রি.) লেখা ১৪৯৩-ক সংখ্যক মানুষ বিক্রির দলিলটির স্বাক্ষরকারী সাকিম ব্রাহ্মণভিটার 'শ্রীরাধু দাষ'-এর বক্তব্য—

'...নরবিক্রয় পত্রমিদং সন ১১৬৮ এগারহ সত্ত আটসট্টী সাল লিখনং কার্য্যঞ্চাগে বিক্রীদার শ্রীরাধু দাষ— আমার কন্যা শ্রীমতী তারণী কৈবর্ত্ততানী বর্ণ গৌর বএক্রম ১১ এগারহ বৎস্বর আত্মমনুমানে সের্চ্ছাপূর্ব্বক শ্রীযুত নন্দপঞ্চানন ঠাকুরস্থানে মবলক ৫ পাঁচ রুপেয়া লইয়া বিক্রয় করিলাঙ্ জীবনাবধী তোমার নকরী করিবেক কখন হিল্লাসাজী করিয়া লইয়া পলাইয়া জাই সজাত্তর করিয়া লইয়া আনাঞা বিহিত প্রতিকার করিবেন এতদর্থে নরবিক্রয়পত্র দিল ইতি তারিক ২১ একইষা ফাল্গুন।'

অনুরূপ একটি দলিলে স্বাক্ষরকারী বর্ধমানের আত্মারাম বাগদী তার ছেলে শ্যামাপদকে ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে গ্যাসপার সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়ে বলে দেয় 'এই ছোকরার দান বিক্রিয় সত্তাধিকার তোমার আমার সহিত এবং আমার ওয়ারিশের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম।'

কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত ১২১০ বঙ্গাব্দের (১৮০৩ খ্রি.) নরবিক্রয়পত্রটিতে ঢাকার নিকটবর্তী ধামরাই গ্রামের 'বদন চান্দ' তার স্ত্রী 'সরেস্বতি' ও তিনবছরের শিশুপুত্র 'ডেঙ্গুচন্দ'কে নিয়ে আত্মবিক্রয় করে কৃষ্ণরাম মৌলিকের নিকট— কারণ গৃহীত ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা। অপর একটি পত্রে দেখা যায় ১১৭৪ এর (১৭৬৭ খ্রি.) ২৯ শ্রাবণ কারস্থ নিবাসী গোপীনাথ মজুমদার ইসিন্দার খানের কাছে আত্মবিক্রয় করেন।

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে হাওড়া জেলার বাগনান থানার নবাসন গ্রামে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের (১৯১৯ খ্রি.) ১৩ জ্যৈষ্ঠ। তারাপদ সাঁতরা সংগৃহীত নবাসন (বাগনান) আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় রক্ষিত একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে জনৈক সুবল চন্দ্র মণ্ডল ওই নবাসন গ্রামের চন্দ্রকুমার সাঁতরার নিকট কীভাবে দাসখৎ লিখে ছিল অভাবের তাড়নায়।

'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় এ ধরনের বহুবিচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮২৫-এর ১৮ জুন সংখ্যায় 'কন্যা বিক্রয়' বিষয়ক সংবাদটি এইরকম— 'কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমান হইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরীকন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধনলোভে শ্রীযুক্ত রাজা কিষণচাঁদ রায় বাহাদুরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে

১৫০ দেড়শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে।'

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (বর্ষ ৫৮, সং ১-২) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী একটি 'মনুষ্য বিক্রয়পত্র' প্রকাশ করেন।

অভাবগ্রস্ত মানুষের চরম দুর্দশা বেদনার বিশ্বস্ত সাক্ষ্য এই ধরনের চিঠিপত্র, বিশেষত বন্ধকনামা। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের (১৮.০) বন্ধকনামাটিতে মণ্ডলঘাট পরগনার পোনান সাকিমের রাজু রাউত 'সিদ্ধেশ্বর মাইতিকে' 'সাত পুআ' বা ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমি এক বছরের জন্যে চার টাকায় বন্ধক দেয়। প্রবল বর্ষায় ফসল 'হেজে' গেলে ('হাজা') বা অনাবৃষ্টির ফলে খরা ('সুকা') হলেও ঋণ পরিশোধে তা বাধা হবে না। কিন্তু এক বছর পরে রাজু রাউত সে জমি আর ফিরিয়ে নিতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। যাই হোক, নানা প্রকারের 'বন্ধকনামা'র মধ্যে উল্লেখ্য হল 'খাইখালাসি', 'কটকোবালা', 'ইংলিশ মরগিজ', 'ইকুটেবল মরগিজ', 'অ্যানোমালাস মরগিজ' ইত্যাদি।

হুকুমনামা

আরবি শব্দ 'হুক্‌ম' থেকে সৃষ্ট 'হুকুম' শব্দটির অর্থ আজ্ঞা, আদেশ বা অনুমতি। 'হুকুমনামা' অর্থে আদেশনামা। আমাদের আলোচ্য ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের 'হুকুমনামাটি' দিয়েছেন সম্ভবত বাংলাদেশের সাতক্ষীরার (যশোহর জেলা) 'সাগরদাঁড়ী' সাকিমের পত্তনিদার 'শ্রীদুর্গাবর আচার্য্য'। বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার খারুই ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল ছিল ওই পত্তনিদারের অধিকারভুক্ত 'পত্তনিতালুক'। ওই এলাকার 'সঙ্করখালী' নামক নিকাশি খালটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায়, গ্রামবাসীদের পক্ষে গ্রামের 'মুখ্যা' (মোড়ল) 'ত্রৈলক্ষ নাথ কোদাইল' উক্ত পত্তনিদারের নিকট আবেদন জানান, গ্রামবাসীরা নিজেদের অর্থে ওই খাল সংস্কার করার অনুমতি প্রার্থনা করছে। পত্তনিদার এই হুকুমনামার মাধ্যমে সেই আবেদনের প্রত্যুত্তর দিয়ে জানান, গ্রামবাসীরা ওই খাল সংস্কার করতে পারবে এবং ওই খাল থেকে জলকর বাবদ যে আয় হবে, তা গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যয় করা যাবে। অর্থাৎ এজন্যে পত্তনিদার-জমিদারের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

জমিদারের এই সিদ্ধান্তটি যে প্রজাসাধারণের পক্ষে সব দিক থেকেই কল্যাণকর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' থেকে যে পুরানো নথিগুলি উদ্ধার করেন, তার মধ্যে ১১০৩ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি দীর্ঘ 'হুকুমনামা'ও ছিল (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সং, ১৩২৯)। হরিপালের আমিন ও গোমস্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা এই 'হুকুমনামার' অংশবিশেষ বেশ সুখপাঠ্য—

...'তোমাকে উচিত জেহানেসা পেটার আড়ঙ্গের কাজ/ নজর করহ মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা/ কি ধারায় কাজ করে এবং তাতি ও পেটার আমলা/ দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয়। কিম্বা তাতি তাতিতে মোকর্দ্দমা হয় তাহাও ফয়সল/ করিবা ফয়সল করিবার দফায় খুব সেতাবি ও আদালত করিবা।—

বেগর তোমার নিতান্ত খরদারি ও মোকামি গোমাস্তা/ দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না/ আর অবশ্য কুম্পানির কাজে ভালমতে সরবরাহ/ হইবেক জদি তুমি এ দফার সাচা হইতে পারহ/ তবে তোমার নেকনামি হইবেক এবং জে উপযুক্ত তোমার দেনবরি করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা/ আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ/ তবে উপযুক্ত সাজাইতে পৌঁছিবা।—'

অর্পণনামা

দানপত্রের সঙ্গে অর্পণনামার বিশেষ একটা পার্থক্য বোধহয় নেই। উভয়ক্ষেত্রেই দাতা গ্রহীতার নিকট থেকে বিনিময় প্রত্যাশা করতে পারেন। দানপত্রে দাতা ভরণপোষণ চাইতে পারেন অর্পণনামার ক্ষেত্রে বিষয়টি কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরনের। বিষয়গত ব্যাকরণ যাই বলুক, এখানে, ১৮৩৪ এর অর্পণনামাটিতে দেখা যাচ্ছে, দাতা 'দয়ারাম দাষ বৈরাগী' ১১৭২ বঙ্গাব্দের সনন্দ অনুযায়ী (১৭৬৫ খ্রি.) পনেরো কাঠা জমি ভোগদখল করে আসছিলেন। তাঁর 'অন্তিমকাল আসন্ন' হলে তিনি ঐ জমি, দেবতা '৺বৃন্দাবন বিহারি' জীউয়ের সেবা এবং তাঁর (দয়ারাম) 'মৃত্যুর সদগোতি' করে দেবার উদ্দেশ্যে ঐ দেবতার পরিচারক কৃষ্ণপ্রসাদ মান্নাকে 'অর্পণ' করে দেন।

'শব্দকোষ' কারের মতে 'ডিক্রি' অর্থে 'বাদীর প্রার্থনানুসারে বিচারকের হুকুম; অনুকূলে মীমাংসা' অর্থাৎ 'বাদীর পক্ষে আদালতের হুকুম।' ১৮৬৩ সালের খণ্ডিত ডিক্রিপত্রটি থেকে জানা যাচ্ছে 'দেন্দার' (ঋণী) ঠাকুরদাস, নন্দলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, বিহারীলাল, রমানাথের মাতা 'গুপীনী', শ্রীনাথ ও বেচারামের বিরুদ্ধে বর্ধমানরাজ 'মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর' আদালতে নালিশ জানিয়ে ডিক্রি পান। বাদী ও বিবাদী পক্ষের দুই উকিল যথাক্রমে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুনশী গোরাচাঁদ চন্দের উপস্থিতিতে জেলা মেদিনীপুরের দেওয়ানি আদালতে বিচারক 'বাবু বেণীমাধব সোম রায় বাহাদুরের' এজলাসে বিচার চলে ও বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। নথিটির পরবর্তী অংশ পাওয়া না যাওয়ায় মামলার সম্পূর্ণ বিবরণীটি অজানা থেকে গেল।

চিঠিপত্রের প্রতিলিপি ও পাঠ

১.১ পাট্টাপত্র

তুলট। ১৭ সেমি × ১১.৫ সেমি। ১১২৯ বঙ্গাব্দ। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে মোটা কলমে অস্পষ্ট লিপি।

৭ শ্রীশ্রীরাম

পরম যুখে ভোগ	শ্রীতুসুরাম আস্য
করহ অপর আসা	বং অকিঞ্চ আস্য
পার নাস্তি—	
২ সন ১১২৯ সাল	
তাং ১৩ চৈত্র	

৫আদি কীর্দ্দ শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তি/ যুচরিতেযু জমী পট্টামিদং কার্য্য/ গু আগে মৌজে বৈরট পরগণে/ জাহানাবাদ সরকার কার/ মন্দারন মৌজে মজকুর মধ্যে/ জমী গোবিন্দরাম সাঁতরা/ বরাবতি জমী ডাঙ্গা ধোসা /একুনে পচিশ কাঠা ইহার/ ঠীকা মোকরার জেবাব সর্ব্বসুর্দ্ধা/ বেড়— — এক/ টাকা চৌদ্দো আনা সাড়েতে দিলাঙ/ এই মাফিক রাজস্ব দিও।

১.১ পাট্টাপত্র

.২ পাট্টাপত্র

তুলট। ৩৪ সেমি × ১৩.৫ সেমি। ১২৬৯ বঙ্গাব্দ। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে টানা হাতের লেখা। আংশিক কীটদষ্ট।

শ্রীশ্রীহরিজীউ
স্বহায়

শ্রীঠাকুরদাষবেরা সাকীন কালীকাপুর/ পরগণে চেতুয়া যুচরিতেষু দখলীপট্টক পত্রমীদং/ কার্য্যনঞ্চাগে আমাদের সনামী বেনামী খরিদা/ নিস্কর আদী জমিন জাহা আমাদের সন ১২৫৮ সা (লের)/ ১৫ বৈশাখ তারিখে শ্রীশ্রী ঁজীউর সেবায় অর্পণ করিয়া/ দীয়া বি (ধি) মত অর্পনামা লিপীবদ্ধ করিয়া ছীলেন/ ঐ অর্পনিয় দেবত্তর সম্পত্তীর অন্তগত উক্ত পরগণার/ মৌর্যে পাইক... স্থীত শ্রীনাথ বেরার জোতা/... কোওলার চৌহর্দ্দী মতাবক নিস্কর বাস্তু কালা/ আদী মায় পুস্কর্নি সবিক্ষ্যাদী হয়... দুই বিঘা দুই কাঠা কাতজ (মী) কোম্পানি দীং সাত টাকা/ চারি আনাজে ধার্য্য... তোমা (কে)... আবাদ করিতে/ দেওা গেল... মালগুজারির টাকা সন সন কীস্তীবন্দী/ মতাবক আদায় দীয়া দাখীলা ফারখতি লইতে/ থাকীবে মালগুজারির কষুর করহ আইন মতাবক/ যুদ দীবে জমা মযুকুরার ডাঙ্গা... যুদ্যা/ পতিতের কোন ওজর করিবে নাই মালগুজারির/ আদাএর ক্রুটী করহ মাফীক আইন আমলে/ আনিবে জমীতে যে বৃক্ষ্যাদী আছে তাহার ফল/ ভোগ করিবে বিনা অনুমতিতে ছেদন আদী/ করিতে পারিবে নাই এতদার্থে কবুলাতি/ লইয়া পাট্টা দেওা গেল ইতি সন ১২৬৯ সাল/ রবিবার—

৯ বৈশাখ—
কীস্তীবন্দী
মাহ আশ্বীন—
মাহ চৈত্রী—

[পত্রের উপরে উল্টো করে লেখা]
'শ্রীশ্রীবিন্দাবন বেহারি
জীউ/সেবক শ্রীমধু
সূদন মার্ন্না'

মং সাত টাকা চারি আনা মাত্র

২.০ ইজারাপাট্টাপত্র

মিলের কাগজ। ৩৭ সেমি × ২০ সেমি। ১২৪৮ বঙ্গাব্দ। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে লেখা। আংশিক ছিন্ন।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

[স্ট্যাম্প এক টাকা]

(Embossment)

মহামহিম শ্রীযূতগঙ্গানারাণ মুখপাধ্যা—
মহাশয় বরাবরেষু—

লিক্ষীতং শ্রীহাড় ঘোশ ও শ্রীমোধুযুদন ঘোশ শাকিনান যু (ল) তান নগর পরগণে চেতুয়া/ করইজারাপাট্টাপত্রমিদং কাজ্যনঞ্চাগে ও পরগণার যু (ল) তাননগর গ্রামের আ (মা) দের পোত্রিক ঁসেবার/ দেবত্তর জমি আছে তাহার মর্দ্ধে ঁসেবার খরচের বরার্দ্ধ মাফিক জমি আপনাদের নিজ/ জোতে রাখিয়া বাকী জমি একবন্দ যুনা একবিঘা আর আমাদের তালুকের হিশ্বার জমির/ মর্দ্ধে একবন্দ সতেরকাটা একবন্দ পোচিস কাঠা একবন্দ একবিঘা একবন্দ নয়/কাঠা একবন্দ একবিঘা সাতকাঠা একবন্দ সতের কাঠা যুনাজমি একবন্দ তের কাটা/একুনে আটবন্দের কাত যুনা শালি একুনে সাত বিঘা আটকাঠা জমির কাত জমা কুম্পানি/ সিক্কা মোবলগে মোকরাচুক্তি কুম্পানি মোবলগে পোচিস টাকা চোদ্দ আনা/ তোমা (র) করিয়া দিলাম আপুনি আমার তালুকের হিস্বার সদর মালগুজারি কুম্পানি/ ১৮ আঠার টাকা সন ২ কিস্তিবন্দী মাফিক দরপতনি তালুকদার শ্রীতারাচাঁদ ঘোশ ও / শ্রীসিমন্ত ঘোশ এই দুইজনা বরাবর সরবরাহ করিবে বাকী সাত টাকা চোদ্দ আনা ইস্তক / সন ১২৪৮ সন বারসত্ত আটচল্বীস সাল নাগাদ সন ১২৭৮ সন বারসত্ত আটাত্তর সাল গণিতা/ ৩১ একিতিশ শনকে মিঞাদি ইজারা দিয়া তাঁহার আগত্যা খাজনা ১২২ একসত্ত বাইশ/ টাকা কুম্পানি কলজৌলসি নগদ রোক দস্তবদস্ত লইয়া আপন ২ খরচ আমলে আনিলাম/ জমি মযুকুরান অদ্য হইতে অথাত আমাদের তালুকের হিস্বার সদর মালগুজারির ১৮ আঠা/র টাকা মালগুজারি করিয়া সন

২.০ ইজারা পাট্টাপত্র

১২৪৮ আটচল্বীস সাল নাগাদ সন ১২৭৮ আটাত্তর সাল পজন্ত/জমি মোযুকুরা জুতিয়া জোতাইয়া ভোগদখল করহ মিঞাদ মর্দ্ধে জমি মোযুকুরা কাহাকেয় দান বিক্রয় কবিব নাঞী দান বিক্রয় করি সে বাতিল ও নামঞ্জর জোদেপি..../জমি মোযুকুর আমাদের ভাইভায়াদ কেহ কখন আপত্য করে কিম্বা করি অথবা/ সরকারে বাজে আপত্য হয় কিম্বা তালুক নিলামে বিক্রয় হয় কিম্বা জমিতে সরকার হইতে/পঞ্চকি জমামোকর হয় খলসা করিয়া আমাদের জিম্মা এবং নিলামে পঞ্চকি জমা নিজে হইতে সরবরাহ করিব এবং জদ্যপি তালুক মোট মোযুকরে বিক্রয় হইয়া যায় তবে মহাশ/এর মায় মুনাফা টাকা নিজে হইতে সরবরাহ করিব এতদাথে জমি ষুনাশালি। আটকাঠা তালুকের হিস্বা মালগুজারি ১৮ আঠার টাকা বাদে আটাত্তর সাল পজন্ত আপনাকে মুনাফাইজারা দিয়া তাহার আগতা খাজনা ৩১ একতিশ সনের কাত ১২২ একসত্ত/বাইশ টাকা রোকনগদ দস্তবদস্ত লইয়া মিঞাদি ইজারাপাট্টা লিখিয়াদিলাম। ...ছ (?) সন ১২৪৮ শন বারসত্ত আটচল্বীস সাল তাং ৩০ বৈশাখ

দাখিলা রূপেয়া—			
বাবদে মিঞাদি ইজারা—			
মাং গঙ্গানারাণ মুখপাধ্যা—		ইশাদ—	ইশাদ
আসামী	আদঅ	শ্রীকমল ঘোস	(ছিন্ন)
	রূপেয়া	শ্রীতারাচান্দ ঘোস	
সন ১২৪৮ সাল	কুম্পানি	সাং সুলতাননগর	
নিজরোজ			
৪০ খোদ			
খাজ—১২২			

মঃ একশর্ত বাইষ টাকা মাত্র
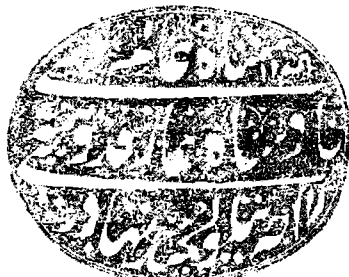
৩.১ দানপত্র (বৈষ্ণবোত্তর)

৩.১ দানপত্র (বৈষ্ণবোত্তর)

তুলট। ১৬.৫ × ১৪ সেমি। ১১৭২ বঙ্গাব্দ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে তীক্ষ্ণ কলমে টানা হাতে লেখা। আংশিক ছিন্ন।

শ্রীশ্রীহরিঃ—
সন ১১৭২।—

[ফারসিমোহরে তিন লাইন লিপি]
(গোলাকৃতি স্ট্যাম্প)

সকল মঙ্গলালয় শ্রীদয়ারাম বৈরাগী/সদুদার চরিতেষু লিখনং কায্যনঞ্চ আগে/ চেতুয়া পরগনার দরি অযুধ্যা গ্রামের মোর্ধ্য/ খারিজা জঙ্গল পতিত জমী পাচ বিঘা আট/ কাঠা এর‍্যাটী গ্রামে পনর কাঠা একুনে/ জমী ছয় বিঘা তিন কাঠা তোমাকে বৈষ্টবর্তর/ (?) দণ্ডা গেল তুমি পতিত হাসিল করিয়া পুত্রপৌত্র/ আদিক্রমে পরম ষুখে ভোগ দখল করিতে রহ/ রাজ পয়মায আদি এলাক্ষা নাই ইতিসন ১১৭২ সন/ এগার সর্ত্তবাহার্ত্তর সাল তারিখ ২২ আসাড়।—/

৩.২ দানপত্র

তুলট। ৩৬ সেমি × ১৬.৫ সেমি। ১২৩১ বঙ্গাব্দ। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে লিপি। নীচের অংশ ছিন্ন।

৭ শ্রীশ্রীহরিজী—

নকল যুদ্ধ

শ্রীমতী পয়সী দেবি
জজমান জমি দিলাম
তোমাকে ইতি—
সাং দুয়ারখনা

সকল মঙ্গলালয়
শ্রীযুত তারাচাদ চক্রবর্ত্তি
সাং সাগরপুর পরগণে চেতুয়া

শ্রীশ্রী ঁসীবঠাকুর
লিখিতং শ্রীমতি পয়সীদেবি—
জায়াজ ঁচৈতন্য চরণ চক্রবক্তি
মত্তকএন

সাং সাগরপুর পরগণে চেতুয়া হাল সাকিম দরখনা পরগণে কুঞ্জপুর/ মতালকে জেলা মেদনিপুর কস্যদানপত্রমীদং লিখনং কার্য্যঞ্চাগে চেতুয়া/ পরগণার সাগরপুর গ্রামে আমার স্বামীর পৈত্রিক লাখরাজ ব্রহ্মত্তর জমী/ একবন্দ আটকাটা একবন্দ/৪ চারিকাঠা একবন্দ/৩ তিন কাঠা এক বন্দ/পাচকাটা মবলগে চারি বন্দের কাত ১/এক বিঘা জমি ও জজমানী/নারাণ হাইত ও শ্রীরাম কিসোর হাইত ও শ্রীগোপী হাইত ও শ্রীবেচারাম হাইত/ ওগয়রহ মাফিক তপসীল ৩১ একত্রিসঘর আমার দখলে আছে আমী/ ঁস্তাপন করিয়া সেবা প্রকরণ করিয়াছি ওই সেবার কারণ ওই ব্রহ্মর্ত্তর জমীর/মর্দ্ধে তিন বন্দের পনর কাঠা জমী শ্রীশ্রী ঁসেবার কারণ বরার্দ্ধ করিয়া/দীয়াছি বাকী ।০ পাচকাঠা জমী ও জজমান আমার ভোগ দখল/প্রমাণ আমি আপন সেচ্ছাপর্ব্বকে আমার স্যামীর সর্গ্গাহেতু (২) পাঁচকাটা জমী ও জজমান তোমাকে ভিক্ষাপুত্র করিয়া দান করিলাম/তুমি আমার শ্রার্দ্ধ পীণ্ডাদী দান

২ দানপত্র

করিবে ও জমী ঐ পাচকাঠা জমী/ও জজমান পুত্র পৌত্রদীক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ এহাতে আমা/র ভাই ভায়াদ ওয়ারিসান মুজাহেম হইয়া লইতে পারিবে না কাল/ কালাম কেহ ওরূপ দরসাআ মুজাহেম হয় সে বাতিল ও নামোঞ্জুর/ এতদর্থে আপন সেচ্ছাপুর্ব্বকে দানপত্র লিখিয় (া) দীলাম ইতি—

সন ১২৩১ সাল— তারিখ— ৪ চৈত্রী—

তপস্বীল জজমান সাং সাগরপুর—

দর্পনারাণ হাতি—১	জে ২১	
কীসোর হাতি—১	শাং (দুর্বোধ্য লিপি)	
বিন্দাবন হাতি—১	দাষু হাতি—১	ইশাদ—
গদাধর হাতি—১	গয়ারাম হাতি—১	শ্রীরামপ্রসাদ দেবসম্মণ
নারান হাতি—১	শাং পাকুজদাম	শাং বিন্দাবনচক
চিত্ত হাতি—১	রাম হাতি—১	শ্রীরামপ্রসাদ দেবস্বম্ম
শঙ্কর হাতি—১	প্রসাদ হাতি—১...	সাং বাকাদহ (?)
গয়ারাম হাতি—১		
বলাই হাতি—১		

(পত্র ছিন্ন)

৪.১ ফসলছাড়পত্র

তুলট। ২১ সেমি × ১৪ সেমি। ১১৭৪ বঙ্গাব্দ। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে মোটা কলমে পরিচ্ছন্ন লিপি। বর্ধমানরাজ তিলোকচাঁদের নাগরীলিপিতে স্বাক্ষর।

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ
সরণং

১২১৮ নমর

[নাগরী স্বাক্ষর]

শ্রীরাজা তিলোকচন্দ বহাদুর

স্বাক্ষর

5 Chayt 74

[ফারসি মোহরে তিনছত্র লিপি]

পরগণে মণ্ডলঘাট মৌজে পোনান দিগরের—মোকর্দ্দম ও কর্মচারি সুচরিতেষু লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে/গোঠরা গ্রামের শ্রীশ্রী ঁসিবঠাকুর ও শ্রীশ্রী ঁমনসাঠাকুরা/নীসেবাতি শ্রীশোভারাম রাউৎ ইহার দেবোত্তর জমী/মৌজে হাযে সন ১১৪৮ সালের পূর্ব্বাবধি ভোগ প্রমাণ/জে আছে আর নাগাদি সন ১১৬৭ সাল ইহার মধ্যে দস্তখতে/খাষ ও দস্তখতে দেওয়ান ও সদর জমাবন্দী বহাল/এবং মপখত হস্তবুদে জমাকমী যে হইয়া থাকে/এসকল জমির ভোগপ্রমাণ ফষল ছাড়িয়া দিবা ইতি—

সন ১১৭৪ সাল বতারিখ— ৫ চৈত্র

৪.১ ফসলছাড়পত্র

৪.২ ফসলছাড়পত্র

তুলট। ২২.৫ সেমি × ৮ সেমি। ১১৭৫ বঙ্গাব্দ। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে কিছুটা তীক্ষ্ণ কলমে লেখা দুর্বোধ্য লিপি। নাগরীতে 'শ্রীসহী।'

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
সন ১১৭৫।—
তঃ দাষপুর

[নাগরী]
শ্রীসহী
এক মৌজে
হকি

চিঠি ফসলছাড়া দরুন/ ব্রহ্মত্তর জমি শ্রীসর্ব্বেস্বর/
ভট্টাচার্য ও শ্রী বিরেস্বর/ আদকারি সাং বলিয়ারপুর/
সন ১১৭৫ সাল।—
১২ বৈষাখ

আসামি জমি/ মোজে/ বিঃ সন ১১৭৪ সালের/ ফসলছাড়া চিটা/ পং চেতুয়া—/ মিঃ রামপুর—/ কালিন্দীচক— ১ এক মৌজে/ গ্রাম মযুকুরে, মোকর্দ্দম/ ও কমচারি ষুচরিতেষু/ লিখনং কার্য্যঞ্চ আগা/ গ্রাম মযুকুরে এহাদিগের/ ব্রহ্মত্তর জমি ৪ চারি বিঘা/ আছে সন ১১৪৮ সালে/ পূর্ব্বাবধি ভোগ প্রমাণ/ আয় নাগাদ্রি সন ১১৬৭ সালে/ সনন্দী দস্তখাজ খাষ ও/ দস্তখাজ দেওয়ানি ও গরদ/ জমাবন্দী বহাল এবং মপসলী/ হস্তবুদে জমী কমি হইয়া/ থাকে এ সকল জমির ফসল/ ছাড়য়া দিবো ইতি

৫.০ ফারখতিপত্র

তুলট। ৩৩ সেমি × ১১.৫ সেমি। ১২৪৭ বঙ্গাব্দ। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ। আংশিক কীটদষ্ট।

শ্রীশ্রীশরণং
সন ১২৪৭।

শ্রীতারাচান্দ ঘোস
সাং রত্নেশ্বরবাটী
এ ফররখতি মঞ্জুর

দাখিলা বাবদে খরিদা লাখরাজ/জমির ভাগের ফসল হৈমন্তীক ওগায়রহ/ মৌজে হায বিমজিম নিচের তপসীল/ইস্তক সন ১২৪৩ সা'ল নাগাদী সন ১২৪৬ সাল/মারফত শ্রীহরিপ্রসাদ মান্না সাং এর‍্যাটী
তপসীল— আদাঅ
জমি
মৌজে রত্নেশ্বরবাটী
২ বন্দ কাত
মনোহরপুর ২ বন্দ
ভগবতিপুর ১ বন্দ
কৌগাড়্যা ১ বন্দ
ইসবপুর ১ বন্দ
ঘোড়াদহ ১ বন্দ
খাঞ্জাপুর
১ বন্দ

শ্রীমোধুষুদন সাউ
সাং খাঞ্জাপুর

৫.০ ফারখতিপত্র

মঃ ন অ বিঘা আট/ কাঠা জমির ইঃ (?) সন ১২৪৩ সাল/ নাঃ সন ১২৪৬ সাল... চারি সনের ভাগের ফসল/হিসাব স্বহি বেবাক পাইয়া তোমাকে ফারখতি দিলাম/ ইতি সন ১২৪৭ সাল তাং ২১ কাতিক (?)

ইসাদ
শ্রীকমল দাষ
শ্রীবলাই মান্না সাং রত্নেশ্বরবা (টি)

৬.০ সনন্দপত্র ॥ তিনটি পত্র বাংলা লিপি। একটি পত্র ফারসি লিপি।

তুলট। ১৯ সেমি × ১৭ সেমি। ১১৯১ বঙ্গাব্দ। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে মোটা কলমে অনেকাংশে পরিচ্ছন্ন লিপি।

মুতছদ্দীয়ান মহমতে ও আমলাহান ও ইস্তকবান/ ও চৌধুরিয়ান ও কাননগোয়ান ও জমীদারান ও তালুক/ দারানও (গ) মুস্তা জেয়ান পরগনে কাসীজোড়া মতালকে/ চাকলে মেদনিপুর বেদানজ্ঞ নিতাই মিশ্রীর এককেতা/ যুরতহাল বমোহর কাজী ও তিনজনা সাইদী ফারসী/ মজমুলে মালুম হইল ঘোরাজী ৭/ সাত বিঘা জমী/ পরগণা মজকুরের যাহা খুদ উনিচক দীং খাসে জিতনারায়ন/ জমীদারের দস্ত ইহার পীতা ও পিতামহোর নামে ব্রহ্মার্ত্তর/ মোকরর ছিল এজমী এখন ইহার ভোগে আছে যুরতহাল/ মজকুর বাজে জমীর/ দপ্তরে নিসানি করিয়া ইহার হইতে ১৪১৮৯/ এই নয়া সনন্দ দিয়া বহাল করা গেল সনন্দ মাফকে জমী মজ/ কুর আমল মামুলে মতে ইহার ভোগ ছাড়িয়া দীবা কোন দফাতে/ মুজাহেম না হইবা ইতি সন ১১৯১ সাল ইং ১৭৮৪ সাল ২ দাগের/২০ আয়ন—

ই ২ সেতাষ

নসীরাম কে সন ১৭৮৪ সাল
বাচট (?) যুং ২৬৮ নং দাং ১৪ জেষ্ঠী
নকল

দ্বিতীয় পত্রের লিপি:—
...প্ত নয়া সনন্দ
সন ১৭৮৩ সালের
মাফ...হার
নসীরামকে ব...
তরজমা ২৬৮ নম...

নকল ষুদ
দপ্তরে বাজেজমী
সন ১১৯১ সাল
ইং ১৭৮৪ সাল
৪ দা... ২২ আয়ন (?)
মোং মেদনিপুর

শ্রীরাজ নারায়ণ ঘোষদাষ
* কমলগুহ
* সুভাষ রায়
* ঝন্টুলাল কর্মকার

---

* আধুনিক হস্তাক্ষর

তৃতীয় পত্রের লিপি :—

[ফারসি লিপিতে
মন্তব্য, স্বাক্ষর]

তফস্বীল জমী
বিঃ যুরতহাল
পং কাসীজোড়া

মাহামুদ সেরেস্তা
অলিচক জমীদারি
কানায়ীচক নিতাই মিশ্রী
বাস্তু কানাঞীচক
দফে পদীমাচক
রেজা
কানায়ীচক একবিঘা
পদীমা নয় কাঠা মাত্র
মায় তালায়

৭/ সাতবিঘা কানাঞীচক—
মাত্র— পদীমা—
মায় তালায়

সাতবিঘা মাত্র
এ ভোগ প্রমাণ
দাং ৬ স্বাবন
মাং সেবকরাম ঘোষ
দাং ৬ স্বাবন সন
১২০২ সাল
হাল রেজস্তর
সন ১২০৪ সাল
তরজমা বাঙ্গলা
সেরেস্তা শ্রীমদন মোহন দত্ত
নং ৬১০৪

.০ সনন্দপত্র

৬.০ সনন্দপত্র

৭.১ পত্তনিপত্র

৭.১ পত্তনিপত্র

তুলট। ৩২ সেমি × ১৫.৫ সেমি। ১২১৫ বঙ্গাব্দ। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে বিশেষ টানা ছাঁদের অক্ষরে লেখা।

৫ নং ৭ শ্রীশ্রীহরিঃ—

সন ১২১৫।—

[Embossment]

ফারসিমোহর

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরামদুলাল মার্ন্বা সদুদার চরিতেষু।—/ লিখনং কাযনঞ্চাগে আমার পত্তনি তালুক লাট প্রতাপপুর/ ওগয়রহর মর্দ্দে মৌজে খাঞ্জাপুর দিগর মহলাতের কাতজমা/ সালিস্বী... মালগুজারি ২৫১১ পচিষসর্ত্ত এগারটাকা মবলগে/ পোণ ৬২৫ ছয়সর্ত্তপচিষ টাকা পোণে তোমাকে মপস্মলি পত্তনি/ তালুক করিয়া দেওয়া গেল পোণের টাকা বেবাক পাইলাম তুমি/ মাফিক তপস্মীল মহলাত মযুকুর আমলমামল মাফিক জমী ও খাল/ ও খামার ও চাকরান ও হাসীল ও পতিত ও জঙ্গল ও জলকর ও বোনকর/ বাগাচ ও ফলকর ও পুস্কর্ন্যি ও বিল ও ঝিল হকুকজমিদারি জে/ আছে তাহা দখল করিবে মোকরোরি খাষ বাগাচ ও হাবেলী/ ও পুস্কর্ন্যি জেসকল সদরখাষ সরকারের খাষদখলে আছে/ এবং থানার চাকরান জমি ও জিহেরাত নীচি মালখানার চাকরের/ চাকরান জমি তাহার সহিত তোমার এলাকা নাই মালগুজারির/ টাকা সির্ক্কা সহি মাষ২ কিস্তী ২ সন ২ মাফিক কীস্তীবন্দী/ আমার তালুকের কাছারি বরাবর সরবরাহ করিবে কোনমতে/ খারিজী হইতে পারিবে না তোমাকে জে জমায় পর্ত্তনিতালুক/ করিয়া দিলাম এ জমার উপর কখন কোনমতে কমিবেশী/ হইবেক নাই মাফিক কবুলীতি আমলে আনিয়া প্রজালোক/ কে নেক মহকে রাজী সাকর রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে/ মালগুজারি করিয়া পরম যুখে ভোগ করহ ইতি/সন ১২১২ সাল বারসর্ত্তবার সাল তারিখ সন ১২১৫ সাল তারিখ/ ২৭ আসাড়

মৌজেজায়

খাঞ্জাপুর ১

কিংখাঞ্জাপুর ১

২ মৌজে

মিলের কাগজ। ৩১.৫ সেমি × ২১ সেমি। ১২৩৫ বঙ্গাব্দ। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ। হালকা কালো কালিতে সূক্ষ্ম কলমে ক্ষুদ্রাকার অক্ষরের লিপি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ—
নং ১২৩

দা : সন ১২৪০ সাল
২৯ জমিওতি
ফারসি স্বাক্ষর

কালো কালিতে
মোহরছাপ
(ফারসি ও বাংলা)

[Embossment]

তিনছত্র ফারসিলিপিযুক্ত
কালো কালিতে
মোহর ছাপ

দু'ছত্র ফারসি লিপি

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীদেবীপ্রসাদ সরকার সুচরিতেষু লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার জমিদারি পরগণে বর্দ্ধমান ওগয়রহর মর্দ্দে পরগণে তরফ ঘাটাল সামিল/ লাটপ্রতাপপুর ৩৬ ছত্রিষ মৌজা মহ... কাত সালি জমি ১২৮০১ বার হাজার আটশত এক টাকা জমাতে সন ১২১১ সালের মফস্বলি পত্তনি তালুক দস্তখত করিয়া সন ১২২৯ সালের/১১ শ্রাবণ তারিখে শ্রীমতি মহারানি কমলকুমারির সরকার হইতে ২০০০০ টাকা কর্জ লইয়া বয়বন ওফাষুরতে... রাখিয়াছিলা... বির টাকা আদায় না করিবাতে/ শ্রীমতি মহারানি... এলাকা কলিকাতার ক্রোট আপিলে ৩৩ নম্বরে তোমার ও তোমার ভ্রাতা শ্রীঅনুপচন্দ্র সরকারের নামে নালিষ দরপেষ করিবাতে মকর্দ্দমা/মজকুর শ্রীমতি মহারানির হর্ক্কে ডিগরি হইয়া (অস্পষ্ট) ডিগরিষুরতে লাট মজকুরে মহারানি মহষুকা দখল পাইয়াছিলেন এক্ষেনে ঐ শ্রীমতি মহারানি মহষুকা/লাট মজকুরের সদর পত্তনির হকুক হইতে একরা করিয়া জমা বরাবর একরার নামা লিখিয়া দেয়াতে ঐ মহাল আমার খাষ দখলে আসিয়াছে এজন্যে তুমি/পুনরায় ঐ লাট প্রতাপপুরের সাবেক দস্তখতি জমা ১২৮০১ বার হাজার আটশত এক টাকার উপর বেসি পাঁচশত তেতাল্বিষ টাকা ছয় আনা/ আটগন্ডা কবুল করিয়া সাবেক ঐ হাল বেশী সমেত একুনে তের হাজার তিনশত চোয়ালিষ টাকা ছয় আনা
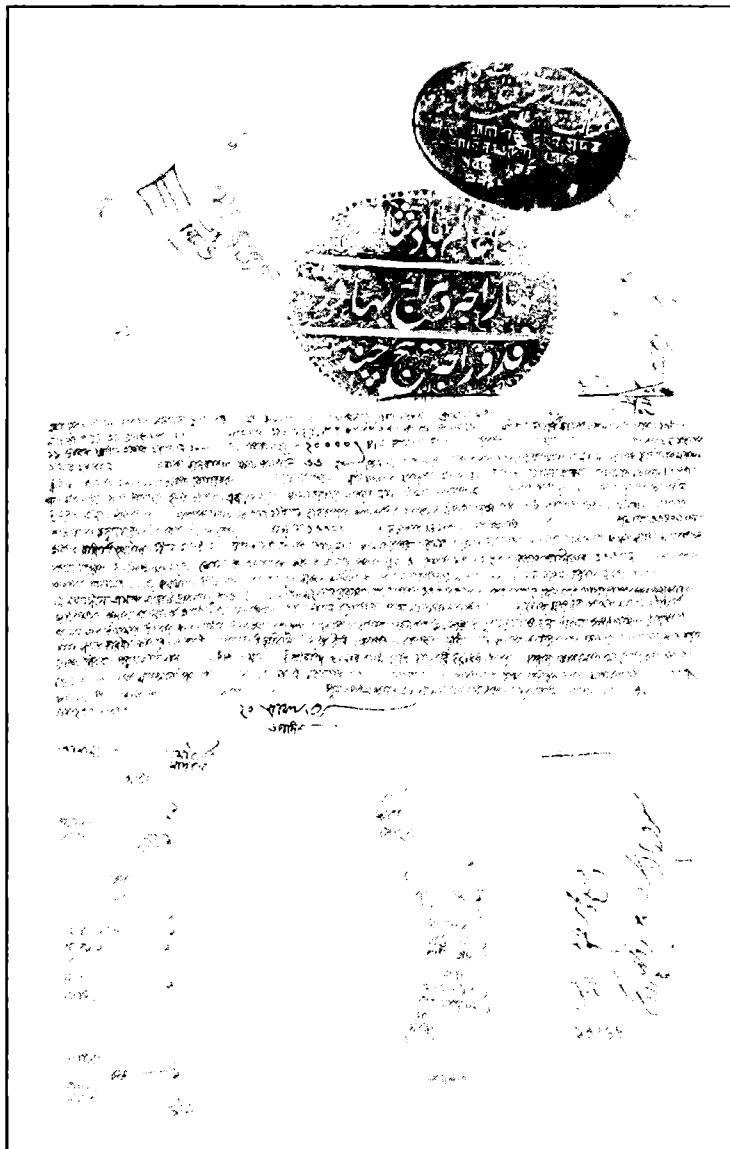
৭.২ পত্তনিপত্র

আট গন্ডা জমাতে ৩৩৪০৬ তেত্রিষ/ হাজার চারিষত ছয় টাকা পণে মপস্বলি পত্তনি তালুক লইবার প্রার্থনায় জমা বরাবর দরখাস্ত দাখিল করিবাতে তোমার ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া মহাল মজকুর/পত্তনিষুরত ষালি বন্দবস্ত করিয়া তোমাকে দেয়া গেল অতএব ঐ লাট প্রতাপপুর ৩৬ ছত্রিষ মৌজা মহলাতির কাত সালি জমা তের হাজার/ তিন শত চোয়ালিষ টাকা ছয় আনা আট গন্ডা জমা করন করিবা মাফিক জাবতা মালগুজারির মাল জামিন দাখিল করিয়া কবুলতি কীস্তীবন্দি আদি.../ লিখিয়া দিলে এমতে ঐ লাট প্রতাপপুর ৩৬ মৌজা মহলাতের কাত সালিজমা তের হাজার তিন শত চোয়ালিষ টাকা ছয় আনা/ আটগন্ডা জমায় তোমাকে মপস্বলি পত্তনি তালুকদারিতে পত্তন করা গেল তুমি মাফিক তপশিল... মহলাত মজকুর আমলমামল মাফিক/ জমিকমাল ও খামার ও চাকরান ও হাসিল ও পতিত ও জঙ্গল ও জলকর ও বাগাচ ও ফলকর ও বনকর ও পুষ্করিনি ও বিল ও ঝিল হকুক জমিদারি জে আছে/ তাহা দখল করিবা আমার সরকারি খাষবাগ ও হাবিলি ও পুষ্করিনি জেসকল সরকারের খাষদখলে আছে তাহার সহিত তোমার এলাকা নাই মালগুজারির/ টাকা সিক্কা পরখসহি সন ২ মাষ ২ কীস্তী ২ মাফিক কীস্তীবন্দি আমার জমিদারি কাছারি বরাবর সরবরাহ করিবে কোনহমতে খারিজ হইতে পারিবানা/ জে জমায় তোমাকে মপস্বলি পত্তনি তালুকদারিতে পত্তন করা গেল এ জমার উপর কখন কোনহমতে কমিবেশী হইবেক না মাফিক কবুলতি আমলে/আনিয়া প্রজালোককে (বেবাক) রাজিও সাজীর (?) রাখিয়া পুত্র পৌত্র আদিক্রমে মালগুজারি করিয়া পরম ষুখে ভোগদখল করহ ইতি—/ সন ১২৩৫ বারশত পঁয়ত্রিষ সাল তারিখ ২০ শ্রাবণ—

তপসিল

কাতজমা
মালগুজারি...

আসামী	মৌজা ও মাহাল	
পরগণে তরফ ঘাটাল		জের—১৮
নিজপ্রতাপপুর—১		কিঃ গোবিন্দপুর—১

স্যামপুর—১	সিংহপুর—১
বৈষ্টবচক ও বিলাসকমলচক—১	কিঃ রামচন্দ্রপুর—১
হরিসিংহপুর—১	জলকর—১
দেওয়ানচক—১	রামচন্দ্রপুর—১
নিমাঞ্চীচক—১	কামালপুর—১
শ্রীপুর—১	হাজরাবেড়—১
কোননগর—১	শ্রীরামনগর—১
শ্রীপুর—১	গম্ভিরনগর—১
কিঃ বলরামচক—১	কৃষ্ণনগর—১
সাএর জলকর—১	খাঞ্জাপুর—১
কোঙরনগরের	কিঃ খাঞ্জাপুর—১
পরামানিক—১	কাটান—১
নাপানচক—১	সাদীচক—১
পারবালিয়া—১	কিসোরনগর—১
গোবিন্দপুর—১	রামচকপটী—১
ভগবানচক—১	নন্দীপুর—১
পাতরচক—১	জলকর বলরাম কুন্ড—১
মটুকচক—১	৩৬
১৮	

তিন ছত্র ফারসি লিপি

[অপর পৃষ্ঠায় লিপি]

সন ১৮২৮।৩১ জুলাই জেলা বর্দ্ধমানের কলিকাতার দাখিলা/ শ্রীঅনুপচন্দ্র সরকার... ও শ্রীদেবিপ্রসাদ সরকার ৬৪ চৌশট্টি টাকা/ পীষ্ট দুই তরফ আশীবেন জোতা ৩ নম্বরের নং দেখিয়া ইতি—
দাখীলদ...
শ্রীগীরিধর চৌধুরি উঃ শোরশুনা

৮.১ ভাষপত্র

তুলট। ২৩ সেমি × ৭ সেমি। ১২৪৪ বঙ্গাব্দ। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ। হাল্কা খয়েরি কালিতে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর।

পূজনীয় শ্রীযুক্তব্রাহ্মণপন্ডীত
বর্গেষু—

লিখিতং শ্রীমতী শঙ্করীদেবী সাকিম জয়রামচক পরগণে মণ্ডলঘাট আমার পিতা ৺সিদ্ধেশ্ব/র চক্রবর্ত্তীর দুই সহোদর ৺কনিষ্ট গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর কন্যাপুত্র নাঞি আমার পিতা বর্ত্তমানে আ/মার খুড়া ৺গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর পরলোক হয় তাহার পর আমার পিতামাতার কাল হয় এক্ষণে/ খুড়ি ঠাকুরাণী বর্ত্তমানা আছেন আমিহ সপুত্রকা আমার পিতার পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাত আ/ ছেন আমার খুড়ি ঠাকুরাণী অবর্ত্তমান হইলে আমার খুড়া ৺গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীর স্থাবরাদি/ ধনজে আছে তাহা আমাকে অর্ষে কি আমার পিতার পঞ্চম পুরুষীয় জ্ঞাতিকে অর্ষে তাহা/ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদিতে আজ্ঞা হয় ইতি ॥ সন ১২৪৪ সাল তাং ১৫ ফাল্গুনস্য

৮.১ ভাষপত্র

.২ ভাষপত্র

তুলট। ৩৪ সেমি × ১৭ সেমি। আনুমানিক দেড়শো বছরের পুরানো। কালো ও বেগুনি কালিতে লেখা ও স্বাক্ষরকৃত।

৭ শ্রীশ্রীহরিশং

মহামহিম শ্রীযুৎ বেবস্তাকত্তা
মহাশয় বরাবরেযু—

শ্রীরামকিসর বাগ
সাকীম বদ্যপুর

লিখিতং শ্রীরামকিসর বাগ পরগণে চেতুয়া সাং বৈদ্যপুর/ কস্য ভাসপত্রমিদং কাজ্যনঞ্চ আগে আমার জেষ্ট/ সহদর থাকেন এক অন্নেতে তাহার গ্রিহর ফেরেতে/ দ্বোসি বিদ্যায় গমন করেন ও গ্রামান্তর গ্রাম/ ও ব্রাহ্মণ ও ভট্টরাজ ও জেষ্টভাই ও যুকুলি ও হো/ স্তুবি এই চারি জাতি ডাকাতি করিআ মায় বামালে/ ও থানাদারে ও সীমানন্দারে জিলাতে চালান করি/আ দোয় এহার পরে কুম্বপানিতে সাহেবান লোকে/তে গারদে কএেদ রাখেন এহার পরে জাহাজ ভরতি/ করি আ বলকুল পাঠায় আনন্দাজি চোল্বিষ বচ্ছর/ হইল এখানেতে সেই বেকক্তি ভাসের ভান্তি করিয়া/ সেই বেকক্তির পল্ববা দাহ করে করিবার পর খেউর ক/ন্ধ ও শ্রাদ্ধ আদি ও ব্রহ্মণ ভোজন সমাপন হ/ ই আছে এেক্ষানেতে যুগমলোকে তোখিত তোম্মিতে/তদারকে প্রায়স্চিত্তি করে নাই না করিবাতে/ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট কথায় স্বস্ত্রী জনন্মিল/জনন্মিবাতে মহাসয় ধর্ম্ম সাত্রের ওধিকারি/ সাত্রা ওনুসার বেবস্তা আজ্ঞা হয় ইতি/ বিদুসং পরামস্স—

শ্রীসিদু বাগ
শ্রীরসিক বেরা
শ্রীধনিরাম মাইতি

শ্রীমথুর বেরা
শ্রীব্রজমহন বেরা
শ্রীসানাতন মাইতি
সাং বৈদ্যপুর

ফুলটি। ২৭ সেমি × ২০.৫ সেমি। ১২৪৭ বঙ্গাব্দ। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ। খয়েরি ও কালো কালিতে লেখা পাঠযোগ্য লিপি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।—

শ্রীরাম :

অত্রবিষয়ে মাসচতুষ্টয়গর্ভযুক্ত ব্রাহ্মণস্বামিক গোগর্ভিন্যপালন নিমিত্তক বধজন্য/ পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন নবকার্যাপণ দক্ষিণক নবকার্যাপণী দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি সতাংমতম্

শ্রীরাম :
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ
দেবসর্ম্মনাম—

শ্রীরাম :
শ্রীরাজশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মনাম্
শ্রীতারাচাঁদ দেবশর্ম্মনাম্
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মনাম্

মহামহিম শ্রীযূত ব্রার্হ্মনপন্ডীতবর্গানাং
শ্রীচরণেষু—

লিখিতং শ্রীবিশ্যনাথ দেবসর্ম্মনাব্যবস্থাপত্রমিদং/ বিশেষ : পরং আমার একটি গাভি চারিমাসের/ গব্‌ভিনি সেই গাভি আমি সায়ংকালে গোশালাতে/ বন্ধন করিয়া আহার আদি দ্রব্য দিয়া আমি গৃহেতে/ আগমন করিলাম রাত্রীমর্দ্ধে আর দেখি নাই পর/ দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে এই গাভি মরিয়া/ রহিয়াছে আহার আদি দ্রব্য জাহা দিয়াছিলাম/ তাহা ভক্ষ্যন করিয়াছে অতএব নিবেদন ইহার/ প্রায়শ্চিত্ত কতকাহন কড়ি উৎসর্গ এবং দক্ষিণা/ কতকাহন কড়ি করিতে হইবেক ইহা ধর্ম্মসাস্ত্রানুসার/ ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হইবেক ইতি সন ১২৪৭ সাল/তারিখ ১৪ বৈসাখ—

ইসাদী—
শ্রী রামহরিদেবশর্ম্মা

ইসাদী—
শ্রীরামকৃষ্ণদেবশর্ম্মা

ইসাদী—
শ্রীগোরাচাঁদ দেবশর্ম্মা

৮.৩ ভাষপত্র

.৪ ভাষপত্র

৮.৪ ভাষপত্র

তুলট। ৩২.৫ সেমি × ১৯ সেমি। ১২৪৮ বঙ্গাব্দ। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে দু'ধরনের পরিচ্ছন্ন লিপি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
স্বাহায়—

শ্রীঠাকুর্দ্দাষ চক্রবর্ত্তি
সাং রাধাকৃষ্ণপুর

শ্রীরামচরণ দেবশর্ম্মনাম—
শ্রীদুর্গা জয়তি
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ
দেবশর্ম্মণাম

শ্রীরাম সরণং

মহামহিম শ্রীযু ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভট্টাচার্য মহাশয়েরা বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীঠাকুর্দ্দাস দেবসর্ম্মণঃ/ কস্যভাসপত্রমিদং বিসেষঃ পরগণে চেতুয়া/ মৌজে রাধাকৃষ্ণপুরগ্রামে আমাদের ভায়াদ/ শ্রীযু পীতাম্বর চক্রবর্ত্তির পীতা ঁরামনারায়ণ/ চক্রবর্ত্তির ২০ চৈত্রী লোকান্তর হয় ঐ চক্রবর্ত্তির/ ছয়দিনের দিবস শ্রীনয়নানন্দ চক্রবর্ত্তির ঁমাতা/ ঠাকুরানির প্রাপ্তি হয় ২৫ চৈত্রী ঐ তারিখে শ্রীযু/ জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তির ঁশ্রীয়ের প্রাপ্তি হয় তস্য/ পর ঁরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তির খেউর দিবসে ২৯/ চৈত্রী শ্রীযু জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তির অদত্বা কন্যা/ ৪ চারি বচ্ছরের বেলা চারিদণ্ড সময়ে প্রাপ্তি হয়/ ঐ ২৯ চৈত্রী বেলা এক প্রহরের সময় শ্রীযুগোবিন্দ/ চক্রবর্ত্তির ঁপিতাঠাকুরের প্রাপ্তি হয় এরা আমাদের/ সপ্তম পুরূশের মোর্দ্ধে সকলে আছে অতএব কার/ কি প্রকার অষুচ হইবেক আর জ্ঞাতির ভায়াদ/ সকলের কি প্রকার অষুচ ধর্মসাস্তানুসার ব্যবস্তা/ দিতে আজ্ঞা হইবেক নিবেদন ইতি সন ১২৪৮/তারিখ ২২ বৈশাখ

ইসাদ
শ্রীঅভয়াচরণ চক্রবত্তি
শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবত্তি
সাং রাধাকৃষ্ণপুর
শ্রীরাসবেহারি রায়
শ্রীবদনচন্দ্র রায়
সাং বল্বারপুর

ইসাদ
শ্রীবঙ্গমোহন রায়
শ্রীকুচিলরাম রায়
সাং হাটগেছা

[পত্রের ডানপাশে লিপি]

অত্রবিষয়ক প্রথম মৃতপিতৃকেন স্বপিতৃমরণদিনাবধিদশাহাশৌচং ব্যবহার্য একাদশাহে শ্রাদ্ধং/ কর্তব্যমিতি প্রথমাশৌচষষ্ঠদিন মৃতমহাগুরুকাখ্যাং স্বমহাগুরু মরণদিনাবধিদশাহাশৌচং ব্যবহার্য্য/একাদশাহে শ্রাদ্ধং কর্তব্যমিতি তৃতীয় মৃতপিতৃকেন সপিণ্ডদ্বয় মরণদিনাবধিদশাহাশৌচং ব্যবহার্য্য/ একাদশাহে শ্রাদ্ধং কর্তব্যমিতি ইতরসপিণ্ডেস্তু সপিণ্ডদ্বয় মরণদিনাবধিদশাহাশৌচং/
ব্যবহার্য্যমিতিচসতাম্মতম্ শ্রীশ্রীরামঃ শ্রীশ্রীরামদাস শ্রীদুর্গা শ্রীপার্ব্বতীচরণ স্বরণং দেবসম্মনাম শরণং দেবশর্ম্মনাং

৮.৫ ভাষপত্র

৮.৫ ভাষপত্র

মিলের কাগজ। ৩২.৫ সেমি × ১৮.৫ সেমি। ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। কালো ও বেগুনি কালিতে লেখা ও স্বাক্ষরকৃত।

শ্রীদুর্গা
শ্বরণং
মহামহিম শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য
মহাশয়গণ সমীপেষু ॥—

কস্যচিৎ ভাষক নিবেদনমিদ—
একটী ব্রাহ্মণের স্ত্রীর একটী নবম মাসের গর্বভবতী গাভির বাত রোগ হইয়া/ বহুদিন উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার চিকিৎসা যথোচিত প্রকারে হইয়া/ ছিল তথাপি রোগ হইতে মুক্তি পায় না প্রাতঃকালে ৩/৪ জন লোক লইয়া/ শয়ন হইতে তুলিয়া দিতে হইত এইরূপ অবস্থায় সনরজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়া/ ছিল গোস্বামিনী নিজের শয়নগৃহে ছিল পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রো/ খানান্তর গোশালায় গিয়া দেখিল গাভিটী বন্ধনযুক্তা মৃত্যুলাভ/ করিয়াছে অতএব নিবেদন এই যে ইহার শাস্ত্রানুসার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক/ কিনা এবং কত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক তাহা কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসার লিখিবেন ইতি সন ১২৯৭ সাল তাং ১৬ ফাল্গুন—

আবেদনকারীর স্বাক্ষরবিহীন এই পত্রটির উপরিভাগে কয়েকটি স্বাক্ষর—
শ্রীলক্ষ্মণ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীরামদাস দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীউদয়চন্দ্রদেবশর্ম্মণাম্
শ্রীনন্দরাম দেবশর্মণাম্ শ্রীরামরূপ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীশীতলাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণাম্

৮.৬ ভাষপত্র

তুলট। ৩৩ সেমি × ১২ সেমি। দেড় শতাধিক বছরের। হাল্কা কালো কালিতে পাঠযোগ্য কিন্তু অপরিচ্ছন্ন লিপি। আংশিক ছিন্ন।

শ্রীরাম
সরণং

মহামহীম শ্রীযু (ত) ব্রাহ্মণপণ্ডিত
চেতুয়া পরগণার মৌজে বাষুদেবপুর গ্রামের
ভট্টাচার্যমহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং/শ্রীভগবতীদেব্যা ভাষাপত্রমিদং/কার্যনঞ্চাগে পরগণে চেতুয়া মৌজে বাষু/ দেবপুর আমার কন্যাপুত্র না হয়াতে/স্ব(া) মী মহাশয় আমার সহিত যুক্তি করিয়া/বংশস্থিতি নিমিত্তক রামসদয় নামক আমার/ ভগিনীপুত্রকে দত্তকগ্রহণ করিয়া/ উক্ত দত্তক পুত্রের অন্নপ্রাসন দিয়া/ছিলেন কিয়ৎকাল পরে/আমার ভগিনীর আর যে তিন পুত্র ছিল তাহাদের পর/লোক হয়ায় আমি কাতরাপন্না হইয়া স্বামী/ মহাশয়কে কহিলাম যে যদর্থে দত্তক গ্রহণ করি/লেন উক্ত দত্তক হইতে আমাদের বংশরক্ষা হয়া ভা/র তাহাতে স্বামী মহাশয় কহিলেন তাহা অদিষ্টা/ পেক্ষ কর্ম্ম ভগবান একর্ম্ম না করুন দৈবাধীন/কৃত দত্তকের কোন ব্যাঘাত ঘটে পুনরায় দত্তক/করিব নচেৎ আমার অবর্ত্তমানে তুমি করিবে আ/মার সম্পূর্ণ্য অনুমতি রহিল। তদনন্তর স্বামী/ মহাশয়ের পরলোক হয়াতে আমি কৃত দত্তকের/উপনয়নোদ্বাহা দি দিয়াছিলাম এক্ষণে কৃত/ দত্তকের পরলোক হইয়াছে উক্ত মৃত দত্তকের/ বালিকা স্ত্রীও আছে অতএব স্বামী মহাশয়ের/ অনুমত্যনুসারে আমি দত্তক গ্রহণ করিতে পারি কিনা/ এহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয়।

৯.১ চিঠি

৯.১ চিঠি

তুলট। ২৪ সেমি × ১২ সেমি। তারিখবিহীন চিঠিটি আনুমানিক দেড়শো বছরের পুরানো।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
স্বহায়

ঠিকা কোরিয়া পাচির দেয়া হইলে ভাল হয় ন (া) জাহাতে ভাল হয় তাহা কোরিবেন
ইতি—

পুনশ্চয় নিবেদন পচ্ছিম দীগের দীয়াল তাবত পোড়িয়া গীয়াছে পাচি (র) দিয়া রাখিলে ভাল হয় ঘর করীল এ বৎস্বর হ ভাল

সেবক শ্রীশ্রীরাম দেবসর্ম্মণঃ।
প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাসএর/ শ্রীচরণাসির্ব্বাদে এ জনার প্রাণ/ গোতিক মঙ্গল হয় বিসেষ পরে/ আপনকার আজ্ঞামাত্র পাইয়া/ সমস্ত সমাচার জ্ঞাতো হইলাম/ আমীহ সাবেক গোতিক কখন/ ভাল কখন বিদ্ধি এই প্রাকার আছী/ কী কোরিব শ্রী ঁইচ্ছা চারাকী/ আমীহ শ্রী ঁপূজায় জেখানে থাকী তাম সেইখানে পূজা হয় নাই তাহার/ জানিবেন শ্রীযুক্ত রামকুমার চক্র/ বর্ত্তী মাং ২ দুইটাকা পাঠাই/ লইবেন জাতাআতে বাটীর/ মঙ্গলাদী সমাচার লিখিতে আজ্ঞা/ হইবেক এহায় শ্রীচরণে নিবেদন/ কোরিলাম ইতি— তাং ৭ কার্ত্তীক

[অপর পৃষ্ঠে লিপি]

পরম পূজনীয়/ শ্রীযুত জ্যেষ্ঠদাদামহাসয় শ্রীচরণেষু :/
চলিতপত্র কোলিকাতা/ দেনা বলিহারপুর

৯.২ চিঠি

৯.২ চিঠি

তুলট। ১৮ সেমি × ১৬ সেমি। আঃ দেড়শো বছরের। হাল্কা কালো কালিতে পাঠযোগ্য লিপি।

শ্রীশ্রীদুর্গা

আজ্ঞাকারী শ্রীনবীনচন্দ্র সর্ম্মনঃ—
প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশ এর চরণাসির্ব্বদ/ আমার (অস্পষ্ট) মঙ্গলরং চিরদিব মঙ্গলাদী সমাচার/ পাই নাই মঙ্গলাদী লিখিবেন আত্মনিবেদন এখানকার/ সমাচার শারিরিক ভাল আছি বিসয়কর্ম্মতদবস্তঞ্চনাতিরেক/ নাই লাভালাভ তদবস্ত জানিবেন—

২ দফা—
আমাদিগের সংসারের কর্ত্তা মহাশয় কেহ কোন কর্ম্ম অজথা/ করিলে মহাশয়কে শাসিত করিতে হয় অতএব প্রাণাধিক/ শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ঁপূজাতে বিরত কি নিমির্ত্তে/ হয়েন তাহা মহাশএর জানা উচিত কিন্তু আমি মহাশয়কে/ লিখিয়াছি এ প্রকাশ না হয় আমার ইৎসা যে এভার আর কাহা/কেও নাদী কিন্তু তেমত় কপাল নহে ইহাতে নাচার হইয়া/ মৃত্যুবত থাকিতে হয়, সে জাহা হউক আমরা দুই হিসা/ দারে এ কর্ম্মে প্রবত্ত্য হইয়াছি জাহাতে প্রত্তন হয় তাহার/ তলাস হামেসা করিবে নিবেদনমিতি তাং ২২ আষা (ঢ়)

[উপরে, পাশে ও নীচে এবং অপর পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ভাষায় কয়েকছত্র লিপি।]

১০.০ তমসুকপত্র

দাঁ। ২০ সেমি × ১৩.৫ সেমি। ১২৬৫ বঙ্গাব্দ। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ। হালকা
েো কালিতে সাধারণ লিপি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
সহায়

শ্রীমত্যা জজ্ঞেশ্বরিদেবি

াদ
শ্রী ঁগদাধর বিষ্টু

শ্রীহরি

মহামহীম শ্রীযুত সদাশীবঠাকুরগয়ালী
মহাশয় বরাবরেষু

খিতং শ্রীজজ্ঞেশ্বরিদেবি সাং বলিহারপুর/ পঃ চেতুয়া কস্য তমশুক
ত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে/ ঁগয়াক্ষেত্রে পৌঁহুছিয়া সার্দ্ধাদি দান/ দক্ষিণা কারণ
পনকার নিকট কোঃ ৬ ছয় টাকা/ কজ্জ লইলাম এই টাকার করার
হমাসে/ পরিশোধ করিব মেয়াদমদ্ধে আপুনী কিম্বা/ আপনকার তরফ
াক আইলে টাকা/ পরিশোধ করিব জখন জাহা টাকা দীব/ তমশুকের পিষ্টে
য়াশীলদীব এই করারে/আপন খুশীতে নগদ টাকা লইয়া তমশুক/পত্র
খীয়া দিলাম ইতি তাং ১২ চৈত্র/ সন
১২৬৫—

াপর পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে পরিশোধ করা টাকার উল্লেখ করা হয়েছে।]

১১.০ দখলিপত্র

১১.০ দখলিপত্র

তুলট। ২৪.৫ সেমি × ২০.৫ সেমি। ১২৩০ বঙ্গাব্দ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। ডানদিকের ওপরের অংশ ছিন্ন। কালো কালিতে স্পষ্ট লিপি।

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

মস্তাজী বারবিঘা এগার কাঠা মাত্র

শ্রীরাধাকান্ত রায়
শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায়
মাস্তাজী বার বিঘা
এগারো কাঠা জমী—

ফারসিমোহর

চেতুয়া পরগণার লাট সাহাপুরের মোর্দ্দে/ মৌজে জোতমনীরাম গ্রামের কর্ম্মচারি শ্রীরামভক্তরায় শুচরিতেষু/ লিখনং কায্যঞ্চা আগে পরগনা ময়ুকুরের এরেটী সাকিমের শ্রীরামদুলাল দাষ/ দরখাস্ত করিলে জে চেতুয়া পরগনার জোতমনীরাম সাকিমের ঁরসিকলাল/ মণ্ডলের সখাদ পূস্কন্বি তাহার বধূ শ্রীমত্যা কৃষ্ণপ্রীয়া বৈস্টবির নিকট পুস্কন্বি/ মায় পাহাড় ও অজগরা জমী বারবিঘা এগারো কাঠা জমী খরদগী করিয়া লইয়াছি/ ঐ পুস্কন্বির মৎষ্য ধরিতে গীয়াছিলা তাহাতে তুমি আটক রাখিয়াছ অতএব লিখি/ গ্রামের সাবেক চিট্যা ওগয়রহ কাগজাত দৃষ্টে মালুম হইল জে মণ্ডলের সখাদ/ পুস্কন্বি মায় পাহাড় ও অজগরা বারবিঘা এগারো কাঠাজমী ভোগ দখলের/ ও দাগের খরদগী কওালা দৃষ্টী করিয়া গুজস্ছা পয়স্ছা ভোগপ্রমান খলসা/ দেওা গেল— ইতি সন ১২৩০ সাল তারিখ ১৭ ফালগুণ

১২.১ জরখরিদগিপত্র

১২.১ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ২৩ সেমি × ১৭ সেমি। ১১৮০ বঙ্গাব্দ। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে মোটা কলমে প্রায় পরিচ্ছন্ন লিপি।

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ
স্বহায়—

নং ৮

শ্রীকৃষ্ণরাম বসৌ সাং পাং দুজোধন খোরদকী ২/২ দুই বিঘা দুই কাঠায় ৯ নয় তঙ্কা হাত পাইয়া খোদকী লিখিয়া দিলাম ইতি

ইয়াদকীর্দ্দ শ্রীমুচিরাম চক্রবর্ত্তী সাকীম/ সেকন্দরি সদুদার চরিতেষু কষ্য খোরীদকী/ পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চা আগে পরগণে চেতুয়া মৌজে/ পাইকান দুজ্জোধন গ্রামে আমার মাতামহোর/ বির্ত্তি মাতুল পুত্র শ্রীক্রিপারাম দেব তাহার মহ/ ত্রাণ বাস্তু ওগয়রহ আমাকে সেচ্ছা পূর্ব্বকে নাদাওা/ লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে এসকল জমি ওগয়রহ/ ভোগ করিয়া আশীতেছী এ মহত্রাণের মধ্যে কলাবাদী/ যুনাদৌ জমি দুই বিঘা দুই কাঠা ইহার মাপ কমি/ চৌগর্দ্দে খাইবাদ পাচকাঠা বাকী এক বিঘা/ সতরকাঠা জমির কাত ৯ নয় টকার হারে তোমাকে/ খরীদগী করিয়া দিলাম বাটির চতুসিমা ভোগপ্রমাণ/ জমি তবদুদাবাদ করিয়া পরম যুখে বশত করিয়া/ ভোগ করহ ইহাতে আমি কীম্বা আমার পুত্র ও পৌত্রাদী/ কেহো দাওা করেন শেঝুটা এইতদার্থে তোমাকে খরী/ দগী দিলাম ইতি সন ১১৮০ আশীসাল আখেরি ১৩ চৈত্র

১২.২ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ২৭ সেমি × ১৭ সেমি। ১১৯৫ বঙ্গাব্দ। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে মোটা কলমে প্রায় দুর্বোধ্যলিপি।

শ্রীশ্রীরামজী—
সরণং—

নং ৭

(ফারসি স্বাক্ষর)

শ্রীমুচিরাম চক্রবর্ত্তি সাং সেকন্দরী
পং চেতুয়া এ খরদকী কয়লা প্রমান

ফারসি স্ট্যাম্প
(গোলাকৃতি)

সুস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুৎ আনন্দি
রাম দাষ মইষ বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীমুচিরাম চক্রবর্ত্তী কস্য জমী/ জরখরদকীপত্রমিদং সন ১১৯৫ সালাব্দে/লিখনং কাজ্যনঞ্চ আগে পরগণে চেতুয়া মোজে/ পাইকান দুজ্জোধন সকিম আমার খরীদগি/ ছকুরাম বসুর দরুন ক্রপারাম দের দওা ষুনা/ বাড়ি মহত্রান জমী দুই বিঘা দুই কাঠা আমি খোরিদগি করিয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছি এইক্ষণ আপ (নি) সেছছা পূর্ব্বকে এই জমি তোমাকে বিক্রয় করিলাম এহার মুল্য পঞ্চজনা/ ভাল মনস্য থাকীয়া ফি বিঘা ২০ কুড়ি টাকার হিসাবে একুনে সিক্কা ৪২ ব্যালিষ টাকাতে বিক্রয় করিলাম তুমি এই জমি আবাদ তয়দুদ করিয়া জুতিয়া জোতাইয়া পরম ষুখে দান বিক্রয়ের সত্তা ধিকারি হইয়া পুত্রপোত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ এ জমির বিসয় আমি কীম্বা আমার ভাই ভাতিজা জ্ঞাতি গোত্র পুত্র পোত্র ও কন্যা দোহত্র কেহ কখন

১২.২ জরখরিদগিপত্র

দাওা করে এবং করি সে বাতিল ও ঝুটা এত দাত্তে নগদ টাকা দস্তবদস্ত/ বেবাক লইয়া আপন খুশিতে দুই বিঘা দুই কাঠার খোর/ দকী কয়লা লিখিয়া দিলাম হা (ল) সন সদর তারিখ ১৩ আসাড়

[অপর পৃষ্ঠায় কয়েকটি স্বাক্ষর]

শ্রীবিজয়রাম সামন্ত—
সাং পাইকান দুজ্জোধন
শ্রীকৃষ্ণহাজরা
সাং সাহানাসপুর
শ্রীকানাঞী সাহু
সাং সানাসপুর

ইসাদ
শ্রীআনন্দীরাম চক্রবত্তি
সাং সেকন্দরী
শ্রীমুক্তারাম চক্রবত্তি
সাং শেকন্দরী
শ্রীদয়াল মইষ
শ্রীবাঞ্ছারাম দিজা
সব্বসাকীম সাহানাসপুর

১২.৩ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ৩১.৫ সেমি × ২০ সেমি। ১২২৩ বঙ্গাব্দ। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে পাঠযোগ্য লিপি।

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ—

স্ট্যাম্প

শ্রীরামসুন্দর রায়
সাং বলারপুর
এ কয়লা প্রমাণ ইতি

স্বস্তিঃ সকল মঙ্গলালয় শ্রীশ্রী ঁসালগ্রামচন্দ্রজীউ ঠাকুর পরিচারক শ্রীমোতিরাম মাজী ওলদে শ্রীলক্ষ্মীকান্তমাজী এবনে— ঁসোভারাম মাজী সাকীমং কলাগাছ্যা পংচেতুয়া জেলা মেদনিপুর বরাবরেযু

লিখিতং শ্রীরামসুন্দর রায় ওলদে ঁরামকান্ত রায় এবনে ঁহরেকৃষ্ণ রায়/কস্য লাখরাজ জমি জরখরদকী পত্রমিদং সন ১২২৩ সালাব্দে লিখনং/ কায্যঞ্চা আগে চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুরের সামিল চেতুয়া পর/ গণার মৌজে কেসবচকের সামিল কুন্ডে লাখরাজ সালি জমি/ একবন্দ আঠার কাঠা পৌত্রিক ভোগদখলের আছে ঐ জোমির।/ সরহর্দ্দ পুর্ব্বতরফ জগন্বাথ সরকারের মহর্ত্তান জমি পাছিম তরফ/ মানিক পাত্রের ঠিকা জমি উত্তর তরফ হিনু বসের দেবর্ত্তর জোমি।/ দক্ষিণ তরফ নকোড় চক্রবতির দেবর্ত্তর জমি এই চৌহদ্ধী চিন্বীত/ আঠার কাঠা সালি জমি পৌত্রিক ভোগদখলে আছে আমি ঐ জমি/ নিরাসর্ত্ত ত্যাগ করিয়া আপন সের্চ্ছাপুর্ব্বকে বিনা জবরানে যুস্থি সরিরে/ বহাল তবিয়তে রায়জনক্ত কামাল ওজন জমির পোনবাহা ১৮ আঠার/ টাকা কীমতে বিক্রয় করিলাঙ বেবাক টাকা আপনকার তহবিল হইতে।/ দস্তবদস্ত লইলাঙ আপনি ঐ জমি নিরাসর্ত্ত জন্মাইয়া যুতিয়া জোতা/ ইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে

১২.৩ জরখরিদগিপত্র

ভোগ দখল করিবে ঐ জমি দান বিক্রয়ের/ সর্ত্তাধিকার তোমার কস্মিনকালে কখন আমি কীম্বা আমার ভাইভায়ার/ পুত্রাধিকার ওয়ারিষ আন জে কেহো দাওয়াকরে দাওয়া করি সে বাতিল।/ ও ঝুট এতদার্থে লাখরাজ জরখরদকী জমি বিক্রয় করিয়া কীম্মীতের বেবাক/ টাকা লইয়া বিক্রয় কয়লাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২৩ বার শর্ত্ততে ইষ শা/ তারিখ— ১৯ উনিস জেষ্ঠী—

রসিদ রূপৈয়া বাবদ লাখরাজ জমি খরিদার	ইসাদ—
শ্রীমোতিরাম মাজী সাং কলাগাছ্যা পংচেতুয়া	শ্রীবা(?) নুভট্টাচার্জ্য
সন ১২২৩ বারশর্ত্ত তেইষ শাল তাং ১৯ উনিষা/	সাং গোপালপুর
জেষ্ঠী	শ্রীরামচরণ পাত্র
আশামী আদদ রূপৈয়া	শ্রীতিতুরাম মান্না
পরগণে চেতুয়া	শ্রীমানিকরাম পাত্র
মৌজে কেসবচকের কুন্ডে/ লাখরাজ সালিজমি	সাং কেসবচক
আটার/কাটার কীর্ম্মত সিক্কা ১৮/আটার	শ্রীঅযুন মন্ডল
টাকা লইয়া/রসিদ লিখিয়া দিলাঙ ইতি—	সাং খাঞ্জাপুর

১২.৪ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ৩১ সেমি × ২০ সেমি। ১২২৪ বঙ্গাব্দ। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে সরু কলমে লেখা। কিছুটা কীটদষ্ট।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—
প্রত্তনকত্তা—

স্ট্যাম্প

ইসাদ—
শ্রীব্রজমহন মযুমদার/শাং বাসুদেবপুর
শ্রীলছমি নারায় (ন)/মযুমদার সাঃ বাষদেবপুর

৭ শ্রীরামলোচন মযুমদার
সাং বাযুদেবপুর

[Embossment]

সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত গঙ্গারাম মাইতি/ওলদে ঁগৌরাঙ্গ মাইতি এবলে ঁ ভরথ মাইতি/চাকলে বর্ধমান জেলা মেদনিপুর পরগণে চেতুয়া তঃ ঘাটাল

শামিল মোজে কামালপুর বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরামলোচন মযুমদার ওলদে ঁসদানন্দ মযুমদার এবনে ঁরামহরি/ মযুমদার।

কর্স্য লাখরাজ জরখরদকী পত্রমিদং সন ১২২৪ বারশর্ত্ত চবিষ সালাব্দে লিখনং কায্যনঞ্চঃ আগে/চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুর সামিল চেতুয়া পরগণার তরফ হরিরামপুরের মর্দ্ধে মৌজে ভগবতিপুরের/ কুন্ডে আমার পোত্রীক ব্রহ্মর্ত্তর সালি জমী ১ একবন্দ ৩ চিট্যা ৩৮ দাগে সালি জমী। দুই বিঘা তিন/কাঠা এক...কার মর্দ্ধে শ্রীলছীমি নারায়ণ/ মযুমদারের হিষ্যা/৩ আট কাঠা আর শ্রীরামকর্স বন্দোপাধ্যায়/ হিস্যা চর্দ্দ কাঠা দুই পদীকা একুনে এক বিঘা দুই কাঠা দুই পদিকা বাদে শ্রীবজ্রমোহন মযুমদার/ রের জমী দষ কাঠা তিন পদিকা তাহা তুমি পূর্ব্ব খরদকী কওলা করিয়া লইয়াছ বাকী আমার/ নিজ হিষ্যা জমী দষ কাঠা সরহর্দ্দ পুর্ব্ব তরফ খামার জোত নবনি ভূঞ্রা উত্তর তরফ খামার জোত/ নবনি ভূঞ্রা পশ্চীম তরফ খামার জোত আনন্দীরাম আস্ব ও বৃন্দাবন কাড়ার দক্ষীন তরফ

১২.৪ জরখরিদগিপত্র

তোমার/ সাবেক খরদকী নিজ জোত এই চৌহদ্দীর চিহ্নীত ওই খোরদকী জমীর উত্তর আমার ব্রহ্মত্তর লাখরাজ/ শালিজমী দষ কাঠা আমার যুদামত ভোগদখলে আছে আমার এই জমীর মিরাশত্ত্য ত্যাগ/করিয়া আপন সেচ্ছাপূর্ব্বকে যুস্ত শ্বরিরে বহাল তবিঅতে বিনা জবর আনে রায়জন অক্ত/কামাল ওজন জমির পন বাহা ১০ দষ টাকা কীম্মতের বেবাক টাকা আপনকার তহবিল হইতে নগদ/রোক সিক্কা ১০ দষ টাকা দস্তবদস্ত লইলাম আপনি এই জমিতে মিরাশর্ত্ত জম্মাইয়া জুতিয়া জোতাই/য়া পুত্রপৌউত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবে দান বিক্রয়ের সত্যাদিকার তুমি হইলে আমি কখন/ দাওা করি সে বাতিল ও ঝুটা এই তদার্থে আপন খুশীতে লাখরাজ ব্রহ্মোর্ত্তর জমী বিক্রয়. করিয়া/ কীম্মতের বেবাক টাকা লইয়া বিক্রয়কওলাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২২৪ বারসর্ত্ত চবিষ শাল/তারিখ ২৩ তেইষা জৈষ্ঠী

ইসাদ

শ্রীনবনি ভূঞা/সাং ভগবতিপুর/সন...

রসিদ রূপিয়া বাবুদ লাখরাজ/ব্রহ্মত্তর জমী : খরিদার শ্রীগঙ্গারাম মাইতি/শাং কামালপুর পরগণে চে...য়া ৩ঃ ঘাট্যাল শামিল শন ১২২৪ বার শর্ত্ত চবিষ সাল

তারিখ ২৩ তেইষা জৈষ্ঠী
আসামী আদদ
রূপিয়া
পরগণে চেতুয়া মৌজে ভগবতীপুরের
কুন্ডে লাখরাজ শালি জমী (।।০) দষ কাঠা
কীম্মাত কন সীর্ক্কা
ওং খোদ দষ টাকা
লইয়া রসীদ লিখিয়া দিলাম
ইতি

শ্রীবাঞ্ছারাম মুলা
সাং খাঞ্জাপুর
শ্রীগৌর শাতর (া)
সাং খুদিচক
শ্রীগিরিধর চৌধুরী
শ্রী উত্তম চরণ ভূ (ঞা)
সাং ভগবতী (পুর)
শ্রীগদাধর বেরা
শ্রীগঙ্গারাম কুল্যা
শ্রীশান্তিরাম সামন্ত
শ্রীভরথ পাত্র
শ্রীমোধুসোদন বাঙা (ল)
শ্রীহলধর পাত্র
সাং কামাল (পুর)

তুলট। ৩১ সেমি × ২০ সেমি। ১২২৬ বঙ্গাব্দ। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। পরপৃষ্ঠায় লিপি : 'শ্রীদুজ্জোধন চট্টোপাধ্যায় তহবিলদার সন ১৮১৯ সাল ২০ নবম্বর।'

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

[স্ট্যাম্প : দুই আনা]
(Embossment)

(শ্রী) গোলকচন্দ্র অধিকারি
সাং কৈইগোড়াপরগণে চেতুআ
এ কঅলা মঞ্জুর

ষুস্তি সকল মঙ্গলালয়
শ্রীশ্রীসালেঙ্গাম ঠাকুরজীউ
পরিচারক শ্রীমোতিরাম মাজী
ওয়ালদে শ্রীলক্ষ্মিকান্ত মাজী
এবেনে ৺শোভারাম মাজী
সাং কলাগাছ্যা পরগণে চেতুয়া বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগোলকচন্দ অধি (কা) রি
ওয়ালদে শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারি
এবেনে ৺নন্দদুলাল অধিকারি
সাকিনে কৈগেড়্যা পরগণে চেতুয়া

কস্য লাখরাজ জমি জরখরিদকি পত্রমিদং সন ১২২৬ বার সর্ত্ত ছাব্বিশ সালাব্দে লিখনং/ কার্য্যঞ্চ আগে চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুর পরগণে বড়দা তরফ ঘাটাল লাট প্রতা (প)/ পুরের সামিল মৌজে কাটানের কুন্ডে আমার লাখরাজ সালিজমী একবন্দ তিন বিঘা/ আমার পোউত্রিক ভোগদখলে আছে ঐ জমীর চোহর্দ্দি পূর্ব্বধার শ্রীমানিক মণ্ডলের জমার/ জমি পোর্ছিমধার শ্রীকৃষ্ণলালের জমার জমি উত্তরধার শ্রীগঙ্গারাম রায়ের জমার জমি দখি/ ন ধার শ্রীপেলারাম নায়ের জমার জমি এই চৌহর্দ্দি চিন্যিতের মর্দ্ধে তিনবিঘা সালি/ জমি পৌউত্রিক ভোগদখলে আছে আমি এই জমি নিরাসত্ত ত্যাগ

১২.৫ জরখরিদগিপত্র

করিয়া আপন সেচ্ছা.../ কে বিনা জবরানে যুস্তস্বরিরে বাহাল তবিঅতে রায় ডানক্ত কামাল য়োজন (জ) মির পণবাহা.../ সাটি টাকা কিম্বতে তোমাকে বিক্রয় করিলাম বেবাক টাকা আপনকার তহবিল হইতে দস্তবদ (স্ত)/ ল (ই) লাম আপনি এ জমি নিরাসর্ত্ত জন্মাইয়া যুতিয়া ও যোতাইয়া পুত্র পোউত্রাদিক্রমে/ ভোগ দখল করিবে ওই জমীর দানবিক্রয়ের সত্রাধিকার তোমার কস্মিকালে কখন আমি.../ আমার ভাই ভায়াদ উত্তাধিকার ওয়ারিশান জে কেহ দায়া করে ও দায়া করি সে বা (তিল)/ ও ঝুট এতদার্থে লাখরাজ জরখরদকি জমি বিক্রয় করিয়া কিম্বতের বেবাকটাকা.../ বিক্রয় কয়লাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২৬ বার শত চার্বিশ সাল তারিখ ২৩ অগ্র...

ইসাদ—	ইসাদ
শ্রীরামকীসোর কলা	শ্রীবেচারাম অধি (কারি)
শ্রীগঙ্গারাম রায়	সাং কৈগেড়া
সাং কাটান	শ্রীদেবি পণ্ডিত
শ্রীহরেকৃষ্ণ সাষমল	সাং কলাগাছা
শ্রীগোউর মোহন সী	শ্রীরঘুনাথ পাল
সাং কাটান	সাং কলাগাছ্যা

[পত্রের ডানপাশে লিপি]

রসিদরূপেয়াবাবদ লাখেরাজজমি/ খরিদার শ্রীমোতিরাম মাজী সাকিনে/ কলাগাছ্যা পরগণে চেতুয়া বাঙ্গলা/ সন ১২২৬ বার শত্ত ছাবিশ সাল তাং ২৩ অগ্রহায়ণ/ আসামী— আদত—রূপেয়া

পরগণে বড়দা মৌজে কাটানের কুণ্ডে/ সালি জমি একবন্দ তিন বিঘার/ কিম্বত সির্ক্কা ৬০ সাটি টাকা লইয়া/ রোসিদ লিখিয়া দিলাম ইতি— শ্রীগোলকচন্দ্র অধিকারি সাং কৈইগেড়া

১২.৬ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ৩০.৫ সেমি × ২০ সেমি। ১২২৮ বঙ্গাব্দ। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে পাঠযোগ্য লিপি। ওপরে ও শেষে Emboss.

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

[Embossment]

মহামহীম শ্রীযুত বলরাম
দাষ বৈষ্ণব/ ওলদে ঁলক্ষণ
দাষ বৈষ্ণব এবনে/ ঁগোবিন্দ
দাষ বৈষ্ণব সাং আর‍্যাটী/
পরগণে চেতুয়া বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীকীনুদাস
বৈষ্ণব/ ওলদে ঁরূপচরণ
দাষ বৈষ্ণব এবনে/
ঁলক্ষণ দাষ বৈষ্ণব সাং
নিচিন্দীপুর/ পরগণে বরদা

শ্রীকিনুদাষ
এ কওলা...

কষ্য বৈষ্ণবর্ত্তর জমি জরখরদকী কোওলাপত্রমিদং সন ১২২৮ বার সর্ত্ত আটাইষ সালাব্দে/ লিখনং কাজ্যনঞ্চ আগে চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুর পরগণে চেতুয়া তরফ দুব/ রাজপুরের মধ্যে মৌজে আর‍্যাটী গ্রামে আমার পৌত্রীক ভোগ দখলের বৈষ্ণবর্ত্তর/জমি বাস্ত মায় বেড়বাড়ি ৪ চারি হিস্যা মবলগে জমি এক বিঘা সোল কাটা আছে/ এহার মধ্যে আমার জেটা শ্রীসনাতন দাষ বৈষ্ণবের হিষ্যা সাড়ে ছয় কাটা আপনকার নিজ হিষ্যা/সাড়ে এগার কাটা একুনে তিন হিষ্যার এক বিঘা সাড়ে চারি কাটা বাদে/আমার হিষ্যা সাড়ে এগার কাটার এহার অন্দরে গ্রাম ময়ুকুরের শ্রী মোথুর মোহন/ মার্ন্নাকে সাড়ে সাত কাটা জমি বিক্রী করিলাম ইহা বাদে বাকী/ ৪ চারি কাটা জমি/র জায় ভোতার দক্ষীণ তুতি/আড়াই কাটা ভোতার উত্তর আপনকার তুতি জমি/এহার উত্তর পতিত সবিক্ষ্যাদী/ডেড় কাটা একুনে/৪ চারি কাটা জমি আমার/ভোগের হিষ্যার মাফিক চিন্যীত আমার অপ্রতুল প্রযুক্তে বহাল

১২.৬ জরখরিদগিপত্র

তবিঅতে বিনা জব/ রানে খোস রেজাবন্দীতে আপন সেচ্ছাপূর্ব্বকে সর্ত্তা ত্যাগ করিয়া জমি/৪ চারি/ কাঠার কাত দাম মোকরা ৬ ছয় টাকা রোককন সিক্কা পরখসহিত্রান পুরা পঞ্চজনার মধস্তের সাক্ষাতে ছয় টাকা দস্তবদস্ত লইয়া /৪ চারি কাটা জমি আমার/ হিষ্যার তোমাকে বিক্রয় করিলাম ঐ জমি যুতিয়া জোতাইয়া দান বিক্রয় সর্ত্ত্যা/ অধিকারি হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করহ কাল কালাঙ আমি কীম্বা আমার/ পুত্র পৌত্রাদী ওয়ারিষ আন কেহ দাওা করে কীম্বা দাওা করি সে ঝুট ও বাতিল এতদার্থে নগদ রোক ৬ ছয় টাকা লইয়া জরখরদকী কোওলাপত্র লিখিয়া দিলাম/ ইতি সন ১২২৮ বারসর্ত আটাইষ সাল তারিখ ২৩/তেইষ্যা আসাড়

ইসাদ
শ্রীগোলোক মণ্ডল
সাং আর‍্যাটী
শ্রীনোকড় দোলুই
সাং আর‍্যাটী
শ্রীমোতিরাম মাজী
সাং কলাগেছ্যা
শ্রীগদাধরদাস বৈষ্ণব
সাং গপিনাথপুর

শ্রীশামদাষ বৈষ্ণব
সাং আর‍্যাটী
মজুর

শ্রীধর্ম্মদাষ বেরা
সাং জয় কৃষ্ণপুর
শ্রীসনাতন দাস বষ্ণব
সাং গপিনাথপুর
শ্রীসার্থক রাম গুছাতি
সাং খাঞ্জাপুর

তুলট। ৩৪ সেমি × ২০ সেমি। ১২২৯ বঙ্গাব্দ। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে লেখা। নীচের অংশ কিছুটা কীটদষ্ট।

Embossment
(দুই আনা)

গোলাকৃতি
ফারসি মোহর
[পাশে তিনলাইন ফারসিলিপি]

শ্রীরাজচন্দ্র ম....
সাং গোপ...
পং মণ্ডল (ঘাট)
[ছিন্ন]

মহামহীম শ্রীযুৎ রত্নেশ্বর বেরা ওলদে ঁহারু বেরা
এবনে ঁআনন্দিরাম বেরা সাং নং সিমুল্যা পং চেতুআ
বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরাজচন্দ্র মযুমদার ওলদে ঁরামনারান মযুমদার এবনে ঁকৃষ্ণচরণ মযুমদার/ সাং গোপালনগর পরগণে মণ্ডলঘাট কষ্য ব্রহ্মার্ত্তর জমি র্জ্জরখরিদকী কোওালা পত্রমিদং কায্যনঞ্চাগে/সন ১২২৯ বার সর্ত্ত উনত্রীষ সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে চাকলে বর্দ্ধমান জেলে মেদনিপুর সামীল/চেতুআ পরগণা মৌজে মহবতপুর গ্রামের পূর্ব্বকুণ্ডে আমার্দ্ধের পৌউত্রীক ব্রহ্মার্ত্তর সালিজমি/একবন্দ এক বিঘা পাচকাঠা কালকালাঙ আমার্দ্ধের ভোগদখলে আছে ঐ জমি শ্রীধনিরাম বেরার/জোতছিল ঐ জমির চৌহর্দ্দি উত্তর শ্রীবংসি মাইতির রাজষ্যজমি একবন্দ দষ কাঠার দক্ষীণ রামলোচন/ ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মার্ত্তর সালিজমি তের কাঠা জোৎ শ্রীধনিরাম বেরার উত্তর পশ্বীম তোমার খরিদকী জমি/ একবন্দ এক বিঘা চারিকাঠা শ্রীধনিরাম বেরার জোতের পূর্ব্বঃ পূর্ব্ব শ্রী ঁসিবঠাকুরের জমি একবন্দ দুই/ বিঘা দষ কাঠা শ্রীবংসি মাইতির জোতের পশ্চীম এই চৌহর্দ্দির ভিতর ঐ এক

১২.৭ জরখরিদগিপত্র

বিঘা পাচ কাঠা ষালি/ জমি আমী আপসর্ত্য ত্যাগ করিআ আপন ঘোষ পুর্ব্বক বিনা জবরানে বিনা কায়দাতে সন্তস্বরিরে/বহাল তবিয়তে আপন সেৎসাপুর্ব্বক ঐ জমি মযুকুরের কীম্মত পঞ্চজনা মর্ধেস্ত থাকীয়া ৫৪ চো/ ওার্ন্য টাকা পন নিরপন করিআ ঐ পনের টাকা রায় জন... স্ববের পরকসহী কলচৌলসী দস্তবদস্ত/ তোমার নিকট নগদ লইআ ঐ জমি তোমাকে বিক্রয় করিলাম অদ্য হৈতে তুমি ঐ জমির দান/ বিক্রয়ের সর্ত্তাধীকারি হইলে তুমি ঐ জমি জুতিয়া জোতাইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল/করহ ঐ জমি মযুকুরের জাহারা দাওা করে কীর্ম্বা দাওা করি সে বাতিল ও ঝুট এহা সত্তায়/ কেহ কখন ঐ জমি মযুকুর আটক করে আমরা খোলাসা করিআ দীব এতদার্থে লাখরাজ জমি/ আপনকারদস্তে বিক্রয় করিআ কীম্মতের বেবাক টাকা লইআ জ্জরখরিদকী কোওালাপত্র/ লিখিআ দীলাম ইতি সন ১২২৯ বার সর্ত্ত উনত্রীষ সাল তাং ৫ আ (স্বীন)—

জের—৫৪	ইসাদ	ইসাদ	ইসাদ
ওআসীলরদ্দপেআ—	শ্রীবিন্দ্যাবন মযুমদার	শ্রীগোবিন্দ	শ্রীজিতরাম জানা
নিজরোজ—	সাংগোপালনগর	মযুমদার	সাং মহবতপুর
জঃ খোদ—	পং মণ্ডলঘাটা	সাং গোপালনগর	
		পং মণ্ডলঘাটা	
সালি জমি—	শ্রীবংসি মাইতি	শ্রীতরণ (ী) বেরা	
১৷০ পচীশ কাঠার/	শ্রীগোবর্দ্ধন মাজি	সাং বাজ...	
দা(ম)	শ্রীলক্ষ্মী (?)		শ্রীব্রজমোহন সাউ
	সাং মনহরপুর		সাং মহরাজপুর
সাকাকন (?)		শ্রীগিরিধর মাজী	
জৌলসি— ৫৪		সাং সীমুল্যা	
বাকী—	শ্রীমুক্তারাম চৌধুরি	শ্রীমহন হাড়া	
শ্রীরামমোহনমু	সাং বলরামবাজার	সাং লোবিনসিমুল্যা	
খোপাধ্যায়		(ছিন্ন, অস্পষ্ট)	
সাং বাসুদেব			
পুর			

১২. ৮ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ৩৪ সেমি × ২০ সেমি। ১২৩০ বঙ্গাব্দ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে মাঝারি আকারের অক্ষরের লিপি। আংশিক ছিন্ন।

শ্রীশ্রীহরিজী—

[Embossment]

[কালো কালিতে চার লাইন ফারসি লিপিযুক্ত মোহর। তিনদিকে ফারসি লিপি]

[সাতছত্র ফারসি লিপি]

মহামহীম শ্রীযুত রামদুলাল দাষ/ ওলদে ঁসনাতন মান্না এবনে ঁমনহর মান্না/ বরাবরেষু/ লিখিতং শ্রীমত্যা কৃষ্ণপ্রীয়া বৈষ্ণবি/ সাকিম জোতমনিরাম পরগণে চেতুয়া জেলা মেদনিপুর/ কর্ষ্য পূস্কন্যি জমিন মায় পাহাড় চতুসীমা জর খরদকি কোবালাপত্র/ মিদং কায্যনঞ্চা আগে গ্রাম মজকুরের আমার শোষুর ঁ রশীকলাল মণ্ডল/ একটি পূস্কণ্যি শ্রীশ্রীঁজীউকে অর্প্পন করিয়াছিলেন তাহার চতুসীমা পুস্কন্যির /জমিন বার বিঘা এগার কাটা আমার শোষুর বর্তমান থাকিয়া চতুসীমা/... পূস্কনির মর্ষ্য ও বিক্ষাদী ভোগদখল করিয়া তিহো প্রাপক্তী হইয়াছেন তাহার পর/ আমার স্বামি ঁকালীচরণ মণ্ডল তিহো ঐ পূস্কন্যি সাবেক ভোগদখল মাফীক দখল/ করিয়া আশীতেছিলেন তাহার প্রাপ্তী হইয়াছে তাহার পর আমি এনাগাদী আজী পয্যন্ত/ অবিবাদে ঐ পূস্কন্যি মজকুরা ভোগ দখল করিয়া আসীতেছি আমি নিস্যন্তান আমার/ ওয়ারিশ আদী কেহ নাঞী আমার ভবন আছাদন অশামত্ত (অস্পষ্ট) ঐ পূস্কন্যি/মায় চতুসীমা জমিন বার বিঘা এগার কাটা এহার চোহদী পূর্ব্ব খালের জমার/ জমি

২.৮ জরখরিদগিপত্র

জোত শ্রীনবাই পূরকাইত ও শ্রী কানাই পড়্যা দক্ষীন ঐ কানাই পড়্যার জমার বেড়/ বাড়ি ও শ্রীকান্ত পড়্যার বেড়বাড়ি পশ্চীম শ্রীনিমু বেরার জমার বেড়বাড়ি ও শ্রীরঘুনাথ/ হাজরার বেড়বাড়ি উত্তর নবাই পুরকাতির জমার বেড়বাড়ি এক্ষণে আমি আপন শের্চ্ছা/ পূর্বক সুস্ত সরিরে বহাল তবিঅতে বিনা জবরনে ঐ পুস্কনির জমিন বার বিঘা/ এগার কাটা জমি ৪৯৯ চারিশত নিনানবি টাকা কির্ম্মতে মহাশএের নিকট বিক্রয় (ক) রিয়া/ কির্ম্মতের টাকা আপন তছরূপে আনিলাম মহাশয় জমিন মজুকুরার উপর মালিকা/ র্স্তরূপে দখলিকার হইয়া পুত্রপুত্রাদীক্রমে ভোগ দখল করহ আমার কোন এলাখা/ নাঞ্রী আমি কির্ম্মা আমার ভাই ভায়াদ উয়ারিশ আন জে কেহ কখন দাবি করে/ ও করি শে মিথা ও বাতিল এতদার্থে আপন খুশীতে পনের টাকা বেবাক পাইয়া / খরদকী কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩০ বার শত তিরিষ সাল/ তারিখ— ২১ একয্যা কার্ত্তীক।

১২.৯ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ৩৪ সেমি × ২০ সেমি। ১২৩২ বঙ্গাব্দ। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ। হালকা কালো কালিতে লেখা। ওপরের ও নীচের অংশ ছিন্ন।

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।—

[Embossment]

(দুই আনা)

মহামহিম শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ রায়
ওয়ালদে ঁগোলামিচরণ রায়
এবেনে ঁকংসনারায়ণ রায়
বরাবরেষু

শ্রীমৃত্তঞ্জয় ঘটক
শ্রীজাদবেন্দ্র...
শ্রীধনঞ্জয়...
সাং রামন(গর) [ছিন্ন]

লিখিতং শ্রীমিত্তঞ্জয় ঘটক ও শ্রীধনঞ্জয় ঘটক ও শ্রীজাদবিন্দ ঘটক ওয়ালদে ঁদুর্গ্গাচরণ ঘটক/ এবেনে ঁক্রপারাম ঘটক সাকিম রামনগর পরগনে বায়ড়া ও শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী/ ও শ্রীঠাকু(র) দাষ চক্রবর্ত্তী ওয়ালদে শ্রীরামকান্ত চক্রবর্ত্তী এবেনে ঁইন্দুমান চক্রবর্ত্তী সাং গোবিন্দ.../ পরগণে বরদা মতালকে জেলা হুগলি চাকলে বর্দ্ধমান কস্য ব্রহ্মার্ত্তর জমি বি(ক্রয়) কো(ওয়ালা)/ পত্রমিদং সন ১২৩২ সালাব্দে লিখনং কায্যনঞ্চ আগে আমাদের ঁমাতামহ (কে) নারাম.../ সাং খিরপাই তাহার পৌত্রিক ব্রহ্মার্ত্তর বরদা পরগণার মৌজে পান্না গোপালনগর গ্রামে/... জাসীয় (?) সালিজমি একবন্দ আড়াই বিঘা ১ বন্দ দযকাঠা একুনে ৩ তিন বিঘা পৈত্রি(ক)/ব্রহ্মার্ত্তর যুদামত আছে ঐ ক্রপারাম রায়ের পুত্র সন্তান নাই তাহার দুইকন্যা তাহার্দ্দের সন্তান/ আমরা একারণ ঐ তিন বিঘা জমি আমাদের দখলকাবেজে আছে আমরা আপন ২ দখলকাবেজ/ হইতে ঐ জমি মযুকুরা বিঃ চকনামা সালিজমি ঐ তিনবিঘার অন্দরে শ্রীমন্তপুর সাকিমের/ শ্রীরামকিশোর রায়কে ডেড়বিঘা জমি বিক্রয়

১২.৯ জরখরিদগিপত্র

করিলাম বাকী ডেড়বিঘা জমির ওয়াজীব মূল্য/ আপনকার নিকট সির্ক্কা কলজৌলসী ৫১৲ একার্ন্যটাকা দস্তবদস্ত আমরা বেবাক বুঝিয়া পাইয়া/ বিক্রয় কোওালা লিখিয়া দিলাম তুমি জমি মযুকুরা আপন দখল কাবেজে আনিয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে/ ভোগদখল করিতে রহন অদ্যকার তারিখ হইতে ঐ জমি দানবিক্রয়ের সত্রাধিকারি আপুনি হইলেন/ উত্তরকাল আমরা কিম্বা আমাদের ওয়ারিশান কেহো কখন দাওা করে সে নামঞ্জুর ও মিথ্যা/ আর ঐ জমি মযুকুরা হাকিমান কিম্বা কাহা কখন কোন আপর্থ করে তাহার খোলসা আমার্দ্দের/ জিম্মা রহিল এতদার্থে আপন সেচ্ছাপুর্ব্বকে পোনের একার্ন্য টাকা বেবাক বুঝিয়া পাইয়া জমি/বিক্রয় কোওালা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩২ বর্ত্তিষসাল তারিখ ৬ স্রাবন

রসিদ রূপৈয়া	ইসাদ—	শ্রীগিরিধর
৬ শ্‌তাবন	শ্রীকাসি মাইতি	চোধরি
গুঃ মিত্তঞ্জয় ঘটক ২৬৲ টাকা	শ্রীগোকুল পড়্যা	শ্রীঅযুন সামন্ত
গুঃ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ২৫৲ টাকা	সাকিম খাষবাড়	শ্রীনিলমনি সাত...
৫১৲		সাং পান্না—
একার্ন্ব টাকা		
বেবাক পাইলেম ইতি		

১২.১০ জরখরিদগিপত্র

মিলের কাগজ। ৫৫ সেমি × ২৪ সেমি। কিয়দংশ ছিন্ন। ১২৩৩ বঙ্গাব্দ। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে পাঠযোগ্য লিপি।

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

[Embossment]

শ্রীগয়ারাম মাইতি
সাং কামালপুর

শুস্তী সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত তারা চান্দ ঘোষ/ ওলদে শ্রীযুত রাজচন্দ্র ঘোষ এবনে ঁরামচরণ ঘোষ/ সাং রত্নেশ্বরবাটী পরগণে জানাহাবাজ জেলা মেদনিপুর/ বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীগয়ারাম মাইতি ওলদে ঁগঙ্গারাম মাইতি এবনে ঁগৌরাঙ্গ মাইতি/ চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুর পরগণে চেতুয়া তঃ ঘাটাল মৌজে কামালপুর কয়ো খরিদকী /(সালি) জমি জরখোরদকী কওলা পত্রমিদং সন ১২৩৩ বার সর্ত্ত তেত্রিশ সালাব্দ লিখনং কায্যনঞ্চা আগে/ চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুর চেতুয়া পরগণার মৌজে ভগবতিপুরের কুণ্ডে ৩ তেষরা চিট্যা ৩৮ আট/ ত্রি... (শের)র দাগে আমার খোরদকী সালিজমি ১ একবন্দ দুই বিঘা তিন কাঠা এক পদীকা নিজ.../ বাবুদ... এহার চৌহদী উত্তর রাজস্ম খামার শালিজমি জোত নবনি ভূঞা ইহার পুত্র শ্রীমদন ভূঞা.../ খামারজোত শ্রী ঐ মদন ভূঞা শালি জমি দক্ষীন দরি আজাদ্যার রাজস্য খামার শালি জমি জোত শ্রীষুকু মাইতি/ (অস্পষ্ট) রাজস্য খামার শালি জমি জোত শ্রীবৃন্দাবন কাড়ার এই খোরদকী সালিজমি দুই বিঘা তিন কাঠা এক পদীকা/ আমার ভোগ দখলের এইজমি আমিহ আপন সেচ্ছাঁপূর্ব্বক খোষ রেজাবন্দীতে বিনা জবর রিতা তাজা শ্বরিরে বহাল তবিঅতে তোমার হস্তে এই জমি পণবাহা মোকরা রায়জনক্ত সির্কা পরকশহী ওজনপুরা ১০০ একশর্ত্ত/ টাকাতে বিক্রয় করিলাম নগদ টাকা দস্তবদস্ত বেবাক বুঝিয়া পাইলাম এই জমি মযুকুরে সত্যাধিকারি তুমি/হইলে অদ্যকার তারিখ হইতে এই দুইবিঘা তিন কাঠা এক পদীকাজমি মযুকুরে সহিত আমার কীছু এ... / নাঞী কাল কালাণ্ড আমি

১২.১০ জরখরিদগিপত্র

কীম্মা আমার পুত্র পোত্রাদী ও ভাই ভায়্যাদ এবং ওয়ারিষ আন কেহো কখন দা (ওা) করে ও দাওা করি সে বাতিল ও নামঞ্জুর তুমিহ ঐ জমি মযুকুরা আমলমামল মাফিক মিরাশত্যজম্মা (া)/ ইয়া (পু) ত্র পোত্রাদী ক্রমে এই জমি মযুকুরান নিজে ও জোতদার বিলিতে জোতাইয়া পরম ষুখে ভোগ/ দখল করহ এই জমি মযুকুরা দান বিক্রয়ের অধিকার তোমার এই জমি জদি কেহো কখন আটক করে তাহা/ আমিহ খোলষা করিয়া দিব এই জমির সহিত আমার দাওা নাঙী এইতদার্থ আপন খুশীতে এই দুই বিঘা/ তিন কাঠা এক পদীকা শালি জমি কীম্মাতের বেবাক টাকা নগদ রোক লইয়া আমার খোরদকী শালি জমির/ জরখোরদকী বিক্রয় কওলা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ ১৭ সতরই মাঘ

রসীদ)
খোদ রূপিয়া খোরদকী সালি জমির/প... দার শ্রীযুত তারাচান্দ ঘোষ
সাং রত্নেশ্বরবাটী/তে... জানাহাবাদ
জেলা মেদনিপুর সন ১২৩৩ বারশর্ত্ত/তেত্রিশ সাল তারিখ ১৭ মাঘ

আসামী— আদায়
রূপিয়া

পরগণে চেতুয়া
মৌজে ভগবতীপুরের কুণ্ডে
তিন... শালি জমি ১ বন্দ দুই বিঘা
তিন কাঠা এক পদীকা কীম্মত (অস্পষ্ট)
... ১০০ একশর্ত্ত

ইসাদ/ শ্রীসিদ্ধেস্বর দেবশর্ম্মা/ শ্রীঅভিরাম সামন্ত সাং কৈগেড়া/শ্রীগঙ্গারাম কু(মার)/শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামন্ত/শ্রীমোথুর ধাড়া/সাংকামালপুর/শ্রীসিতল মাইতি/ শ্রীব্রজমোহন মা(ন্না)/ শ্রীরাজনারায়ণ মাইতি/ শ্রীগোসাঞীদাস মাইতি/ সাং কামালপুর

[অপর পৃষ্ঠায় লিপি]
...নাথ ঘোষ তহবিলদার মোং ঘাটাল মং জেলা হুগলি সন ১৮২৬/১৯.../ খরিদার শ্রী রাজচন্দ্র ঘোষ ১ এক টাকা দাম—

১২.১১ জরখরিদগিপত্র

তুলট। ৩৮ সেমি × ২০.৫ সেমি। ১২৩৬ বঙ্গাব্দ। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে পরিচ্ছন্ন লিপি।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
প্রত্তনকর্ত্তা

[Embossment]

শ্রীকীনারাম ঘোষ
এ কওলা প্রমাণ

মহামহিম শ্রীযুত রামদয়াল ঘোষ
ওলদেঁ হিরারাম ঘোষ এবেনে
রামকান্ত ঘোস সাকিম পুরুশোর্ত্তমপুর
পরগণে চেতুয়া বরাবরেষু

লিখিতংশ্রী কিনারাম ঘোস
ওলদেঁ রামকান্ত ঘোস এবেনে
ঁহরিচরণ ঘোস সাকিম
পুরুশোর্ত্তমপুর
পরগণে চেতুয়া

কস্য লাখরাজজমি জ্জরখোরদকি কওলাপত্রমিদং সন ১২৩৬ বার শর্ত্তছত্রিষ/ সালাব্দে লিখনং কায্যনঞ্চাগে চেতুয়া পরগণার মৌজে গনেসবাটী গ্রামে/ আমার্দ্দের পৈত্রিক লাখরাজ জমির মর্দ্ধে সরে রাস্তার উর্ত্তর রায়ের খোরদকি/ শ্রীমোধুছুতারের বাস্তুবাটীর পূর্ব্ব রাস্তা পার ঁসির্দ্ধেশ্বর ঠাকুরের ব্রহ্মর্ত্তর/ ভদ্রাসন বাটীর দক্ষিণ রাস্তা পার শ্রীগণেশ রায় দিগরের ঁদেবোর্ত্তর জমির পশ্বীম/ এই চৌহর্দ্দীর মর্দ্ধে শ্রীবৃন্দাবন সনানের বসতবাটী আটকাঠার মর্দ্ধে তোমার/নিজ হির্স্বা/ ৪ চারিকাঠা বাদে আমার হির্স্বার /৪ চারিকাঠা জমি আমার দখল/ কাবেজে আছে ঐ /৪ চারিকাঠা জমি আমি তোমার দস্তে বিক্রয় করিলাম পঞ্চজনা/ভাল মনর্ষ্য থাকিয়া ঐ চারিকাঠার মূর্ল্য ২৪ চৌর্ব্বিষ টাকা স্থির করিলেন আমি ঐ/ কির্ম্মত মঞ্জুর করিয়া বহাল তবিয়তে বাহুসবেগর কায়দায় বিনা জবরনে রায়/ জন মুলুকের চলনসহি সির্ক্কা কনজৌলশী ওজনপুরা উপরের লিখিত/ চৌহদ্দীর মধ্যে আমার নিজ হির্স্বার/ ৪ চারি কাঠার জমির

১২.১১ জরখরিদগিপত্র

কিস্মার্ত পনবাহা মবলগে ২৪ চোব্বিষ/ টাকা রোক দস্তবদস্ত বেবাক লইয়া জমি মযুকুরা আপনকার দস্তে বিক্রয় করিলাম / আমি জেমত ঐ জমির দান বিক্রয়ের সর্ত্তাধিকারি ছিলাম আজিকার তারিখ হইতে/ তুমি তদুনসার দানবিক্রয়ের সর্ত্তাধিকারি হইয়া পোত্রপৌত্রাদিক্রমে মালিকান/ ষুরত ভোগদখল করহ আমি কিস্মা আমার ওয়ারিসান কেহ কখন কশ্মীনকালে/ ঐ জমির দাওা করি অথবা দাওা করে সে বাতিল ও নামঞ্জুর এতদার্থে আপন খুশীতে জমি/ মযুকুর তোমার দস্তে বিক্রয় করিয়া জ্জর খোরদকি কওলাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি—

সন সদর তারিখ— ২৯ আঘন

রসীদ রুপিয়া বাবদে খরিদকী/ জমি/ ৪চারি কাঠার কাত কীর্ম্মত/ শীর্কা পরকশহী ২৪ চব্বিষ টাকা/মারফত শ্রীরামদয়াল ঘোষ খরিদার চর্ব্বিষ টাকা পাইয়া/রশীদপত্র লিখিআ দীলাম/ অগ্রপশ্চাৎ দাবি করি/শে বাতিল ইতি/ তারিখ ২৯ আঘন
ইসাদী—

ইসাদী—
শ্রীশম্ভূচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শাকীম পুরুশোর্ত্তমপুর/
পং চেতুয়া
শ্রীবিন্দাবন সনার
শাং গনেষবাটী পং চেতুয়া
শ্রীসিবু কাবাষ
সাং গণেষবাটী
শ্রীকীনু কাহার
শ্রীবেচারাম কাহার
সাং গণেষবাটী

শ্রীমুচিরাম মাইতি
শ্রীনরহরি কাপাষ
শাং গণেষবাটী

শ্রীকিনারাম
ঘোষ চবি
য টাকা পা
ইলাম

ইসাদী
শ্রীকালীশঙ্কর মুনসী
শাং বাযুদেবপুর

শ্রীজীতনারায়ণ ঘোষ
এ কওলা মঞ্জুর

[অপর পৃষ্ঠে লিপি]

'মঃ আট আনা মাত্র সন ১৮২৯ সাল তাং ২৪ নবম্বর শ্রীবদনচন্দ্র চৌধরি মোহরি জেলা মেদিনিপুর খরিদার শ্রীরামগোবিন্দ ঘোষ।'

১২.১২ জরখরিদগিপত্র

মিলের কাগজ। ৩৪ সেমি × ২১.৫ সেমি। ১২৫৭ বঙ্গাব্দ। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ। মুদ্রিত স্ট্যাম্প পেপার। কালো কালিতে সূক্ষ্ম কলমের লেখা। ওপরে বামদিকে ফারসি মোহরছাপ ও তিনছত্র ফারসি লিপি।

ফারসি মোহর।
নীচে ফারসি লিপি।

শ্রীশ্রীহরি

[ইংরাজি, বাংলা ও ফারসি মুদ্রিতমোহর]

মহামহিম শ্রীযু নারায়ণ মার্ন্না
ওলদে শ্রীযু ভাগবৎ চন্দ্র মার্ন্না
এবেনেঁ কৃষ্ণপ্রসাদ মার্ন্না
(সাকি)ম এর‍্যাটী পরগণে চেতুয়া
জেলা মেদনীপুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীমহন সাহা ফকীর
ওলদে ঁআলাদীসাহা ফকীর
এবেনে ঁসৈফুল্যা সাহা ফকীর
সাকীম গম্বিরনগর পরগণে
বরদা— জেলা হুগলী—

শ্রীমহন সাহা ফকীর
সাং গম্ভীরনগর

কষ্য লাখরাজ জমীর জর খরদকী কোবালা পত্রমিদং সন ১২৫৭ সালাব্দে লিখনং/ কায্যানঞ্চাগে উক্ত বরদা পরগণার সীংহপুর গ্রামে বাহার কুণ্ডে আমার মৌরসানের/ লাখরাজ জমী জাহা আছে তাহা অবিবাদে ভোগদখল করিয়া আশীতেছী এক্ষেণে/ ঁগঞ্জলস্কর পিরের আস্থানা মেরামত কারণ ১ বন্দ বোরা সালি জমী (দশ) কাঠা এহার/ চৌহদ্দী পূর্ব্ব মাল খামার জোত কাশী পাত্র ও খাষ পতিত দক্ষীণ খাষপতিত পশ্চীম মাল খামার/ জোত লক্ষীনারায়ণ সামন্ত ও প্রসাদ কোটাল উত্তর ঁপীরত্তার জমী জোত সেরা খাঁ আর ১ বন্দ বোরা/ সালি জমী (পাঁচ) কাঠা এহার চৌহুদ্দি পূর্ব্ব জল নিকাসী বাকীর খাল দক্ষীণ খাষ পতিত পশ্চীম মালখানার/জোত রাসু মাইতি উত্তর মালখানার জোত মতি খাঁ একুনে মতাজী ২ বন্দের কাত পনের কাঠা জমীর/

১২ জরখরিদগিপত্র

কাত দাম কোং সির্ক্কা ১৫ পনের টাকা কীম্মতে বিক্রয় করিলাম অদ্যকার তারিখ হইতে মহাসয়/ জমীর সর্ত্তাধিকারি হইলেন জমী মজুকুরা পুত্রপৌত্রাদী ক্রমে যুতিয়া জোতাইয়া ভোগদখল করিবেন (উ)ক্ত জমীর উপরের আমার উয়ারিসান কেহ দায়া করে কীম্বা করি সে ঝুট ও বাতিল উপরক্ত/ জমীনের মুল্য কোং সির্ক্কা আমি সাইদানের সমিক্ষায় নগদ দস্তবদস্ত বেবাক টাকা পাইয়া/ সেছ্যাপূর্ব্বকে বহাল তবিয়তে বিনা জবররানিতে রাজায়েক বতে জ্জরখরদগী কোবালাপত্র/ লিখিয়া দিলাম ইতি— সন ১২৫৭ বারসর্ত্ত সাতান্ন সাল— ১৪ ফাল্গুন

ইসাদ

শ্রীজজ্ঞেশ্বর মাইতি	শ্রীজামু খাঁ
শ্রীমধুষুদন মাইতি	সাং নির্চিন্দ্রিপুর
শ্রীবিস্বাম্ভর মণ্ডল	শ্রীসামচরণ মাইতি
শ্রীযুধিষ্ঠীর মাইতি	শ্রীহরিচরণ মণ্ড(ল)
সাং সিংহপুর	সাং সিংঙ্গপুর
শ্রীলক্ষীনারাঅন সামন্ত	
সাং সিংহপুর	
শ্রীঅর্জুন মাইতি	
সাং সি(ং)হপুর	

[অপর পৃষ্ঠায় লিপি]
ছ'ছত্র ফরসি লিপি (উপরে)। নীচে দু'ছত্র বাংলা লিপি—

ইং শন ১৮৫১/১৬ ফিবরেল ত শ্রীরমাপতি দত্ত মোকাম খিরপাই মঃ জেলা হুগলী/ খরিদার শ্রীশীতারাম পাল সাঃ ঘাটাল পঃ বরদা দাম ৷৷০ আনা

১৩.০ জরখরিদগিপত্র [লাখেরাজ কবালাপত্র]

মিলের কাগজ। ২৮ সেমি × ২২ সেমি। ১২৩৫ বঙ্গাব্দ (উপরে ১২৯২ সাল লেখা)। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা।

শ্রীশ্রী দুর্গা
সন ১২৯২ সাল (?)

স্ট্যাম্প
সাদা মোহর
আট আনা

মহামহিম জেলা হুগলি জাহানাবাদ পরগণা ঠাকুরানিচক
শাকিনের শক্তিরাম ভুঞ্ঞ মহাশয় বরাবরেষু—

শ্রীরামকানাঞী অধিকারি
সাং লত্ত পং ষেলিমাবাদ

লিখিতং জেলা হুগলি শেলমাবাদ পরগণার নওশাকিনের শ্রীরামকানাই অধিকারি কস্ব পৌত্রিক ব্রহ্মত্তর লাখরাজ কবলাপত্রমিদং/ কার্য্যনঞ্চাগে শন ১২৩৫ শালা অব্দে জাহানাবাদ পরগণার ঠাকুরানিচক গ্রামের পুর্ব্ব মাঠপড়া চক কুণ্ডের পুর্ব্ব আমার পৌত্রিক ব্রহ্মত্তর তিন/ শালিজমি ১ বন্দ এক বিঘা নয় কাঠা এহার চৌহদ্দি পুর্ব্ব খানাকুল শাকিনের শ্রীলোচন বন্দপাধ্যায় ব্রহ্মার দক্ষিন শানেপুর শাকিনের/ কাশিনাথ চক্রবত্তির ব্রহ্মার পশ্চিম গিরিধর শাস এর মালখামার জমি উত্তর চক্রপুর শাকিনের ঁভগবতি ঠাকুরানির দেবোত্তর এই চৌহদির/ মদ্ধে ঐ একবিঘা নয় কাঠা জমি মহাশয়কে শেহাত হালত তুন্দদুরস্তি বাহুঁশিতে আপন খুশিতে শেচ্ছাপুর্ব্বকে বাহাল তবিয়তে হাজিরান/ মজুলিশে ঐ এক বিঘা নয় কাঠা জমি মযুকুরার পনবাহা কিস্মতে পয়তালিশ টাকাতে মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম মহাশয় জমি/মজকুরা আপনকারক দখলে আনিয়া শত্তাদিকারি হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে রহ আমি ঐ

১৩.০ জরখরিদগিপত্র [লাখেরাজ কবালাপত্র]

পনবাহামবলক/ মজকুর লইয়া অদ্যকার তারিখ হইতে জমি মজকুরা হইতে বেদখল হইলাম আমি কিম্বা আমার পুত্রপৌত্র ভাই ভাতিজা উয়ারিশ/আন কেহ কখন দাওা করে কিম্বা দাওা করি সে ঝুটা ও নামঞ্জুর এতদথে আমি ঐ পনবাহা ৪৫ টাকা নগদ রোখ পুবক/ (ছিন্ন) সিল টাকা পাইয়া ঐ একবিঘা নয় কাঠা জমি বিক্রয় কবলাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২৩৫* বার সত্ত পঁয়তিশ সাল/ তারিখ ৫ অঘ্রাণ

খরিদা রূপেয়া বাবদ পৌত্রিক ব্রহ্মত্তর জমির
খরিদার জাহানাবাদ পরগণার ঠাকুরানিচক
শাকিনের শ্রীশান্তিরাম ভুঞ শন ১২৩৫ বারসত্তপঁয়তিশ সাল
তারিখ ৫ অঘ্রাণ

আসামি আদত
রূপেয়া

নিজরোজ
লয় শাকিনের
শ্রীরামকানাই অধিকারি
গুজ খোদ
নাগাদ রোখ্ পরখ শহি সিং
শির্খ্যা— ৪৫ পয়তালিশ টাকা পাইয়া রসিদ লিখিয়া দিলাম—

শ্রীশিদ্ধেরশ্বর শামন্ত ইশাদি
শ্রীধর বেরা শ্রীনিমাই সামন্ত
শ্রীগঙ্গারাম ধাড়া শ্রীলঘন ভুঞ
শর্ব্বসাং ঠাকুরানিচক

* নথিটির শীর্ষে '১২৯২', শেষে '১২৩৫' ভ্রমাত্মক। শেষোক্তটিই গৃহীত হল।

১৪.১ রসিদপত্র

তুলট। ১৫ সেমি × ১৫ সেমি। ১২১৩ বঙ্গাব্দ। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে অনেকাংশে অস্পষ্ট লিপি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
স্মরণং

শ্রীঅক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তী
সাং খাঞ্জাপুর
শ্রীজগমোহন দেবসর্ম্মা
শ্রীব্রজমহন চক্রবর্ত্তি
সাং খাঞ্জাপুর

খজানা আমরা
ট্রেজারি মোহর
Embossment

কাগজ সরহ
স্ট্যাম্প অফিস মোহর
Embossment

শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তি
সাং খাঞ্জাপুর
শ্রীসকময় পণ্ডিত
সাং মনহরপুর

শ্রীযুত রামদুলাল দাস মার্ন্না
বরাবরেষুঃ—

লিখিতং শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তি ও শ্রীঅক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তি সাং খাঞ্জাপুর/ পরগণে চেতুয়া চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদীনীপুর কস্বরসীদপত্র/ মিদং কাজ্যঞ্চ আগে ঐ পরগণার ঐ চাকলার ঐ জেলার এর‍্যাটীগ্রামের/ আমার্দ্ধের ব্রর্ম্মত্তর জমি

৪.১ রসিদপত্র

দুই বন্দের কাত সোলকাঠা জরখরিদকী/ বিক্রী সিক্কা ১০ দয তংঙ্কাতে দাম বিক্রয় করিলাম ঐ টাকা আম(রা) সিক্কা পরকসহি দস টাকা দাম দস্তবদস্ত বেবাকে পাইআ তোমাকে/ রসীদপত্র লিখিয়া দীলাম ইতি— সন ১২১৩ সাল তাং ২৭ ভাদ্র

(অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য)

ইসাদ

শ্রীমনহ(র) সর্ম্মা
সাং কামলপুর
শ্রীক্রীপরাম পাত্র
শ্রীনিতাই মাই(তি)
সাং আর‍্যাটী

শ্রীমধুসূদন চক্রবত্তি
সাংখাঞ্জাপুর
শ্রীকিনু মান্না
সাং আর‍্যাটী

ইসাদ
শ্রীসানিরাম পারিআল
সাং মনহরপুর
শ্রীবলরাম মান্না
সাং আর‍্যাটী

শ্রীনকোড় দেবসর্ম্মা
সাং খাঞ্জাপুর
শ্রীসক্রুপ দেবসম্মা
সাং পদ্যামপুর

১৪.২ রসিদপত্র

তুলট। ৩২ সেমি × ২০ সেমি। ১২২৮ বঙ্গাব্দ। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে বড় অক্ষরের লিপি। আংশিক ছিন্ন।

স্ট্যাম্প: দুই আনা
[Embossment]

মহামহিম শ্রীযুত বলরাম দাস বৈষ্ণব—
মহাসএ বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীকিনুদাষ বৈষ্ণব সাং নিশ্চিন্দীপুর—/ পরগণে বরদা কস্য রসিদ পত্রমিদং কাজানঞ্চআগে/ চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনিপুর পরগণে চেতুয়া তরফ/ দুবরাজপুরের মধ্যে মৌজে আর‍্যাটী গ্রামের আমার/ পৌত্রীক ভোগদখলের বৈষ্ণবর্ত্তর বাস্ত মায় বেড়বাড়ি চারি হিষ্যায়/ মবলগে এক বিঘা সোল কাটা আছে এহার অন্দরে আমার/ নিজ হিষ্যার অন্দরে/ ৪ চারি কাঠা জমি আপনকে কোওলা লিখিয়া/ দিয়া বিক্রয় করিলাম ঐ কোওলার জমির দাম রোককন সিক্কা ৬৲ ছয়/ টাকা সন ১২২৮ বার সর্ত্ত আটাইষ সালের ২৩ তেইষ্যা আষাড়ের বুঝীয়া পাইয়া রসিদপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি—

ইসাদ
শ্রীগোলোক মণ্ডল
সাং আর‍্যাটী
শ্রীলোট (?) দোলই
সাং আর‍্যাটী
শ্রীমোতিরাম মাজী
সাং কলাগাছ্যা
শ্রীসার্থকরাম গুছাতি
সাং খাঞ্জাপুর

শ্রীধর্ম্মদাষ বেরা
সাং জয়কৃষ্ণপুর
শ্রীসনাতন দাশ বৈষ্ণব
সাং গপিনাথপুর
শ্রীজুগল দাষ বৈষ্ণব
সাং আর‍্যাটী
মজুর

[অপর পৃষ্ঠায় লিপি]
শ্রীদুর্জ্জোধন চটোপাধ্যায়/ তহবিলদার/সন
১৮২১ সাল ১(?)

১৪.২ রসিদপত্র

১৫.০ একরারনামা

মিলের কাগজ [মুদ্রিত স্ট্যাম্প পেপার]। ৩৫ সেমি × ২১ সেমি। ১২৯১ বঙ্গাব্দ। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে ধাতুর নিবে লেখা। বিভিন্ন স্থানে ইংরেজিতে মন্তব্য।

[মুদ্রিত স্ট্যাম্পের ছিন্নাংশ দৃষ্ট হয়]

মহামহিম শ্রীশ্রী ঁবৃন্দাবন বিহারী
জীউর/ পরিচারক শ্রীযুক্ত দিননাথ
মান্না ঁঠাকু/ র্দাস মান্বার পুত্র
জাতিয় কৃসী কৈবত্য/ পেসা ষিত্তি
ভোগী সাং এরাটী পং চেতুয়া/
স্টেশেন দাষপুর সবরেজষ্টর চৌকী ঘাটা
ল জেল(া) মেদনীপুর মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীনবদ্বীপ মান্বা
ঁবৈস্টব/ দাস মান্বার পুত্র
জাতিয় কৃসী কৈবত্য/ পেসা
বিত্তিভোগী হাল সাং
দুআর/ খোলা পং কুঞ্জপুর
জেলা মেদনীপুর/ স্টেসেন
কেসপুর সবরেজস্টর
গোপলপুর—

(6.1.85 তারিখ সহ
ইংরেজিতে স্বাক্ষর)

কস্য একরারনামাপত্রমিদং কায্যনঞ্চাগে আমার ঁপীতামহাশয় দেনি হইআ তাহার/ দেন বিক্রীর দায়ে তদাংস ডেরপাই দেবর্ত্তরাদী স্তাবর অস্থাবর কতক সম্পর্ত্তি/নিলামে বিক্রীত হইয়া জাআয় তিহঁ মনঃরোগ অদ্য ১৮/১৯ বৎর্চ্ছর দেসা/ স্তরি হইআ নিরুর্দেশ থাকায় আমি তদবধি নাবালক অবস্তায় আমার মাতা/ ঠাকুরানি তাহার পীত্রালয়ে তথা প্রীতিপালন কোরিআছেন এর্ক্ষ্যনে/ আমি সাবালক হইআ পীত্রবাসে আশীআ অনুসন্ধান কোরিআ জানিলাম/ উক্ত ঁপীতামহাশয়এর দেন বিক্রীর নিলামের অবসীষ্ট দেবর্ত্যরের অর্পীত/ স্তাবর অস্থাবর চেতুয়া পরগনার ও জাহানাবাদ পরগণার গ্রাম হাযে নিম্নের লিখিত/তপস্বীল ও তৌহদ্দী স্তীতমতে স্থাবরসম্পত্তি মবলগে সাতাইস বিঘা ছয় কাঠা/ রহিআছে আপুনি জ্ঞাতি সকলের মোর্দ্ধে উপযুক্ত ক্ষ্যমবান বেক্তী ও

য্যবিবচক দেখিআ/অর্ন্নার্ন্ন স্বর্ব্বসরিকানের সনমোতি ও নিযুক্তমতে ঐ ভূম্যাদীর উৎপত্তি এবং/ রাজস্ব আদাএ ঁজিউর সেবাৎ ইতি পুর্ব্ব হইতে নিযুক্ত হইয়া সেবাদীর সর্ব্ব/ কায্য নির্ব্বাহ কোরিআ আসীতেছেন এক্ষ্যণে আমি আপনকার নিকট উপস্তীত/ হইয়া নিজাংস লয়নের ওভিজোগী হইলে আপুনি আমাকে সমুঝাইয়া দিলেন/ কিন্তু আমাকত্রৃক পৌত্রৃকধর্ম্ম উক্ত কুলদেবতার সেবাদী অংসমত নির্ব্বাহ করা/ ষুকোঠিন ও অচল হইবার সম্ভাবনা এবং আমার মাতামহ অপুত্র তিঁহ লোকা/ন্তরিত হইয়াছেন তাহার ত্যাগীয় সর্ম্পত্তিতে উত্রারিধিকারিও দখীলকার হইআ তথায়/ রহিয়াছি সেমতে পিত্রৃত্যাগীয় বাসে থাকিআ উক্ত ঁসেবাদী নির্ব্বাহ কোরিতে নিতান্ত/ অক্ষ্যম হইলাম আপুনি আমার খুড়তত ভ্রাতা হইতেছেন এবং পুর্ব্বাবধি সেবাদী করিয়া/ আসীতেছেন অতএব উক্ত ভূম্যাদীর মুল্য পঞ্চজনা ভদ্রলোকের অবধারিতে মং ৮৪ চুরাসী/ টাকা ও ভগ্ন ঁ জিউর পোক্তাঘর ও ইস্টেট আদীর মুল্য ১৫ টাকা একুনে ৯৯ নিরানব্যেই/ টাকা হইল তৎসম্পর্ত সকল আপনকার কত্তিত্যাধিনে ঁজীউর সেবার কারণ রহিল/ এক্ষ্যনে অত্র একরারনামা লিখীয়া দিতেছি ভবিস্যতে উক্ত দেবসেবার ভূম্যাদী সম্পত্তী/ সকলে কস্মীনকালে আমি কি আমার উআরিসানক্রেমে দানবিক্রয় কোন প্রকারে হস্তান্তর/ কি দাবি দাআ করিতে পারিব না জদী করি কিম্বা করে তাহা নামঞ্জুর ও অগ্রাঝ্য হইবেক/ আপুনি অদ্য হইতে আমার অংসের ঁসেবায় সত্যবান হইয়া উক্ত দেবর্ত্তর ভুমির সত্যাধি/কারি হইলেন আপুনি পুত্রপৌত্রাদী উয়ারীসানক্রেমে জোতিয়া জোতাইয়া ঁসোবা করিয়া/ ভোগ দখল করিতে রহেন প্রকাশ থাকে চেতুয়া পরগণার কৈগেড়া গ্রামে অক্ষয় পাত্রের জোতস্য দেবর্ত্তর কাঠা ও উক্তপরগণার কেসবচক ও খানখানচক গ্রামে লক্ষীনারান/ পাত্রের জোতস্য দেবত্তর্র সালীজমী বিঘা একুনে বিঘাজমী ঁপীতামহাশএর/ আমল হইতে জেমত ঁসেবায় দখল করিয়া আসীতেছেন তদানুসারে দখল করিতে/ থাকিবেন তৎজমীনের প্রীতি আমী কোন দাবি করি না এবং আমার উয়ারিস কেহ কখন/ দাআ কোরিতে পারিবে না এহার সেওায় সনামী কি বেনামি দেবর্ত্যর ও পৈত্রৃক/ভূম্যাদী ও ইস্টেট আদী জাহা আমার অনউপস্তীতে বেদখল হইয়া রহি/আছে তাহা দখল করিবার জন্য আপনাকে আমার সম্পূর্ণ ক্ষ্যমতা/ দিলাম আপুনি আদালত হাএে ও জেকোন উপাও অবলম্বনে/ তাহা দখল কোরিতে পারেন তাহা অবশ্য করিবেন তাহাতে জে কোন/ খরচ খরচা হয়

তাহা আপুনি দীবেন জে ভূমি বহাল করিবেন তাহায়/ঁ সেবার খরস (?) দখল করিতে থাকিবেন এতাবতানিয়মে অত্র একরার/পত্র লিখিআ দিলাম ইতি শন ১২৯১ সাল তারিখ ১৫ পৌষ*

[অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি মন্তব্য ও তিনটি স্বাক্ষর]

উপরে ও নীচে ডানদিকের মার্জিনে স্বাক্ষর— শ্র(ী)নবদ্বিপমান্না

নথিটির ডানদিকে কয়েকটি স্বাক্ষর—

শ্রীমুচিরাম মইতি
শ্রীলক্ষিনারান পাল সাকিম এরাটি
শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোড়ই সাং মদনমহনপুর
শ্রীগয়রাম পাত্র সাং মনহরপুর
শ্রীকৈলাষমণ্ডল শ্রীগোবিন্দ ধাড়্যা সাং এরেটী
শ্রীমুচিরাম মাইতি

* নীচের অংশ ছিন্ন

১৬.০ কব্‌জওয়াশিলপত্র

তুলট। ৩১ সেমি × ২১ সেমি। ১২৩১ বঙ্গাব্দ। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে টানা হাতে লেখা। আংশিক কীটদষ্ট।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

দুইআনা স্ট্যাম্প
(Embossment)

শ্রীচণ্ডিচরণ বন্দোপাধায়
সাং বাষুদেবপুর
এ রোসিদ প্রমাণ

মহামহিম শ্রীশ্রী ৺রাধাবিনদ জিউ।—
পরিচারক শ্রীযুত তারাচান্দ মাইতি ওলদে শ্রীযুত গয়ারাম মাইতি—
এবেনে শ্রীযুত গঙ্গারাম মাইতি সাং কামালপুর (পরগণে) চেতুয়া।—
জেলা মেদনীপুর বরাবরেষু—

লিখীতং শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা ওলদে ৺রামকল্প বন্দ্যোপাধ্যা(য়) এবেনে ৺কেবলরাম বন্দোপা(ধ্যায়)/ শাং বাষদেবপুর পরগণে চেতুয়া কস্য কবজ উয়াসীলপত্রমিদং বাঙ্গালা শন ১২৩১ বারসর্ত্ত একুত্রিষ শালাব্দা/লিখনং কাজ্জনঞ্চ আগে যুবে বাঙ্গালা চাকেলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনীপুর পরগণে চেতুয়া তরফ হবিব/পুরের মর্দ্দে মৌজে ভগবতীপুরের কুণ্ডে আমার মাতামহ ৺পঞ্চানন্দ মযুমদারের দওাদরুন (ছিন্ন)/ ওর তোমার সাবেক জোত বাবুদি একবন্দ দুই বিঘা তিন কাঠা একপদিকার অন্দরের/ আমার মাতামহর হিস্যা সাড়ে চৌদ্দ কাঠা ক্রেমাগত আমার ভোগদখল কাবেজে আছে/ এহার... ওায় জমি পূর্ব্ব খরদকী করিয়া লইয়াছ ঐ সাড়ে চৌদ্দ কাঠা জমির কাত মোট চুক্তী/মবলগে ২৯ উনতিস টাকা কির্মতে আপনকার নীকট বিক্রয় করিয়া বিমজ্জীম খরিদকী কওালা পড়া/ লিখায়া দিয়া ঐ কিমৎদরুণ নগদ রোক পরখসহি কলসীক্কা ২৯ উনত্রিষ টাকা বামাল দস্তবদস্ত/ আপনকার নীকট

১৬.০ কব্‌জওয়াশিলপত্র

বুঝিয়া পাইলাম পর্চ্ছাত ঐ টাকায় দাওানাস্তী কালকালাঙ আমি কীম্বা আমার/পুত্রপৌত্র আদি অথবা ও ভাই ভাওাদ এবং অন্য উয়ারিষআন তোমাকে এবং তোমার পূ.../ আদি আওলাদ লোকে ঐ টাকায় কেহ কখন দাওা করে কীম্বা করি সে নামঞ্জুর এবং আদালতে আগ্রাঝ্য এইতা (দা)র্থে আপন খুশীতে সাড়ে চোর্দ্দ কাঠার কীমৎ উনত্রিশ টাকা আপনকার/ নিকট বুঝিয়া পাইয়া কবজউয়াসীলপত্র লীখীয়া দীলাম ইতি সন ১২৩১ বার সর্ত্ত একত্রিষ সাল/ তারিখ ২২ বাইশা বৈশাখ—

ইসাদ

শ্রীমদন ভূক্তা
সাং ত....পুরী
শ্রীগদাধর (অস্পষ্ট)
শ্রীভরথ পাত্র
শ্রীজিতনারায়ণ সামন্ত
সাং কামালপুর
শ্রীশোরূপ শাতরা
সাং খুদিচক

ইসাদ

শ্রীলছমিনারায়ণ...
সাং বাষুদেব(পুর)

[অপর পৃষ্ঠায় দু'ছত্র লিপি]

(জান) কী নাথ ঘোষ তহবিলদার মোং ঘাটাল
জেলা হুগলি/ সন ১৮২৪/২ মে

১৭.০ এজাহারনামা

তুলট। ৩২ সেমি × ১৬.৫ সেমি। ১২২৪ বঙ্গাব্দ। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে পাঠযোগ্য লিপি।

শ্রীশ্রীরাম—
সন ১২২৪—

শ্রীকাসীনাথ রাউল
সাং জশাড়ি

মহামহিম জেলা মেদনিপুরের শ্রীযুতজজসাহেব—
বরাবরেষু—

লিখিতং মণ্ডলঘাট পরগণার চৌকী কলমীজোলের/ সামীলের মৌজে জশাড়ি গ্রামের গ্রাম চৌকীদার/শ্রীকাশীনাথ রাউলের এজেহার দরখাস্ত নিবেদন ১ স্রাবন/ বেলা পাচঘড়ি থাকীতে গ্রামের প্রধান শ্রীবেচারাম মাইতি/আমার নিকট জাইয়া কহিলেন আমার বৈমাত্র ভাই শ্রীবিন্দাবন/মাইতি ও শ্রীগোকুল মাইতি ও শ্রীলোচন মাইতি ও শ্রীকাশী মাইতি ও শ্রীমধু মাইতি এহারা আমার উপর খীলাপ জবরি করিতে উদ্যত হইয়াছিল/তুমি গ্রামের চৌকীদার তুমি আমার বা... হ তাহাতে আমি মাইতি/মযুকুরের বাটী জাইয়া দেখিলাম গোকুল মাইতি দীগর পাচজনা/ বেচারাম মাইতিকে কহিলেক যে মুক্ষাগীরির কী সনন্দ আছে তাহা আমাদিগে/ দেহ তাহাতে বেচারাম মাইতি কহিলেক কল্য ওনেক লোক ডাকাইয়া সনন্দ/ আদি জদি থাকে কল্য দিব তাহাতে গোকুল দিগর কহিলেক অর্দ্যই দিতে/ হইবেক এই কহিয়া গোকুল মাইতি লোচন মাইতি ও (বৃ)ন্দাবন মাইতি/ ও কাশী মাইতি ও মধু মাইতি এহারা পাচজনাতে বেচা.ন মাইতির বড়/ঘরের দ্বারের চাবি কুরালি দিয়া ভাঙ্গীয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পেটরা/দুইটা আর বাস্ক একটা বাহার করিয়া আনিলেক এবং ঘরের ভিতর/ ও ঘরের দ্বারে কাগজপত্র জে ছিল তাহা একটা গুণে পুরিয়া/লইলেক তাহাতে আমি দোহাই দস্তুর দিয়া ঐ পেটারা দুইটা ও বাস্ক/ও কাগজের গুণ আটক করিলাম আটক করিয়া কহিলাম আমি গ্রামে/চৌকীদার আমার নিকট

১৭.০ এজাহারনামা

জীনিস কোরক থাকীবেক তাহা না যুনিঞা/ গোকুল মাইতি দীগর পাচজনা আপন ২ ঘরকে ঐ শকল জীনিষ লইয়া/ গেল এবং বেচারাম মাইতির পুত্র রামমোহন মাইতিকে মারিপীট করে/তাহাও দেখিলাম মাফিক আএন হুযুরের হুকুম মতে এজাহার দরখাস্ত/ করিলাম ইতি সন ১২২৪ সাল তাং ২ শ্রাবণ—

ইসাদ—

শ্রীগোরাঙ্গ পাড়ই	শ্রীকানাই মাল
সাং জশাড়ি	সাং জশাড়ি

ব

১৮.০ বন্ধকনামা

তুলট। ২২ সেমি × ১৫.৫ সেমি। ১২৮১ বঙ্গাব্দ। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে স্পষ্ট লিপি।

শ্রীশ্রীহরিজী (উ)
সন ১২৮১ সাল তারিক

মহামহিম শ্রীযুত সির্দ্ধেস্বর মাইতি
মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীরাজু রাউত সাং পোনান পরগণে মণ্ডল/ ঘাট কর্স্য বন্দকনামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে/ আমিহ মহাসএর স্তানে সিমান্দারি চাকরান জমি/ একবন্দ সাতপুআ জমি তোমাকে এক সনের/ মত ৪ চারি টাকার হিসাবে দিলাম এহার কোন আপস্ত হয় তবে মহাসএকে মায় ষুদ টাকা হিসাব/ করিআ দিব ইস্বর না করে হাজা ও সুকা য়েহা/ বাদ দিব আমি এক সনের মত বেদখলি হইলাম (একটি শব্দ কেটে দেওয়া)/ এতদার্থে সাক্ষিগণ সাক্ষতায় মহাসএকে/ বন্দকনামা লিখিআ দিলাম ইতি নগদ টাকা লইআ/ সন ১২৮১ সাল

ইসাদ

শ্রীরামেশ্বর রাউত	(অস্পষ্ট শব্দ)
শ্রীকাসিনাথ লাএক (?)	শ্রীরাম পাত্র
সাং পাতন্দা	সাং পোনান

১৮.০ বন্ধকনামা

১৯.০ হুকুমনামা

১৯.০ হুকুমনামা
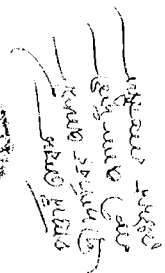
মিলের কাগজ। ২৮.৫ সেমি × ২৩ সেমি। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে স্পষ্ট লিপি।

শ্রীশ্রীহরি
সরণং

পর্ত্তনি তালুক/শ্রীদুর্গাবর
আচার্য্য/শাং সাগরদাঁড়ী
স্টেশন শাতক্ষীরা

(গোলাকৃতিমোহর)

শুভ হুকুমনামা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমার পর্ত্তনি তালুক/ স্টেশন ও সব রেজাষ্টারি তক্ষালকের এলাকাধিন লাট খারুইর/ অন্তঃগতো সঙ্করখালী নামক খাল বহু পূর্ব হইতে এবালিস/ অবস্থায় বেমেরামত ভরাট হইয়াছে কেবলমাত্র খালের চিহন/ বর্ত্তমান আছে ঐ খাল আমার পর্ত্তনি তালুকের অন্তঃগতো হইতেছে/ গ্রাম সোল আনার পক্ষে তুমি শ্রীত্রৈলক্ষনাথ কোদাইল/ মুখ্যা ও ভদ্রপ্রজা উক্ত খাল নিজ নিজ ব্যয়ে মৃত্তিকা খননে/ জল নিকায ও প্রবেষ জন্য মেরামত করিতে প্রার্থনা করায় গ্রাম ষোল/ আনার পক্ষ্যে অত্র হুকুমনামা লিখিয়া দিতেছী জে উক্ত খালের জলকর বিলীর দ্বারা জাহা আয় হইবে তাহা তোমরা গ্রাম সোল/ আনায় লইয়া গ্রাম্য উৎসবাদী নির্ব্বাহ করিবা উক্ত খাল মেরামত/ ইত্যাদীর ভার তোমাদের উপর রহিল এতদার্থ অত্র হুকুম নামা/ লিখিয়া দিলাম ইতি শন সন ১৩১৯ তেরো সর্ত্ত উনিষ সাল ৬ আশ্বীন

২০.০ অর্পণনামা

তুলট। ২৩.৫ সেমি × ২০ সেমি। ১২৪১ বঙ্গাব্দ। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ। আংশিক কীটদষ্ট ও জীর্ণ। কালো কালিতে, অস্পষ্ট হয়ে আসা লিপি।

৭ শ্রীশ্রীহরিস্ব—
সন ১২৪১ সাল

[Embossment]

শ্রীদয়ারাম দাষ বৈরাগী

মহামহিম শ্রীশ্রী ৺
বৃন্দাবনজীউ/ঠাকুরের
পরিচারক শ্রীযুতকৃষ্ণ/
প্রসাদ মার্দ্বা ওলদে ৺রাম
দুলাল মার্দ্বা এবনে ৺সনাতন
মার্দ্বা সাকিম/ এর‍্যাটী
পরগণে চেতুয়া বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীদয়ারাম
দাষ বৈরাগী/ওলদে
৺সরূপ দাষ বৈরাগী
এবনে/ ৺লছমন দাস
বৈরাগী সাকিম এর‍্যাটী

কর্ষ্য লাখরাজ বোষ্ণবত্তর দেবসেবার জন্য অর্পণনামা পত্রমিদং সন ১২৪১ একচল্লিস/ সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে চেতুয়া পরগণার এর‍্যাটী গ্রামে আমি ১১৭২ সালে ২২ আসাড়/ তারিখে সনন্দ পাইয়া এ নাগাদ পনের কাঠা জমি বলবান করিয়া আসিতেছি এক্ষণে/ আমার অন্তিম আসন্নকালে উক্ত ময়াজী কাঠা শ্রীশ্রী ৺বৃন্দাবন বিহারি জীউকে অর্পণ/ করিলাম আপনি ৺জীউর সেবা করিয়া ও আমার মৃত্যুর (পর) সদগোতি করিআ ভোগ দখল/করিতে রহেন তাহাতে কেহ দাবি করে তাহা বাতিল এতদর্থে সদজ্ঞানে বাহাল তবিয়তে/ আপন খুশিতে অত্র অর্পণনামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৪১ বার সর্ত্ত এক চল্লিষ সাল/ তাং ২৫ সে বৈসাখ—

২০.০ অর্পণনামা

ইসাদ

শ্রীমথুরমোহন ঘোষ

সাং খাঞ্জাপুর

শ্রীমহোন দাষ

সাং খাঞ্জাপুর

শ্রীলক্ষণ দাষ বৈষ্ণব

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দার

শ্রীছকুরাম দাষ দেবর্ষ্য

সাং মনোহরপুর

শ্রীনিমচরণ দাষ

সামন্ত

শ্রীহারুমণ্ডল

[অপর পৃষ্ঠে দু'ছত্র লিপি]

ইতি সন ১৮৩৪ সাল তারিখ ৯ আপেরল তহবিলদার শ্রীমদনমোহন দত্ত মোঃ কশবা-গোবিন্দপুর/ মতালকে জেলা হুগলি খরিদার শ্রী... মির্দ্দা দাস

২১.০ ডিক্রিপত্র

২১.০ ডিক্রিপত্র

মিলের কাগজ। ৩৫ সেমি × ২২ সেমি। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ। হালকা কালো কালিতে পাঠযোগ্য লিপি। আংশিক ছিন্ন। খণ্ডিত।

স্ট্যাম্প

ইংরেজিতে স্বাক্ষর

(ইংরেজিতে স্বাক্ষর) (দুর্বোধ্য)

২২ নং মোজাহেম
সন ১৮৬৩—

সোরকারি আদালতে দেওানী জেলা মেদনীপুর এজলাষ শ্রীযুৎ বাবু/ বেণীমাধব সোম রায়বাহাদুর জজ এশমন কজ (?) কোট প্রধান শদ বী.../ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইতি— সন ১৮৬৩ তা ৪ মেই— /শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাব চন্দ্র বাহাদুর— ডিক্রীদার/ ঠাকুরদাষ মান্না দেন্দার/ নন্দলাল মার্ন্না ও লক্ষীনারায়ণ মার্ন্না গৃহত্যাগী উদাশীন বেহারিলাল/ মান্না ও রমানাথ মান্না নাবালগের মাতা ও রক্ষ্যক শ্রীমতী গুপীনীদাসী/ও শ্রীনাথচন্দ্র মান্না ও শ্রীবেচারাম মান্না সর্ব্ব সাং এরাটী পং চেতুয়া/ মোজাহেমার/ অদ্য এ মোকর্দ্দমা ডিক্রীদারের উকীল বাবু নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ ও মোজাহেমের উকীল মুনশী গোরাচান্দ চন্দের সাক্ষ্যাতে উপস্থীত/ হইয়া প্রকাশ হইল জে ডিক্রীদারের চেতুয়া পরগণার এরাটী গ্রামের/ মোজাহেমী দরখাস্তের লিখীত ৭/ বিঘা ভূমী মায় তৎস্থীত/ (অস্পষ্ট) ও পুস্কন্নী আদী ১৩ দফা জায়দাদ জে দেন্দারের/ করার করিয়া ক্রোক করাইয়াছে তন্মধ্যে ১ নম্বর নাগাদ/ ৮ নম্বর জায়দাদের মধ্যে দেন্দারের অংশ এক আনা বাদে/ বাকী নন্দলালের অংশ রকম ১৫ আনা ও লক্ষী নারায়ণ ও গুপীনী/ ও শ্রীনাথের অংশরকম এক আনা হিশাবে তিন আনা ও বেচারামের/ অংশরকম চারি আনা একুনে ১৫ আনা অংশনামামতে মোজাহেম/দের ভোগদখলের বস্তু থাকা দেন্দারের কোন স্বত্ব না থাকা ও ৯ নম্বর (পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা খণ্ডিত)...।

(ফারসি লিপি)

সংযোজনী

এক

চুক্তিপত্র। ১১০৩ বঙ্গাব্দ। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ
সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল/ মহাসহেষু লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও/ নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে/ করার করিলাম জে কিছু বারে (= কারে?) সুনা/ রগায় ও গয় খ (?) রিকরি সকরাত ২ দ্ব (= দু)/ই রূপাইআ করিয়া আরত দলালি লইব/ আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি/ অমে করা (র) পত্র দিলাম স ১১০৩ তং (তাং) ১৪ আ/গ্রান—
(ডান দিকে উপরে আড়াআড়ি স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

১১০৩ বঙ্গাব্দে (১৬৯৬ খ্রি.) লেখা চুক্তিপত্রটি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে উদ্ধার করেন আরও কয়েকটি পুরানো কাগজপত্রের সঙ্গে। এত পুরানো গদ্যলিপি নিতান্তই দুর্লভ। এই ধরনের মোট ৭টি কাগজ তিনি উদ্ধার করে সেগুলির পাঠ ও প্রাসঙ্গিক টীকা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৩য় সংখ্যায় 'ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজপত্র' নামক রচনায় প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে একটি হল লালচন্দ্র ও নন্দলালের ভণিতায় একটি গান ও অন্য আর একটিতে লালকালিতে লেখা কয়েকটি মন্ত্র। বাকি পাঁচটির মধ্যে দেখা যায়— আঠারো শতকের গোড়ার একটি চিঠি— যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনও কর্মচারীর লেখা; ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরের 'শ্রীগুরুবক্‌স রোডার' কর্তৃক কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারীর উদ্দেশ্যে লেখা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি যার মধ্যে বাংলার সুবাদার ও কোম্পানির কর্মচারীর মধ্যে বাণিজ্য ও শুল্ক আদায়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের আভাস বর্তমান; আঠারো শতকের শেষভাগে হরিপালের আমিন ও

চুক্তিপত্র

গোমস্তাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে লেখা একটি হুকুমনামার বঙ্গানুবাদের মুদ্রিতরূপ— যেটি নাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড 'A true Translation' বলে H.B.H অক্ষর তিনটি লিখেছেন; 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত' নামে একটি গল্প এবং ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'শ্রীকৃষ্ণদাস' ও 'নরসিংহ দাসের' লেখা চুক্তিপত্রটি। ন'ছত্রের এই চুক্তিপত্রটি মি. গে (মিত্রি গই) ও মি. গারবেলের (মিত্রি গারবেল) উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। চিঠিটির অপর পৃষ্ঠায় 'The Bramanies carackter/ from Dacca the Metropolis of/ Bengall in the East Indies' লেখা। আচার্য সুনীতিকুমার এই গুরুত্বপূর্ণ বাংলা চিঠিটি সম্পর্কে লিখেছেন— "খ্রিঃ ১৬৯৬ সালের এই চুক্তিপত্রখানি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। ধর্ম সাক্ষী করিয়া একরার-পত্র দেওয়া হইতেছে।... অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের দিকে কোনও কৌতূহলী ইংরেজ প্রাচ্যলিপি বিশেষের ('ব্রাহ্মণী' অর্থাৎ হিন্দু লিপির) নিদর্শন হিসাবে এটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১০)।" পরবর্তীকালে এই চুক্তিপত্রটির আলোচনা প্রকাশিত হয় মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা' (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃঃ ১৫১-১৬৫) গ্রন্থে। আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ সবদিক থেকে যথার্থ ছিল না বলে ওই আলোচনায় বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের পাঠটি নিম্নরূপ : 'শ্রীকৃষ্ণ/ সাখি শ্রীধর্ম্ম/ শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল/ মহাসহেযু লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস উ/ নরহিংস দাস আগে আমারা দুই লুকে/ করার করিলাম জে কিছুবারে সুনা/র গায় উ গরখরি করি সকরাত ২ দ্ব (=দু)/ ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব/ আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি/অমে করা [র] পত্র দিলাম স ১১০৩ তেং ১৫ আ/গ্রান—' পত্রের ডানদিকে উপরে নামস্বাক্ষর— 'শ্রীকৃষ্ণদাস উ নরসিংহ দাস'। সার কথা হল, ধর্ম সাক্ষী রেখে কৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস গে সাহেব ও গারবেল সাহেবের নিকট এই 'করার' করে যে কিছুদিন তারা সোনার গাঁয়ে শতকরা দু'টাকা আড়ত দালালি নেবে, আর কিছু নেবে না। আজ থেকে তিনশো দশ বছর আগে লেখা এই গদ্যলিপিটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটি শব্দের অর্থ এইরকম—করার- (ক্বরার, আ.) শর্ত, চুক্তি। দায়া- (দ'ওয়া, আ.) দাওয়া, দাবি। দালালি- (দলাল, আ.,+ই) মধ্যস্থতা (Broker)। সুনারগা- সোনার গাঁ। সকরাত- শতকরা। লুকে- লোকে। সাখি- সাক্ষী। দেবতাকে সাক্ষী রাখার রীতির প্রমাণ দেখা যায় বহুক্ষেত্রে।

দুই

রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায়ের স্বাক্ষরিত হাওলাৎ রসিদপত্র। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ।*

প্রাণাধিক—	লিখিতং
শ্রীজুত রামমোহন রায়	শ্রীজগমোহন রায়
ভাই জীউ পরম কল্যাণবরেষু	(স্বা) শ্রীজগমোহন রায়

হাওলাত রসীদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি তোমার স্থানে মবলগে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকা কজ্জ লইলাম মবলগ মজকুর ফিস ও ১ একটাকা হিসাবে যুদ সমেত সন ১২১২ সালে দিব মবলগ মজকুর মোকাম মেদনিপুরে শ্রীমোহন পোতদারে(র) তহবিল হইতে পাইয়া হাওলাত রসীদ লিখিয়া দিলাম ইতি

সন ১২১১ সাল   তারিখ ৩ ফাল্গুন

রাজা রামমোহন রায়ের পিতৃদেব রামকান্ত রায়, ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর একটি দান-বন্টনপত্র সম্পাদন করে জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন রায়কে লাঙ্গুলপাড়ার বসতবাটির অর্ধেক, মেদিনীপুর জেলার হরিরামপুর তালুক ও আরও জমি; মধ্যমপুত্র, জগমোহনের সহোদর রামমোহনকে লাঙ্গুলপাড়ার বসতবাটির অর্ধেক, কলকাতার জোড়াসাঁকোর একটি বাড়ি ও আরও ভূ-সম্পদ এবং কনিষ্ঠপুত্র (কনিষ্ঠা স্ত্রী রামমণি দেবীর পুত্র) রামলোচনকে দিয়েছিলেন রঘুনাথপুরের বসতবাড়ি ও ভূ-সম্পদ। রামকান্ত নিজে রেখেছিলেন বর্ধমানের বাড়ি, কিছু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তাৎকালিক বর্ধমান জেলার খাসমহল ভুরশুট পরগনার ইজারা ও বর্ধমানরাজের জমিদারির দুটি পরগনার ইজারা। এর

* 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের উপাদান', শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, ('প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃ. ৮৫৩)।

ঃ রসিদপত্র

কিছুদিন পরে রামলোচন তাঁর মা রামমণি দেবীকে নিয়ে পৈতৃক রাধানগরের বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি ত্যাগ করে।

একসময় ভুরশুট পরগনা ও হরিরামপুর তালুকের খাজনা বাকির দায়ে পিতাপুত্র রামকান্ত ও জগমোহন যথাক্রমে কারাবরণে বাধ্য হন এবং বকেয়া শোধের জন্য কিস্তিবন্দী করেন— পৃথকভাবে। প্রথমে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ভুরশুটের খাজনা ২৮৫১ টাকা ৬ আনা বাকির জন্যে রামকান্তকে বর্ধমানের দেওয়ানি জেলে আটক থাকতে হয়। পুত্র জগমোহন তাঁর জামিন হন এবং তিনি ১৮০১ এর অক্টোবরে মুক্তি পান। এরপর, হরিরামপুর তালুকের বকেয়া খাজনা ৯৬০০ টাকার জন্যে ১৮০১ এর জুন মাসে জগমোহনকে দেওয়ানি জেলে বন্দি করা হয়। তালুকটি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। সে টাকাতেও দেনা শোধ হল না। বাকি থাকে ৪৪৫৮ টাকা ৩ আনা ২ পয়সা। দু' বৎসর কারাবাসের পর জগমোহন মেদিনীপুরের কালেকটারের সঙ্গে এই রকম চুক্তি করলেন যে, তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি এক হাজার টাকা নগদ শোধ করবেন আর বাকি টাকা তিনি মাসিক দেড়শো টাকা হিসেবে শোধ দেবেন। জেল থেকে বেরিয়ে (১৮০৪ এর ১৪ বা ১৬ ফেব্রুয়ারি) জগমোহন মেদিনীপুরের জনৈক মোহন পোদ্দারের মারফত রামমোহনের নিকট থেকে এক হাজার টাকা ঋণ নেন এবং ১২১১ বঙ্গাব্দের ৩ ফাল্গুন একটি হাওলাৎ-রসিদ লিখে দেন। সেই সময় রামমোহন মুর্শিদাবাদের রেজিস্ট্রার উডফোর্ড সাহেবের মুন্সির পদে কর্মরত। এখান থেকেই তাঁর 'তুহ্‌ফৎ-উল্‌ মুওয়াহিদ্দিন' বা 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

১৭৯৬-তে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পেয়ে রামমোহন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চলে আসেন ১৭৯৭-তে। এখানে এসে তিনি শুরু করলেন তেজারতি ব্যবসা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের চড়াসুদে টাকা ধার দিয়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও কলকাতার কাছাকাছি দুটি বড় তালুক ক্রয় করেছিলেন, যা থেকে প্রতি বছর তাঁর আয় হত প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। বোঝা যায়, সে সময় রামমোহন কলকাতার এক বিশিষ্ট ধনাঢ্য মহাজন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়কেও তিনি বিনা স্বার্থে টাকা ধার দেননি। এজন্যে তিনি রীতিমতো সুদ দেওয়ার নির্দেশও দিয়ে রেখেছিলেন। জগমোহনের স্বাক্ষরিত ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের এই রসিদপত্রটি রামমোহনের জীবনী বিষয়ে অনুসন্ধানরত আগ্রহীদের কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে মনে হয়।

তিন

জরখরিদগিপত্র [কবালাপত্র] তুলট। ২৫ সেমি × ১৫ সেমি। ১২১৩ বঙ্গাব্দ। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ। কালো কালিতে সূক্ষ্ম কলমে, অতিকষ্টে পাঠযোগ্য লিপি। নীচের কয়েকটি বর্ণ কীটদষ্ট।

শ্রীশ্রীহরিজী

(ট্রেজারি মোহর)
Embossment

(স্ট্যাম্প অফিস মোহর)
শ্রীবলরাম চক্রবত্তি
সাং খাঞ্জাপুর

শ্রীশ্রীসালগ্রামজীঠাকুর

পরিচারক ষুস্তি সকল মঙ্গলালঅ শ্রীরামদুলাল মান্না/ওলদে ঁসোনাতন মান্না এবেনে ঁমনোহর মান্না সাং আর‍্যাটী/পরগণে চেতুয়া তরফ দুবরাজপুর জেলা মেদিনিপুর লিখিতং/শ্রীবলরাম চক্রবর্তি ওলদে ঁনিমাই চক্রবর্ত্তি ঁএবেনে ঁজগতরাম/চক্রবর্ত্তি শ্রী অক্ষয়রাম চক্রবর্তী ওলদে ঁলছিমি নারান চক্রবর্ত্তি/এবেনে ঁনিমাই চক্রবর্ত্তি সাং খাঞ্জাপুর পরগণে চেতুয়া চাকলে/বদ্ধমান জেলা মেদিনিপুর কস্য জরখরদকি পত্রমিদং সন ১২১৩/সন বার সর্ত্ত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চ আগে ঐ পরগণার/মৌজে আর‍্যাটী গ্রামে আমারদের পৌত্রিক ব্রহ্মর্ত্তর একবন্দ/ব্রর্হ্মডাঙ্গাতে সালিজমি সাত কাঠা আর একবন্দ শ্রীসঙ্কর মাইতি/র বাটীর নিচে উর্ত্তর দিগে চোদ্দকাঠা একুনে এক বিঘা/এক কাঠা ইহার মাপ কমি পাচকাঠা বাদে বাকী সোলকাঠা/জমি

জরখরিদগিপত্র [কবালাপত্র]

আমরা আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক খোষ রেজাবন্দিতে বিনা/জবরিতে তাজা সরিরে বহাল তবিঅতে তোমার হস্তে মোকরোর/বাঅনক্ত(?) সিক্কা পরকসহিত্তান পুরা ১০ দষ টাকাতে বিক্র/অ করিলাম নগদ টাকা দস্তবদস্ত বেবাক বুঝিয়া পাইলাম/ঐ জমি মযুকুরের সত্তাধিকারি অদ্যাবধি তুমি হইলে ঐ জমি/মযুকুরের সহিত আমারদের কিছু এলাখা নাঞ্রী কালকালান্ত/আমি কিম্বা আমারদের পুত্র পৌত্রাদি এবং ওয়ারিসান কেহ/কখন দাওা করে সে দাওা বাতিল তুমি জমি মযুকুরী যুতিয়া/জোতাইয়া শ্রীশ্রী জীউয়ের সেবা করিআ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে/ভোগ দখল করহ ঐ জমি জাদি কেহো আটক করে আমি খোলাষ/করিআ দিব ঐ জমির সহিত আমারদের দাওা নাঞ্রী এতদার্থে/(ন)গদ টাকা দস্তবদস্ত পাইআ ... সালি(জ)মি কওালা লিখি/আ দিলাম ইতি সন ১২১৩ সালতা... ২৭ ভাদ্র—

৭ শ্রীমনত মান্না সাং কামালপুর	শ্রীক্রপাবান সাত সাং আর‍্যাটী	শ্রীনিতাই দোলই সাং আরাটী

[পাশে স্বাক্ষর]

(অস্পষ্ট)	শ্রীনকোড় দেবসর্ম্মনা সাং খাঞ্জাপুর	শ্রীমধুসূদন চক্র(ব)ত্তি (সাং) খাঞ্জাপুর

ইসাদ

শ্রীশান্তিরাম পারিআল সাং মনহরপুর	শ্রীকিনু মান্না সাং আর‍্যাটী	শ্রীশত্রুঘন দেবসর্ম্মনা সাং পদ্যামপুর [উপরে স্বাক্ষর]
শ্রীবলরাম সাহা সা(ং) আ(র‍্যা)টী	শ্রীসোনাতন .... সাং আর‍্যাটী	শ্রীব্রজমহন চক্রবত্তি সাং খাঞ্জাপুর
শ্রীজগমোহন দেবসর্মা সাং খাঞ্জাপুর	শ্রীঅক্ষয়রাম সর্ম্মা চক্রবত্তী সাঃ খঞ্জাপুর	

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই রহস্যময় কবালাপত্রটিতে আছে সর্বমোট তেরোজন ইসাদ বা সাক্ষীর সই। অর্থাৎ 'শ্রী বলরাম চক্রবর্তি', তাঁর ষোলো কাঠা জমি 'রামদুলাল মান্বাকে' বিক্রি করার জন্যে দলিলে স্বাক্ষর করতে তেরো জন সাক্ষী কীভাবে হাজির করেছিলেন সে এক বড় কৌতুকের বিষয়। হয় 'চক্রবর্ত্তি' মশাইয়ের জমিটিকে কেন্দ্র করে নানা বৈষয়িক গন্ডগোল ছিল, নতুবা জমিটি বিক্রিতে তিনি হয়তো তেমন আগ্রহী ছিলেন না, 'মান্বা' মশাইয়ের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি বিক্রিতে রাজি হন, কারণ 'মান্বা' মশাইয়ের কাছে জমিটি বেশ জরুরি ছিল, অর্থাৎ 'পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা'-র ঘটনা হয়তো। শুধু 'হরিজী'-তেই হয়নি, 'সালগ্রামজী ঠাকুরকেও' বসাতে হয়েছে দলিলের শীর্ষদেশে— যাতে বক্তব্য আর জমির উপর অধিকার বেশ জোরালো হয়।

কবালাপত্র। তুলট। ৩৭.৫ সেমি × ২০.৫ সেমি। ১২৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৮২৬ খ্রি.। কালো কালিতে লেখা। কতকাংশ কীটদষ্ট।

[সাত লাইন ফারসি লিপি]

শ্রীকীষ্ণ
প্রত্তনকর্ত্তা

[কালো কালিতে গোলাকৃতি মোহরে তিন লাইন ফারসি লিপি]

শ্রীমুক্তরাম চক্রবর্ত্তি
সাং মলঞ্চ পং বরদা
এ কঅলা প্রমাণ ইতি

যুস্তীসকল মঙ্গলালয়। শ্রীযুত সেক দেবিরুর্দ্দি মহর্ম্মদ/ওলদে শ্রীযুত সেকগোলাম জেলানি ইবনে ঁআছনুর্দ্দি কাজী/হাল সাকীম কসবা পরগণে জাহানাবাদ চাকলে বর্দ্ধমান জেলা হুগলি বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীমুক্তারাম চক্রবর্ত্তী ওলদে ঁভবানী চক্রবর্ত্তী ইবনে ঁচন্দ্রমণি/চক্রবর্ত্তী সাকীম মালঞ্চ পরগণে বরদা চাকলে বর্দ্ধমান জেলা হুগলি কষ্য জমী/খরদকী কওালা পত্রমিদং বাঙ্গলা সন ১২৩৩ বার সর্ত্ত তেত্তীস সালাব্দে লিখনং/কায্যঞ্চা আগে যুবে বাঙ্গলা জেলা হুগলি পরগণে বরদা মৌজে পান্বা গ্রামে ঘোলকুণ্ডে/আমার দখলের পৌত্রিক ব্রহ্মর্ত্তর শ্রীগনেস মালের জোত বাবুদি একবন্দ..../জমি চৌর্দ্দ কাঠা এহার চৌহর্দ্দি .... (ছিন্ন) ... জোত শ্রী...../মাইতি দক্ষীন তরফ মালখানার জোত কাসীরাম মাল এইসকল চৌহর্দ্দির/মর্দ্ধে ক্রমাগত আমার ভোগদখল কবজে আছে এক্ষেনে আমার রিনি হাল/অপ্রতুল প্রযুক্ত কারণ আপন সের্চ্ছাপূর্ব্বকে বিনা জবরানে বেগর

কবালাপত্র

কায়দায় খোস/তবিঅতে ষুর্দ্ধ অন্তকরণে ঐ চোদ্দ কাঠা জমীর কীমত ভালমনষ্য ভদ্রলোক/থাকীআ মোট চুক্তী মবলক কলসির্ক্কা ২২ বাইস টাকা কাম ...দস্ত/বদস্ত আপনার নিকট আমীহ বুঝিয়া লইলাম ঐ জমি মযুকুরের সহিত কালকালাঙ/আমার আওলাদ ক্রমে কোন স্মঙার্থ নাই তুমিহ আজীকার তারিখ হইতে ঐ জমিনের/সাবেক চতুসিমা আমুল মামুলমতে দখলকার হইআ মালিকান ষুরূত দান বিক্রয়ের স্বঙার্থ/কার হইআ আপন একত্যার মাফিক নিজজোত কীম্বা প্রজাবিলি জোতাইয়া ঐ জমিনের/মযুকুরে আপনার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ কালকালাঙ তোমাকে/এবং তোমার পুত্র পৌত্রাদি আওলাদ লোককে আমী কীম্বা আমার পুত্র পৌত্রাদি অথবা/ভাই ভায়াদ ও অন্য উয়ারিশান কেহো কখন এ জমিনের মাযে মুজাহেম হইআ দাওা করে/কিম্বা করি সে নামঞ্জুর এবং আজীকার তারিখের পূর্ব্ব/ঐ জমিনের খরদকী কওালা ও দানপত্রাদি/অন্য কাহাকেয় দি নাই এই রকম উরেফ(?) দিয়া কেহো কখন মামেমুজাহেম হয় খেলাপ এবং.../আমার জীর্ম্মা এতদার্থে আপন খুসিতে নগদরোক বাইস টাকা দাম লইয়া চৌর্দ্দকাঠা/জমী আপনকার নিকট বিক্রয় করিয়া কওালাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তাং ৮.....

...সন রূপেয়া

খরিদার শ্রীযুত সেকদেবিরুর্দ্দি/মহমদ হাল সাকীম কসবা পরগণে জাহানা/বাদ জমি চৌদ্দ কাঠার কাত দাম/সির্ক্কা— ২২৲

উয়াশীল নিজরোক

ওং খোদ সির্ক্কা—২২৲

ইসাদ	শ্রীমুক্তারা/ম	শ্রীকুচিলরাম চক্রবতি
শ্রীকাসিরাম....	চক্রবতি বাই/শ টাকা	সাং পান্বা
শ্রীগনেস মাল	বেবাক/পাইলাম ইতি	
শ্রীপেলারাম মাজী		
সা পান্বা পং বরদা		

ইসাদ [স্বাক্ষর ছিন্ন] শ্রীজনার্দ্দন চক্র

শ্রীরামহরি দত্ত (ব) র্ত্তি সাং মালঞ্চ

সাং বেলাঘাট

পরগণে চেতুআ

সময়কাল ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার সমাজজীবনে যেসব কঠোর অনুশাসন চলিত ছিল, তার অন্যতম হচ্ছে, কোনও অবস্থাতেই হিন্দুর সম্পত্তি যেন মুসলমানের হাতে না যায়। আসল ব্যাপারটি ছিল, অভাবগ্রস্ত মানুষকে সুকৌশলে আরও বিপন্ন করে তার জমি কমদামে কিনে নেওয়ার এ এক 'মৌলবাদী' মানসিকতা। অবশ্য এতরকম কায়দাকানুন করলেও বর্ণহিন্দু সমাজপতিরা হিন্দুর জমি মুসলমান ক্রেতাকে কিনে নিতে বাধা দিতে পারেননি সবসময়। এমন বহু 'কবালা' দেখা গেছে, যেখানে বিক্রেতা হিন্দু ব্রাহ্মণ, ক্রেতা মুসলমান। আলোচ্য দলিলটিও তো সেই ধরনের দৃষ্টান্ত। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই 'কবালা'টিতে দেখা যাচ্ছে, সুবে বাংলার জেলা হুগলির (বর্ধমান চাকলা) বরদা পরগনার মালঞ্চ গ্রামের শ্রীমুক্তারাম চক্রবর্ত্তী তাঁর চোদ্দো কাঠা জমি বাইশ টাকা মূল্যে বিক্রি করেছেন হুগলি জেলার জাহানাবাদ পরগনার কসবা গ্রামের 'শ্রীযুত সেক দেবিরুদ্দি মহর্ম্মদ'-কে।

পাঁচ

শেয়ার সার্টিফিকেট

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চল থেকে সেকালে কলকাতা যাতায়াত করতে হলে ঘাটাল থেকে শীলাবতী নদীপথ বেয়ে রূপনারায়ণ হয়ে গেঁওখালি দিয়ে ঘুরে হুগলি নদী হয়ে যেতে হত। কলকাতায় সেই জলপথের কেন্দ্র ছিল আরমেনিয়ান ঘাট, আর ঘাটালের বন্দরটি ছিল শহরের ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের কাছের অঞ্চলটি— বর্তমান ভাসাপুলের কিছুটা উত্তরে। ঘাটাল-কলকাতার নদীপথে যেসব স্টপ ছিল, তাদের মধ্যে প্রতাপপুর, বন্দর, পানশিউলি, গোপীগঞ্জ, বাক্সীহাট, মানকুর, জশাড়, শ্রীবরা, গোপালনগর, কোলাঘাট, পানিত্রাস, দেনান, তমলুক, গেঁওখালি, নুরপুর, ফলতা, রায়পুর, উলুবেড়িয়া, বাউড়িয়া, বজবজ, শাঁকরাইল ইত্যাদি ছিল। এই ক্ষুদ্রাকার নদীবন্দরগুলি দিয়ে জলপথে বেশ কিছু মানুষ কলকাতা যাতায়াত করতেন। এইসব স্থানে ছিল বিভিন্ন জলপথ পরিবহণ সংস্থার টিকিটঘর, মালঘর, চেকিং অফিস ইত্যাদি। স্টিমারযোগেই এই পরিবহণ ব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তীকালে হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথ চালু হলে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি জেলার শীলাবতী ও রূপনারায়ণ তীরবর্তী এলাকার মানুষ ঘাটাল থেকে গোপীগঞ্জ হয়ে স্টিমারে এসে কোলাঘাটে নেমে ট্রেন ধরে হাওড়া যাতায়াত শুরু করেন। দুটি জাহাজ কোম্পানি ঘাটাল-কোলাঘাট জলপথে পরিবহণ ব্যবসায় চালাত। একটি ছিল বিদেশি 'হোরমিলার কোম্পানি' পরিচালিত 'ক্যালকাটা নেভিগেশন কোম্পানি', অপরটি হল একটি স্বদেশি কোম্পানি 'দি ঘাটাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি'।

স্বদেশি কোম্পানিটির উদ্ভব হয়েছিল ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ঘাটাল শহরাঞ্চলের কয়েকজন স্বদেশপ্রেমী মানুষের আগ্রহাতিশয্যে। 'ইন্ডিয়ান

THE

Ghatal Steam Navigation Company, Limited.

রেজেষ্টার্ড অফিস—ঘাটাল।

(Incorporated under the Indian Companies Act of 1913)

ঘাটাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, লিমিটেড।

মূলধন—এক লক্ষ টাকা

দশ টাকা মূল্যের ১০,০০০ অংশে বিভক্ত

সার্টিফিকেট নং শেয়ার নং হইতে

তারিখ

ডিরেক্টরগণ।

The Ghatal Steam Navigation Company, Limited.

শেয়ার সার্টিফিকেট

কোম্পানিস অ্যাক্ট ১৯১৩' অনুযায়ী জনসাধারণের মধ্যে দশ টাকা মূল্যের দশ হাজার শেয়ার বিক্রি করে এক লক্ষ টাকা মূলধনের ভিত্তিতে কোম্পানিটি তৈরি হয়। তার রেজিস্টার্ড অফিস ছিল ঘাটাল শহরের মধ্যেই, পরে যে বাড়িটিতে মহকুমা কৃষি দপ্তর হয়, সেখানেই। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের শামিল হয়েছিলেন ঘাটালের তাৎকালিক বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী মানুষেরা। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা বোর্ড অব ডিরেক্টরস গঠন করে জনসাধারণের মধ্যে শেয়ার বিক্রি করে যে টাকা সংগ্রহ করেন তাতে দুটি স্টিমার ও একটি মোটর লঞ্চ ক্রয় করেন। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক এক শিক্ষিত ও জলযানবিষয়ক যন্ত্রকুশলী ঘাটালবাসী।

১৯২৫ সালে কাজ শুরু করার পর স্বদেশি এই স্টিমার কোম্পানি দুটি সমস্যার মুখোমুখি হয় ১৯৩০ সাল নাগাদ। মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযান ও লবণ আইন আন্দোলনের সময় সারা মেদিনীপুরের সঙ্গে ঘাটাল মহকুমাও তখন উত্তাল। ওই বছরের ৬ জুন ওই মহকুমার দাসপুর থানার দুই অত্যাচারী অফিসার ভোলানাথ ঘোষ ও অনিরুদ্ধ সামন্ত, দাসপুরের চেঁচুয়ার জনসমাকীর্ণ হাটে প্রকাশ্য দিবালোকে এক বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে নিহত হন। মেদিনীপুরের তাৎকালিক পুলিশ সুপারের নির্দেশে চেঁচুয়ায় গুলি চলে, নিহত হয় ১৪ জন মানুষ। ঘাটাল মহকুমার গ্রামে গ্রামে চলে ব্রিটিশের অকথ্য নির্যাতন। এর প্রভাব পড়ে ওই স্বদেশি জাহাজ কোম্পানিটির উপর। এর কর্মকর্তাদের গতিবিধির উপর গোপনে নজর রাখার ব্যবস্থাও ব্রিটিশ শাসক করেছিল; তাদের ধারণা ছিল, শেয়ারের বাণিজ্য করে কর্মকর্তারা হয়তো বিপ্লব করে চলেছেন তলে তলে। আর একটি আঘাত এল কোম্পানিটির উপরে, আর সেটিই ছিল ভয়ঙ্কর।

পূর্বে উল্লিখিত বিদেশি 'হোরমিলার কোম্পানি'-র পরিচালনাধীন 'ক্যালকাটা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি' একসময়ে ঘাটাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। ঘাটাল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্বাদেশিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডাররা সকলেই প্রায় ওই মহকুমার রামজীবনপুর, জাড়া, ক্ষীরপাই, নাড়াজোল, ক্ষেপুত, দাসপুর, কৈজুড়ী, চন্দ্রকোণা, সোনাখালি, ইত্যাদি অঞ্চলের পরিচিত মানুষ হওয়ায় যাত্রীসাধারণ বিদেশি হোরমিলার কোম্পানির স্টিমারের চেয়ে ঘাটাল কোম্পানির জাহাজে যাতায়াত করতে থাকেন বেশি করে। ফলে হোরমিলার

কোম্পানির স্টিমারে যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, উপার্জন কমে যায়। এর ফলে বিদেশি কোম্পানিটি ঘাটাল কোম্পানির নানাভাবে ক্ষতি করতে উঠে পড়ে লাগে। যেমন স্টপ ছাড়া যত্রতত্র স্টিমার থামিয়ে যাত্রী তুলে নিতে থাকে, স্বদেশি ঘাটাল কোম্পানির পথ আটকে দেয়, কিংবা যাত্রী তুলতে যখন ঘাটাল কোম্পানির স্টিমার ব্যস্ত থাকে, তখন তাকে এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে যায়, যাতে প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় ঘাটাল কোম্পানির লঞ্চ বা স্টিমারের ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়। তাৎকালিক ঘাটাল মহকুমাশাসক ১৯৩০ সালে এক আদেশ জারি করে বিদেশি কোম্পানিকে হুঁশিয়ার করে দিলে, কোম্পানির কর্মকর্তারা হাইকোর্টে মামলা করে ডিক্রি পায়। ফলে তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ঘাটাল কোম্পানির অবস্থা হয় শোচনীয়।

ঘাটাল কোম্পানির লঞ্চ ও স্টিমারগুলি ছিল আকারে বিদেশি কোম্পানির জলযানগুলির তুলনায় ছোট ও অদক্ষ। কেবলমাত্র সততা, আদর্শবোধ ও অটুট মনোবলের সাহায্যেই তাঁরা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে লড়ে যেতে থাকেন। এই সময় ১৯৩১ সালের শেষের দিকে ঘটল এক মারাত্মক দুর্ঘটনা। কোলাঘাট থেকে বিদেশি কোম্পানির স্টিমার 'অম্বা' ছেড়ে যাওয়ার পর, ঘাটাল কোম্পানির লঞ্চ 'শীলাবতী' যাত্রী নিয়ে যেই এগিয়ে যাবে, তখনই অম্বার বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে কোলাঘাটের অপর পারে নাউপালার এক চড়ার ধাক্কায় 'শীলাবতী' একদিকে বেঁকে যায়, ফলে দু'জন যাত্রী মারা যান। এই ঘটনাটি যাত্রীসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করে। এরপর সরকারপক্ষ থেকে ঘাটাল কোম্পানির বিরুদ্ধে যাত্রীদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে, জনমত গঠনের উদ্যোগ চলে। কিন্তু ঘাটাল কোম্পানি যে এতে আদৌ পিছিয়ে পড়েছিল, তা নয়। বরং বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার জন্যে বড় আকারের স্টিমার ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ নতুন করে মূলধন সংগ্রহ শুরু করে। এই স্বদেশি জাহাজ কোম্পানিটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে উদ্যোগ, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামে (রূপনারায়ণ নদের পূর্ব তীরে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের অপর তীরে) এগারোশো টাকা দিয়ে কিছুটা জায়গা ক্রয় করেন, সেখানে নিজের মনের মতো করে তৈরি করান দোতলা, টালিতে ছাওয়া বাড়ি, বাগান, পুকুর, ঘাট

ইত্যাদি। সেই সস্তাগণ্ডার বাজারে তাঁর ব্যয় হয়েছিল প্রায় সতেরো হাজার টাকা। রূপনারায়ণ নদের তীরে কথাশিল্পীর নতুন বাড়ির কাছেই ছিল ঘাটাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির একটি স্টপ বা ঘাট— যাত্রীদের ওঠা-নামার জন্যে। অনেক আগে থেকেই ওই কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ঘাটালবাসী কর্মকর্তারা নানা ব্যাপারেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। সুতরাং তাঁদের বাণিজ্যিক দুর্ভাগ্যের দিনে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান। কোম্পানিটির শেয়ার কিনে জনসাধারণ যাতে এই স্বদেশি সংস্থাটিকে সহযোগিতা করেন, সেই আবেদন জানিয়ে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। একমাত্র 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ১৯৩১-এর ২৩ মার্চ সংখ্যাতেই তাঁর আবেদনটি প্রকাশিত হয়।

আবেদনপত্রটির প্রথমাংশ নিম্নরূপ :

"দি ঘাটাল স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবেদন

"বঙ্গবাণী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, রূপনারায়ণ নদীর ধারে পানিত্রাসে আমার বাড়ির পাশ দিয়া ঘাটাল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর স্টিমার ও লঞ্চ চলে। কোলাঘাট হইতে ঘাটাল পর্যন্ত ইহাদের গতায়াত। হোরমিলার কোম্পানীও এই লাইনে তাহাদের স্টীমার চালায়। গত ছয় বৎসর কাল এই দুইটি কোম্পানীর মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার বড়, অথচ কম জলে চলিতে পারে। সুতরাং সারা বৎসর তাহাদের চলায় বাধা হয় না। এছাড়া তাহাদের অর্থের অভাব নাই; ফলে ভাড়া কমাইয়া যাত্রীদের সিগারেট উপহার দিয়া, একতলা ও দোতলার ভাড়া সমান করিয়া এবং অধিকসংখ্যক স্টীমার দিয়া তাহারা দেশী কোম্পানীর পক্ষে প্রতিযোগিতা কঠোর ও নিদারুণ করিয়া তুলিয়াছে। দেশী কোম্পানীর স্টীমার ছোট, জল ভাঙ্গে বেশী সেইজন্য সারা বৎসর সকল সময় চলিতে পারে না। তত্রাপি এত প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও দেশী কোম্পানীর স্টীমারে লোক যথেষ্ট হয়। ইহার একটা বড় কারণ এই যে যাত্রিগণের অধিকাংশই এই স্বদেশী 'ঘাটাল কোম্পানীর' অংশীদার এবং প্রায় সমস্ত দেশের লোকই এখন দেশী

কোম্পানীকে নানাভাবে সাহায্য করিতে চায়। এই সকল কারণে এবং ঘাটাল কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কর্মপটুতা, সততা ও নিঃস্বার্থতার জন্য এই ধনী বিদেশী শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত লড়াই করিয়া, প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও দেশী কোম্পানীটি এখনও টিকিয়া আছে।

"এই দেশী কোম্পানীটিকে এই অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া তোলা দেশের লোকের একান্ত কর্তব্য। বহুদিন হইতে ইহার সকল দিক দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যাতায়াতের যথেষ্ট ও নিয়মিত সুবিধা করিয়া দিতে পারিলেই যাত্রীরা দেশের বর্তমান অবস্থায় বিদেশী কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেশী কোম্পানীরই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন হোরমিলার কোম্পানীর 'শীতলা'র মত একখানি বড় স্টীমার।

"ইতিপূর্বে ঘাটালের বিশিষ্ট উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মহাজন প্রভৃতি কোম্পানীর পরিচালকগণ নিজেদের এবং এগার শত যাত্রীর মধ্যে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা তুলিয়া দুইটি ছোট স্টীমার ও একটি মোটর লঞ্চ ক্রয় করিয়া আজ ছয় বৎসর এই লড়াই চালাইতেছেন। তাহার উপর বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ে ঘাটালের জনসাধারণের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সেখান হইতে আরও বেশী সংখ্যক অংশীদার পাওয়ার আশা করা বর্তমানে শুধু অন্যায় নহে, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা। সেইজন্য আমি আজ এই আবেদন লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।"

এরপর তিনি কোম্পানিটির শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে, কোম্পানির ডিরেক্টরদের সঙ্গে তাঁর 'সবিশেষ পরিচিতি'-র প্রসঙ্গক্রমে কোম্পানির ম্যানেজার 'শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য' সম্পর্কে প্রশংসা করে লিখেছেন, তিনি "শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী গ্র্যাজুয়েট নন— কলকব্জা সম্বন্ধে তাঁহার হাতে কলমে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাও প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি নিজ হাতে স্টীমার চালানো শিক্ষা করিয়া পোর্ট অফিসে সারেঙের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া স্টীমারের যাবতীয় কলকব্জা কোনো ডকে না দিয়াও গভর্নমেন্ট সারভেয়রের অনুমোদনে নিজেই মেরামত করিয়া চালাইতেছেন।"

আবেদনের শেষে কথাশিল্পীর আশা ছিল, "দেশের কল্যাণকামী জনগণের নিকট আমার এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না।"

এই আবেদনটি প্রকাশিত হবার পর এ দেশের মানুষ অবশ্য এ ব্যাপারে যে খুব একটা সাড়া দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ নেই। তারপরেও বেশ কয়েক বছর এই কোম্পানি ঘাটাল-কোলাঘাট জলপথে পরিবহণ বাণিজ্য চালিয়ে যায়। কিন্তু পরে কোনও একসময়ে ডিরেক্টররা কোম্পানিটিকে হস্তান্তরিত করেন। ঐ জলপথে 'মণ্ডল কোম্পানি' কাজ শুরু করে।

আজ ঘাটাল থেকে শীলাবতী রূপনারায়ণ হয়ে কোলাঘাট লঞ্চ যাতায়াত করে কেবলমাত্র বর্ষায়, তাও সীমিত পরিমাণে। তাই বলা যেতে পারে ও পথ কলকাতাগামী মানুষের কাছে প্রায় পরিত্যক্ত। কিন্তু এই স্বদেশি স্টিমার কোম্পানিটির প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এহেন আন্তরিকতার কথা ভেবে ঘাটালবাসীমাত্রেই যে গর্বিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এই স্বদেশি জলপথ পরিবহণ সংস্থাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। ঘাটাল থেকে শীলাবতী রূপনারায়ণ নদের জলপথ বেয়ে যাতায়াত করা স্টিমারগুলির কথা হয়তো আজও হাওড়া-হুগলি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের নদীতীরবর্তী এলাকার অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষদের স্মৃতিতে থাকলেও থাকতে পারে। তবে সেই হারিয়ে যাওয়া স্বদেশি কোম্পানির এই শেয়ার সার্টিফিকেট মানুষকে যেমন সাময়িকভাবে স্মৃতিকাতর করে তুলবে, তেমনি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যেও মানুষ কপালে দু'হাত ছোঁয়াবেন।

শব্দ পরিচিতি*

অজগর‍্যা— তৎসংলগ্ন, তলীয়ভূমি (জলাশয় সংলগ্ন)।
অজ্যারা— (অজরাহ্, ফা.) বলপূর্বক।
অদত্বা— অদত্তা, অবিবাহিতা কুমারী কন্যা।
অশামত্ত— অসামর্থ্য।
অর্ষে— (ওয়ারিশ, ফা.) ওয়ারিশরূপে পাওয়া।
অষুচ— অশৌচ (পরিবারে কোনও জন্ম বা মৃত্যুর ফলে)।

আওলাদ— (আউলাদ, আ.) পুত্রকন্যা।
আখেরী— (আ.) শেষ।
আগত্যা— সংশ্লিষ্ট, সম্পর্কিত, প্রাপ্ত, মতান্তরে অগ্রবর্তী।
আদঅ— (আদা, আ.) সংগ্রহ, আদায়।
আড়ঙ্গ— (আওরঙ্গ, ফা.) হাট, গঞ্জ, কারখানা, গোলাঘর।
আনন্দাজি— (আন্দাজী, ফা.) অনুমান নির্ভর।
আপসর্ত্য— আপন স্বত্ব, নিজের অধিকার।
আপর্থ্য— আপত্তি।
আপস্ত— আপত্তি।
আমল— (আ) অধিকার।
আমলমামুল— (অমল, আ., ম'মূল, আ.) দখলপ্রথা।
আমলাফয়লা— ছোটবড়ো সব শ্রেণির কর্মচারী।
আমলাহাল— (অমলহ্, আ.) কর্মচারী বা কেরানি (সব শ্রেণির)।

---

* বিভিন্ন চিঠি বা নথির লেখকদের অনুসৃত ভুল বানান সংশ্লিষ্ট শব্দের অর্থ উদ্ধারে বড় সমস্যা। বেশকিছু শব্দের অর্থ তৈরি করতে হয়েছে অনুমানের উপর নির্ভর করে, নথির বক্তব্য অনুসরণে।

আরত— (আঢ়ত, হি.) ব্যবসার গঞ্জ, গোলা (Depot), আড়ত।
আসামী— (আ.) খাতক, অভিযুক্ত অপরাধী। এখানে প্রজাদের নামানুক্রম, বিষয়সমূহ।

ইআদিকীর্দ্দ— (য়াদ, আ.) স্মারকপত্র।
ইজারা— (ইজারহ্, আ.) নির্দিষ্ট খাজনায় জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত, Lease।
ইসাদী— (ইশহাদ্, আ.+ঈ, ফা.) সাক্ষ্য।
ইস্তকবান— (উ.) পর্যন্ত, অবধি।

উরেফ— (উর্‌ফ্, আ.) নামান্তর।

একত্যার— (ইখতিয়ার, আ.) এক্তিয়ার, অধিকার, ক্ষমতা।
একবন্দ— একখণ্ড।
একরার— (আ.) স্বীকার, কবুল।
একুনে— (একু, মা. মিলিত) সর্বমোট, সবমিলিয়ে।
এজেহার— (ইয্‌হার, আ.) এজাহার, ফৌজদারি ঘটনা সম্পর্কে থানা বা আদালতে দেওয়া বিবৃতি।
এক্ষানেতে— এক্ষণ, এখন।
এতফাক— (ইত্তিফাক্‌, আ.) একমত।
এলাক্ষা— (ইলাকঃ, আ.) দখল।
এবেনে— (ইব্‌ন, আ.), পুত্র (ইবেনে, এবেন)।
এবালিস— (ইং.) Abolish, নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত।

ওগয়রহ, উগয়রহ— (ওয়াগয়রঃ, আ.) ইত্যাদি, প্রভৃতি। আর, অন্যান্য।
ওজন— গুরুত্ব, মর্যাদা।
ওজনপুরা— (ওয়াজন্, আ.) পূর্ণশক্তি, সর্বশক্তি।
ওফাষুরত— পূর্বাপর যথাযথ অবস্থায়।
ওভিজোগী— অভিযোগী। এখানে 'আগ্রহীজন'।
ওয়াজীব, ওয়াজিব (আ.)— ন্যায্য, যুক্তিসংগত, দরকারি।

ওয়ারিশান, উয়ারিশান— (আ. + ফা.) বংশধর, উত্তরাধিকারী।
ওয়াশীল— (ওয়াশিল, আ.) প্রাপ্য আদায়, উশুল।
ওরেপ— (উর্ফ্, আ.) ওরফে, নামান্তর (alias)।
ওলদে, ওয়ালদে— (ওয়ালদ্, আ.) সন্তান, পুত্র বা কন্যা।

কওালা— (ক্কবালহ্, আ.) কবালা, কওয়ালা, বিক্রি দিলিল।
কজ্জ— (ক্করয্, আ.) ধার, ঋণ।
কনচৌলশি, কলজৌলসি— 'কল' অর্থে প্রচলিত। 'জৌলশি' বা 'চৌলশি' অর্থে নির্বিবাদ। এখানে বোধহয় দক্ষতা।
কনাবাদী, কলাবাদী— (কল-আবাদি), এক ফসলি।
কবুলিতি— (ক্কবূয়িলৎ, আ.) খাজনা দেবার চুক্তিনামা।
কয়লা— সম্পত্তি কেনাবেচার দলিল, কবালা।
করার— (ক্করার, আ.) শর্ত, চুক্তি।
কশ্বীন— কস্মিনকালে।
কষুর— (ক্কসূর, আ.) কসুর, অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি।
কাগজাত— (কাগযাত, আ.) দলিলপত্র।
কাছারি— (কছারী, হি.) কার্যালয়।
কাজী— (কাযী, আ.) মুসলিম বিচারক, আচারবিচারের ব্যবস্থাপক।
কাত— (কাৎ) পরিমাণ, দফা।
কাতজমা— পরিমাণ অনুযায়ী জমা (রাজস্ব, শস্য)।
কাননগোয়ান— (ক্কানূন, আ. + গৌঈ, ফা.) জমি জরিপকারী বা জমির হিসাবরক্ষক পদস্থ কর্মচারী।
কানি— (কনী, হি.) টুকরো।
কাবেজ— (ক্কাবিয্, আ.) করায়ত্ত, হস্তগত।
কামাল— (কমাল, আ.) দক্ষতা, নৈপুণ্য।
কায়দা— (ক্কা'ইদ্হ, আ.) কৌশল।
কার্যাপণ— ষোলপণ বা এককাহন (একপণ = ৮০), ১২৮০।
কালকালাঙ্— কালকালান্ত, পুরুষানুক্রমে।
কালাজমি— বাস্তুসংলগ্ন সবজি বা রবিশস্য চাষের জমি।
কালাম— (কলাম্, আ.) আদেশ, নির্দেশ, হুকুম।

কিং— (ক্বিসমৎ, আ.) কিসমৎ, ভাগ্য, অদৃষ্ট। এখানে দুই জমিদারের অধীনস্থ এলাকা।
কীস্তীবন্দী— (ক্বিস্ত্ব, আ. + বন্দী, ফা.) কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের বন্দোবস্ত।
কীতা, কেতা— পরিমাণ, দফা, খণ্ড।
কীর্ম্মত— (ক্বীমত, আ.) কীমৎ, মূল্য।
কুন— কোন।
কুম্পানি সির্ক্কা— ইংরেজ সরকারের মুদ্রা।
কুম্বপানি— কোম্পানি, Company.
কৈবত্য— কৈবর্ত। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' মতে 'শূদ্রার গর্ভে জাত ক্ষত্রিয়।' বৃত্তি অনুযায়ী কৈবর্তশ্রেণি 'কৃষিজীবী' ও 'মৎস্যজীবী' এই দুইভাগে বিভক্ত। যেমন 'কৃষিকৈবর্ত' ও 'জালিয়াকৈবর্ত'।
কোঃ— কোম্পানির মুদ্রা।
ক্রোর্ট্— 'ক্রোক' বা কোর্ট (আদালত)।
ক্ষ্যমবান— ক্ষমতাবান, উপযুক্ত।

খরস— (খিরাজ, আ. = খেরাজ, খরাজ, খরস) নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে।
খরিদ ফোরক্ত— (ফা.) কেনাবেচা।
খরিদা— (খরীদ্, ফা. + আ.), ক্রীত।
খলসা— (খুলাসহ্, আ.) সমস্যামুক্ত।
খাই, খাদ— (খাতি, সং.) খাত, পরিখা।
খাতির— (খাত্বির, আ.) কারণ, নিমিত্ত, উদ্দেশ্য।
খাতির্জামা— (ফা.) নিশ্চয়তা, নিশ্চিন্ত।
খামিন্দ— (ফা.) প্রভু, স্বামী।
খাজ— (খজানহ্, আ.) খাজনা, কর।
খাষ— (খাস্সু, আ.) নিজস্ব, সরকারের অধিকারভুক্ত।
খারিজা, খারিজী— (খারিজ, আ.) বাতিল। এই তালুকের রাজস্ব সরাসরি কালেকটরেটে জমা দিতে হত। নবাবি আমলে কিছু কিছু পরগনা 'খারিজা' হয়ে গিয়েছিল। তার রাজস্ব ওই ভাবেই আদায় দিতে হত।
খিরপাই— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার একটি প্রাচীন স্থান। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে আঁকা রেনেলের মানচিত্রে এটি 'Keerpoy' নামে চিহ্নিত।

এই স্থানের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দীনময়ী দেবীর সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহ হয় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। দেশি ও বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খিরপাই একসময় খ্যাত ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে পুরসভা স্থাপিত হয়। খিরপাইয়ের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী এখানকার যত্রতত্র পড়ে থাকা প্রাচীন ইমারত, বিদেশি বণিকদের সমাধিক্ষেত্র, ভাণ্ডারচণ্ডীর 'থান' ইত্যাদি। 'বাবরশা' নামক এক বিচিত্র মিষ্টান্ন এখানে তৈরি হয়।

খীলাপ— (খিলাফ্, আ.) অন্য আচরণ, বৈপরীত্য।

খুদ— (খূদ, ফা.) স্বয়ং, নিজ। মতান্তরে, খোদজমি বা বাস্তুজমি।

খেউর— ক্ষৌরকর্ম।

খোরাজী— (খিরাজ > খেরাজি, আ. + ঈ.) যে জমির জন্যে খাজনা দিতে হয়। পাঠভেদে 'খোয়াজী' অর্থে ওলী বা নবী (খিয়র্, আ.)।

খোরীদকী— ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত (দলিল। জ়রখরিদগিপত্র)।

খোলকুণ্ড— কৃষিজমির স্থানীয় পরিচিতি।

খোলাসা— (খুলাসহ্, আ.) খোলসা, সমস্যামুক্ত।

খোষ— (খূশ, ফা.) সন্তুষ্ট, খুশি।

খোষ রেজাবন্দী— সানন্দ চিত্তে সম্মত (Happy consent)।

গণিতা— গণনার বিষয় বা যোগ্য। এখানে 'গুণিত।'

(গ)মুস্তাজেয়ান— (গুমাশ্তহ, ফা.) গোমস্তা। খাজনা আদায়ের কর্মচারীগণ।

গয়ালী— (গয়াল, হি., + ঈ.) গয়াতীর্থের পাণ্ডা ব্রাহ্মণ।

গরদ— (গরদ্, ফা.) অস্পষ্ট বা আছে। এখানে 'সাধারণভাবে।'

গারদ— (ইং. Guard), হাজত বা জেল।

গুজস্থ, গুজশ্তা— (গুযিশ্তহ, ফা.) গত বছরের বকেয়া বা পূর্বেকার খাজনা।

গৃহের ফেরেতে— গ্রহের ফেরে, দুর্ভাগ্যক্রমে।

গুণ— সন বা পাটের তৈরি থলি (গোণী, সং.) Gunnybag।

চকনামা— প্রশস্ত, চতুষ্কোণ, চৌকা, প্রধানস্থান (যেমন চকবাজার)।

চাকরান— (হি.) বেতনের পরিবর্তে ভৃত্য বা কর্মচারী যে নিষ্কর জমি ভোগ করে।

চাটিয়ালি— (চেটা + আল), চটাল, চেটাল, প্রশস্ত, চওড়া।
চিটা— (চিট্, হি. + আ) কাগজের টুকরো, চিরকুট (যেমন, 'হাতচিটা')।
চিট্যা— (চিট্ঠী, হি.) পত্র, লিপি, নথি।
চেতুয়া— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বাংশ নিয়ে গঠিত (বর্তমান দাসপুর থানা এলাকা) এই পরগনার শাসক ছিলেন সতেরো শতকের সুবা বাংলার বিদ্রোহী নরপতি শোভা সিংহ। ১৭৫৬-তে আলিবর্দির মৃত্যু, ১৭৫৭-তে পলাশির যুদ্ধে কোম্পানির জয়লাভ, ১৭৬০-এ মিরজাফরের পদচ্যুতি ও মিরকাশিমের নবাবি লাভ ঘটে। ১৭৬৫-তে কোম্পানি মিরকাশিমের অধিকার খর্ব করে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান চাকলার অধিকার কেড়ে নিলে বর্ধমান চাকলার অধীনস্থ চেতুয়া ও পার্শ্ববর্তী বরদা পরগনাও কোম্পানির অধীনে আসে। 'আইন-ই-আকবরি' লিখেছে Chitwa is a Mahal lying intermediate between Bengal and Orissa। শোভা সিংহ ছিলেন চেতুয়া ও বরদা উভয় পরগনার শাসক। ইংরেজ শাসকরা নিজেদের শাসনকার্যের সুবিধের জন্যে মেদিনীপুর জেলার মোট একশো বারোটি পরগনাকে 'জঙ্গল', 'আবাদি' ও 'নিমক' এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেন। এর মধ্যে 'চেতুয়া' ছিল 'সাধারণ আবাদি পরগনা' অর্থাৎ উন্নত কৃষির ভূমিখণ্ড। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে H.V. Bayley রচিত 'Report on Midnapur' অনুসরণে W.W. Hunter ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব বিষয়ক যে অঞ্চলগত তালিকা প্রণয়ন করেন তাতে চেতুয়া (Chitwa) সম্পর্কে বলা হচ্ছে: এলাকা ৬৮,৪১৩ একর বা ১০৬.৮৯ বর্গমাইল, ৭৪টি জমিদারি (estate); ৭১২টি গ্রাম, প্রধান গ্রাম দাসপুর ও রাজনগর; জনসংখ্যা ৯৪,৭৬৫। ধান, ইক্ষু, হলুদ, রেশম, সরিষা ও নানা ধরনের শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল এটি। মাঝে মধ্যে বন্যা হলেও খরার আদৌ ভয় ছিল না। রূপনারায়ণ, শীলাবতী ও কাঁকি নদীবেষ্টিত এই উর্বর ভূখণ্ডটি আজ দাসপুর থানাঞ্চল। এটি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার এক সমৃদ্ধ অঞ্চল (কৃষি-শিল্প— সাহিত্য সংস্কৃতিতে)।
চৌউহুদ্দী— (চৌ, হি., হদ্, আ., ঈ, বাং) চৌহদ্দী, চতুঃসীমা।
চৌকী— (ফা. মতান্তরে হি.) পাহারা, পুলিশের ঘাঁটি।
চৌকীদার— (চৌকী, ফা., দার, ফা.) গ্রামের পাহারাদার।
চৌগর্দ্দে— চারিদিকের গর্ত ইত্যাদি।
চৌধুরিয়ান— সমাজমণ্ডলের মুখ্য ব্যক্তিগণ।
চৌহর্দ্দি— চতুঃসীমা।

জজমান— পুরোহিত যে পরিবারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব পুরুষানুক্রমে পালন করেন।
জজমানী— (যজ + মান + ঈ, সং.) যে দেবপূজন ও যাগ করে, যাজনবৃত্তি।
জবর— (জবর, আ.) বলবান, উৎকৃষ্ট, উত্তম।
জবরান— (জব্‌রান, আ.) জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ।
জবরি— (জবর, আ. + ই) উৎপীড়ন, বলপ্রয়োগ, জোর খাটানো।
জমাকমী— (জম্‌, আ. কম্‌, ফা., + ঈ) আদায়কৃত রাজস্বের হ্রাসপ্রাপ্তি।
জমাবন্দী— (জম্‌, আ., বন্দী, ফা.) প্রজার জমিজমার হিসাব বা খাজনা আদায় বিষয়ক কাগজপত্র।
জমার জমি— ভাগে চাষ করার জমি।
জর্মে— দায়িত্বে (অথবা 'জন্মায়')।
জলকর— জলের খাজনা।
জাবদা— (যাবিত্বহ্‌, আ.) আইন, বিধান, খেরোবাঁধানো খাতা।
জায়দাদ— (জাদাদ্‌, ফা.) স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি।
জিহেরাত— (যিরা 'অত— আ.) জিরেত, চাষযোগ্য জমি।
জিম্মা— (যিম্মহ্‌, আ.) হেফাজৎ, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ।
জুতিয়া জোতাইয়া (যুতিয়া যোতাইয়া)— (সং যুক্ত > প্রা. জুত্ত > বা. যুত)। পরম সুখে কৃষিকার্যাদি করে।
জেবাব— (যিম্মহ, আ.)— জিম্মা বা জিম্বা > জেবাব। হেফাজৎ, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ, আয়ত্ত, অধিকার, গচ্ছিত, ন্যস্ত।
জোত— (সং জোত্র) অর্থসঙ্গতি, ধনধান্য, উপায়, 'জোতজমি' অর্থে অধিকারভুক্ত ভূসম্পদকেও বোঝানো হয়।

ঠিকা, ঠীকা— চুক্তি (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে), contract.

ডাঙ্গাজমি— উঁচুজমি, যে জমিতে জল থাকে না অর্থাৎ জল নীচের 'গাবান' বা 'নাবাল' জমিতে নেমে যায়। ডাঙা জমিতে সরু ধানের চাষ হয়। 'গাবান' বা নিচু জমিতে মোটা ধানের চাষ হয়।
ডের পাই— দেড় পাই, ১.৫ পাই।

তগির— (তগঈর, আ.) বদল, change।

তছরূপ— (তসর্রুফ্, আ.) অপচয় করা। মতান্তরে 'নিকটে' বা 'সকাশে।'

তজবিজ— (তয্বীজ্, আ.) অনুসন্ধান, বিচার।

তদারগ— (তদারুক, আ.) তদন্ত, অনুসন্ধান, তত্ত্বাবধান।

তপসীল— (তফসীল, আ.) বিবরণ বা তালিকা।

তবদুদাবাদ বা তরদুদাবাদ— (তরদ্দুদ > তরজুদ > তবদুদ, আ., + আবাদ) চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্যাদি করা (তরদুদি— পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন। ODBL)।

তবিঅত— (ত্ববীঅ'ত, আ.) শারীরিক, অবস্থা।

তযবুপাত— বোধহয় 'তজবীয', অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

তরজমা— (তর্জমহ্, আ.) অনুবাদ, ভাষান্তর।

তরফ— (ত্বরফ, আ.) দিক, পার্শ্ব।

তহবিলদার— (তহ্বীল্, আ., দার, ফা.) কোষাধ্যক্ষ (Cashier)।

তালায়— (তালাব্, ফা.) পুকুর, দিঘি।

তালুক— (তঅলুক্কহ, আ.) সরকার বা জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া সম্পত্তি।

তালুকদারাণ— (ত'অলুকক্কহ, আ., দার, ফা.) তালুকের মালিকগণ, সরকার বা জমিদারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া সম্পত্তির মালিকগণ। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩ খ্রি.) অনুযায়ী 'তালুক' দু'ধরনের— 'হুজরি' বা স্বাধীন, 'মজকুরি'/ 'শিক্মি' বা অধীন। 'হুজরি' তালুকদাররা সরাসরি সরকারের কাছে রাজস্ব জমা দিতে পারতেন। 'মজকুরি' তালুকদাররা জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব জমা দিতেন (বিশদ বিবরণ দ্র. Statistical Account of Bengal, Vol. III, Part-I, W. W. Hunter, pp. 75, 1997)।

তুতি— রেশমকীটের খাদ্য তুঁতগাছের চাষ হয় যে জমিতে (যেমন 'তুঁতে কালা')।

তোথিত— সেখানে (তত্রত্ব)।

তোদ্বিত— (তদ্বীর, আ.) তদবির, তদ্বির, ব্যবস্থা, প্রতিকার।

তৌহদ্দী— (তওহীদ, আ.) একমাত্র (অদ্বিতীয় ঈশ্বর)।

দওা— দেওয়া।

দরম্যান— (ফা.) মধ্যে।

দরপেষ্— (ফা.) বিচারাধীন, আদালতে পেশকৃত।

দরসায়া— দর্শিয়ে, দেখিয়ে।

দস্ত— (দস্ত, ফা.) হাত, কোথাও কোথাও 'নিজস্ব' বোঝায়।

দস্তক— আজ্ঞাপত্র।

দস্তখত (দস্ত্, ফা. + খত্বত্ব, আ.) স্বাক্ষর।

দস্তখাস— নিজের হস্তগত (অধিকারভুক্ত)।

দস্তবদস্তত— (ফা.) হাতে হাতে।

দাঃ— দাখিল করা, পেশ করা।

দাওা— (দ'ওয়া, আ.) দাবি।

দাখলা— (দাখিলহ্, আ.) দাখিলা, খাজনার রসিদ।

দাখিলা— ঐ।

দীগর— (দীগর, ফা.) গণ, অন্য, আরও।

দীওয়াল— (দীওয়ার, ফা.) প্রাচীর।

দেওয়ান— (দাওয়ান, ফা.) রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী।

দেওয়ানি— (দীওয়ানী, ফা.) রাজস্ব বা সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধীয়।

দেনবরি— পুরস্কার।

দেনা— দেয়।

দেনি— ঋণগ্রস্ত।

দেন্দার— (দেয়ন্, আ., + দার্, ফা.) ঋণী, দেনায় বদ্ধ।

দেবত্তর— (সং দেবত্র > দেবত্তর, দেবোত্তর)। 'দেবসেবার উদ্দেশ্যে, প্রদত্ত ভূমি বা ধন, গ্রামদেবতার অধিষ্ঠিত স্থান।' হান্টারের মতে, granted rentfree, the proceeds being appropriated to the worship and support of Hindu idols and temples.' রীতিটি যে সম্রাট অশোকের সময়ই কিছুটা প্রচলিত হয়, সে ধারণা করা যায় নেপালের রুম্মিনদেঈতে প্রাপ্ত (বুদ্ধদেবের জন্মস্থান— 'লুংমিনিগাম') অশোকের স্তম্ভলিপিতে। ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান বলে ঐ গ্রামের 'বলিসংজ্ঞক' ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে উৎপন্ন শস্যের আটভাগের একভাগমাত্র রাজস্ব হিসেবে নির্ধারিত হয়। পরবর্তীকালে, বৌদ্ধবিহারের সেবার জন্যে বিভিন্ন রাজা যে প্রচুর করবিহীন ভূমি দান করেছিলেন, বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন তার প্রমাণ। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত, রাজ্য পুরাতত্ত্ব

দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি মালদহ জেলার হবিবপুর থানার জগজীবনপুর গ্রামের উৎখননে প্রাপ্ত 'নন্দদির্ঘিকা উদরঙ্গ মহাবিহারের' ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত, ৯ম শতকের 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপিতে খোদিত রাজা মহেন্দ্রপালদেবের তাম্রশাসনটি (৮৫৪ খ্রি.)। এই লিপিফলকের উভয়দিকের ৭২টি ছত্রে যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হল, ভূমিদান উৎসবে সমাগত জনমণ্ডলীর সামনে রাজা ঘোষণা করছেন যে, স্বনির্মিত 'নন্দদির্ঘিকা উদরঙ্গ মহাবিহারের' সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি তিনি বৌদ্ধবিহারের দেবদেবীর পূজা ও সেবাদির উদ্দেশ্যে দান করলেন। দানের মধ্যে রাজস্বের প্রশ্ন নেই অবশ্যই।

দোসি— (সং) দোষ > দোষী, অপরাধমূলক কাজ।

ধোসা— (তু) নিচুজমি, যে জমিতে প্রায়ই ধ্বস নামে (ধ্বস্ত > ধোসা)।

নগদরোক— (নক্কদ্, আ.) নগদ টাকা, Ready Money।

নাগাদি— (লিগায়ৎ, আ.) লাগাৎ, নাগাদ, অবধি, পর্যন্ত।

নাদাওা— 'দাবি করব না' এই অঙ্গীকারপত্র, নাদাবি।

নাবাল— নিচু জমি। নাবালজমি। স্থানবিশেষে অর্থান্তর হতে পারে।

নিবির্ত্তক— (নি-বৃ + নিচ্ + অনট্ = নিবর্তক) যে নিবৃত্ত করে।

নিরাসত্ত— স্বত্বহীন।

নেকমহক— (নেক্, ফা, মোহক, সং) উত্তমরূপে প্রভাবিত করা।

পঞ্চকভেট— পাঁচপ্রকার মূল্যবান দ্রব্যের উপহার।

পঞ্চকি— (পঞ্চকী, সং) পাঁচশালা বন্দোবস্তের খাজনা। সম্ভবত ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবর্তন করেন এই 'পঞ্চকিখাজনা'র আইন। 'অত্যল্প করের জমি— জায়গির, আয়েমা ইত্যাদি।'— 'বঙ্গীয় শব্দকোষ।'

পঞ্চকিজমামোকর— সরকারি নির্দেশানুযায়ী নির্দিষ্ট খাজনার দাবি আরোপ।

পট্টা— (পট্টক, সং) ফলক, খণ্ড, টুকরা।

পতা— উঁচু প্রান্ত।

পতিতজমী— কৃষিকার্যে অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত 'পড়া পতিত জমি'।

পত্তনিষুরত— পত্তনির স্বরূপ বা অবস্থা।

পদিকা— খণ্ড, অংশ।

পয়মাষ— (পয়মা'ইশ্, ফা.) জমির মাপ, জরিপ।
পয়স্তা— (পয়্স্তহ্, ফা. + ই = পয়স্তি) পয়স্তা, বন্যার পলিতে সৃষ্ট বা বৃষ্টির জলে ধুয়ে আসা মাটিতে সৃষ্ট চাষের জমি। এখানে 'বর্তমান' অর্থেই বোধ হয় শব্দটি ব্যবহৃত।
পরখসহী— (পরখ্, হি., সহীহ্, আ.) নির্ভুলগণনা বা পরীক্ষণ।
পরগণা— (পরগনহ্, ফা.) অনেকগুলি মৌজার সমষ্টি। আকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে সমগ্র সাম্রাজ্যকে পনেরোটি 'সুবা'য় ভাগ করেন। প্রতিটি 'সুবা' কতকগুলি 'সরকারে', প্রতিটি সরকার কয়েকটি 'মহলে', প্রতিটি 'মহল' কতকগুলি 'মৌজায়' বিভক্ত ছিল। ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর সুবা বাংলায় স্বাধীন নবাবি শুরু হলে, ১৭২২-এ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে, রাজস্বের তালিকা সংশোধনের সময় 'সরকার'গুলিকে ভেঙে তেরোটি 'চাকলা'র সৃষ্টি করা হয়। দক্ষিণবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল যে 'চাকলা বর্ধমান,' তা বর্ধমান রাজপরিবারের শাসনভুক্ত ছিল।
পরবর্তীকালে বাংলার জেলাগঠন হয় এই পথ ধরেই। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মিরকাশিমকে বাংলার নবাবি প্রদানকালে মিরকাশিম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান চাকলা কোম্পানিকে দিয়ে দেন— দক্ষিণবঙ্গে এটিই ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম বলিষ্ঠ ঘটনা। মহল বা মহালগুলির পরে নাম হয় পরগণা। পরগণা জাহানাবাদ ছিল বর্তমান হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অনেকাংশ নিয়ে। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অংশ নিয়ে ছিল সরকার মন্দারণ, যার কর্মকেন্দ্র বা 'সদর' ছিল হুগলি জেলার গড় মান্দারণ। এতে ছিল ১৬টি মহাল।
পল্ববা— নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক দাহকর্মের 'কুশপুতুল'(?)।
পাইক— মৌজা 'পাইকান দুর্যোধন'। অন্য অর্থে, পদাতিক সেনা। ফারসি 'পয়ক্' অর্থে নৌকার দাঁড়ি।
পাঁচঘড়ি— বেলা পাঁচটা (অপরাহ্ন)।
পান্না— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত, শীলাবতী নদীতীরস্থ এক প্রাচীন এলাকা, যার মাটির ভেতর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা পেয়েছেন গুপ্ত, পাল ও সেনযুগের সভ্যতার নানা নিদর্শন।

পাহাড়— পাড় (জলাশয়ের)।
পুআ— পোয়া, এক চতুর্থাংশ। 'সাতপুআ' অর্থে এক বিঘা পনেরো কাঠা।
পুরাওান— সম্পন্ন হবার পর (?)। অথবা, প্রমাণ।
পুস্কন্নি— পুষ্করিণী।
পেটরা— (পেটক, সং. > পেডঅ. প্রা. > পেটরা, প্যাঁটরা) বেত বা ধাতুর তৈরি ঢাকনাদার বাক্স।
পোক্তাঘর— (পুখ্‌তহ্, ফা.) দৃঢ়, মজবুত, (ইটের প্রাসাদ)।
পোনবাহা, পনবাহা— (ফা.) চিন্তা, বিবেচনা,গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, ক্ষতিপূরণ।
পৌউত্রিক— পৈতৃক।
প্রবত্ত্য— প্রবৃত্ত, রত।
প্রায়শ্চিত্ত— পাপ বিশোধনের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্ত্রোক্ত কর্ম।
প্রাপক্তী— প্রাপ্তি, পরলোকগমন।

ফারখতী— (ফারিগ্ খত্ব, আ.) ত্যাগপত্র, ছাড়পত্র।
ফারসী— ফারসি ভাষা।
ফেবর— (ফিরেব, ফা.) শঠতা, জালিয়াতি।

বতারিখ—(বি, ফা.+তারীখ্, আ.) বিতারিখ, তারিখযুক্ত।
বদাস্তুর—(বদস্তূর, ফা.) যথারীতি।
বন্দ—(বন্দ্, ফা.) ভূমিখণ্ডের সমষ্টি। যেমন 'দুবন্দ ডাঙাজমি।'
বমোহর—মোহর বা ছাপযুক্ত।
বয়বন—কথিত বা উক্ত বিষয় (?)।
বরদা—পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বরদা ছিল চেৎবরদা পরগনার অধিপতি, মুঘল-বিরোধী বিদ্রোহী শাসক শোভা সিংহের সদর কার্যালয়। ১৭ শতকের প্রথমদিকে সুবা বাংলার নানাস্থানে যেসব আঞ্চলিক রাজের (প্রায় স্বাধীন। মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিকে এঁরা নামমাত্র রাজস্ব দিয়ে বা না দিয়ে রাজসুখ ভোগ করতেন।) আবির্ভাব ঘটে তাঁদের অন্যতম, উত্তর ভারত থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত শোভা সিংহের পূর্বপুরুষ রঘুনাথ সিংহ ও কানাইসিংহ চেতুয়া ও বরদা পরগনার জমিদারির অধিকারী হন। ওই শতকের সাতের দশকে শোভা উত্তরাধিকার সূত্রে ওই দুই পরগনার অধিকারী

হন। তখন বর্ধমান জমিদারির অধিপতি ছিলেন ঔরঙ্গজীব নিযুক্ত কৃষ্ণরাম রায়। ১৬৬৯-এ ঔরঙ্গজীবের হিন্দুবিদ্বেষী আচরণ ও শোষণের প্রতিবাদে যেসব আঞ্চলিক রাজশক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তাঁদের অন্যতম এই শোভা সিংহের সঙ্গে মোঘল সম্রাটের প্রতিনিধি কৃষ্ণরাম রায়ের যুদ্ধ হয় (বিশদ বিবরণ দ্রঃ 'সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ, নতুন মূল্যায়ন', অনিরুদ্ধ রায়, ১ম পর্ব, কৌশিকী সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, ২য় পর্ব, কৌশিকী, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭)। এই বিদ্রোহী শাসকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে বর্ধমানে ১৬৯৬-এর ২১ নভেম্বর, এক প্রাসাদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে। আজও বরদা গ্রামের নানাস্থানে শোভা সিংহের কিছু কিছু স্মারক বর্তমান। অবশ্য আজকের আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে ইতিহাসের সেই বরদাগড়ের কয়েকটি বিশাল দিঘি, গড়ের প্রায় অবলুপ্ত পরিখা—গড়খাই, দেবী বিশালাক্ষী, ইতিহাসের কিছু বিবরণ আর মানুষের মুখে মুখে ফেরা কিছু কাহিনিমাত্রই অবশিষ্ট।

বরাবতি—(বরাবর—বরাবতি, ফা.) একইভাবে, সামনে, নিকটস্থ।

বলকুল—(বি'লকুল, আ.) সরাসরি, বিলকুল।

বহাল—(ফা.) নিযুক্ত, স্থায়ী।

বাঅনক্ত—(বয়, আ., আনহ্, ফা.) বায়নাকৃত, মূল্যের কিয়দংশ পূর্বে দান করে ক্রয়ের অঙ্গীকার। অথবা, 'তোমার চাহিদানুযায়ী পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত'।

বায়জন—(ফা.) পুরো ওজন (?)।

বাগাচ্—(বাগচহ্, ফা.) বাগিচা, ক্ষুদ্র বাগান।

বাজে—(বয়, আ.) অসার, নিকৃষ্ট, তুচ্ছ।

বাড়ি—জমি (আলুবাড়ি, পটলবাড়ি, বেগুনবাড়ি)।

বামাল—(বমাল, আ.) মালসমেত।

বাহাদ ঘোরদকী—মূল্যের বিনিময়ে ক্রীত।

বাহুস (বাহাস্)—(বহস্, আ) তর্ক, আলোচনা।

বিদুসং পরামস্স—বিদ্বানগণের পরামর্শ।

বিমজিম—(বি'মৌজিব, ফা.) অনুযায়ী, কারণবশত (বমৌজিব—হেতু অনুসারে)।

বেকক্তি—ব্যক্তি।

বেকবুল—(বে, ফা.+ ক্ববূল) অস্বীকার।

বেগর—(ফা.) ব্যতিত।

বেগর কায়দা—(বে, ফা.,+গয়র্, আ.; ক্বাইদহ্, আ.) অকপটে।

বেড়বাড়ি—কৃষিজমিসহ বাস্তুভিটে (বেড়াঘেরা)

বেঢ়—(সং বেষ্ট—প্রা. বেঢ়।) বেষ্টনী, বেড়া, বেড়াঘেরা স্থান। এখানে ডাঙাজমি ও ধোসাজমিকে বেড়াঘেরা অবস্থায় রেখে 'বেঢ়' (বেড়) বলা হয়েছে।

বেবকাওতে—(বে+বক্বিইয়হ, আ.) বিনা বাকিতে।

বেবাক—(বে, ফা.+বাক্ব, আ.) সমস্ত।

বৈষ্টবর্তর—(বৈষ্ণবোত্তর, সং) বৈষ্ণবের ভরণপোষণের জন্য দান করা সম্পত্তি। হান্টার লিখেছেন, ...'lands granted rent free for the support of Vaishnav devotees... They are transferable and liable to be sold for the grantee's debts.'

ব্রহ্মত্তর—(ব্রহ্মত্র, সং) দেবসেবাদি ধর্মীয় কাজকর্ম, শিক্ষকতা—পৌরোহিত্য—পাণ্ডিত্য ইত্যাদির কারণে সরকার থেকে ব্রাহ্মণরা এই করমুক্ত ভূসম্পদ পেতেন। ১৭৯৩-এর Regulation XIX এবং ১৮২৫-এর Regulation XIV অনুযায়ী ১০ বিঘা পর্যন্ত জমি কোম্পানির নির্দেশে করমুক্ত রাখা হয়।

ভাওদ, ভায়াদ—(ভ্রাতৃদায়াদ) জ্ঞাতি, শরিক।

ভাষক—ভাষদানকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ভাস, ভাষ—পাপের বিচার ও সেই বিষয়ক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা বা অন্যবিধ করণীয় বিষয়ক নির্দেশ।

ভিক্ষাপুত্র—(সং) ব্রাহ্মণ সন্তানের যজ্ঞোপবীত ধারণের সময় যিনি মায়ের পর ভিক্ষা দেন এবং তিনদিন ব্রহ্মচারী গৃহবন্দি থাকার পর যে মহিলা প্রথম তাকে বাইরে আনেন, তিনি 'ভিক্ষা-মা'। সেই ভিক্ষা-মা'র ব্রাহ্মণপুত্র 'ভিক্ষাপুত্র'।

ভোগপ্রমাণ—ভোগ বা খোরাকের উপযোগী কিছু জমি।

ভোতা—ভিটেবাস্তু।

মইষ—বোধহয় 'মাহিষ্য' পদবী।

মজকুর—(মযকূর, আ.) লিখিত বিবরণ। অর্থান্তরে, জমিদারের অধীনস্থ

তালুকদারদের বলা হত 'মজকুরি তালুকদার'।

মজমুন—(মুজমিন, আ.) জামিন।

মতাবক—(মুত্বাবিক্ব, আ.) মোতাবেক, অনুযায়ী।

মতালকে—(মতালক, আ.+এ) সম্বন্ধীয়, সম্পর্কিত (অধীনস্থ)।

মর্ধেস্ত—মধ্যস্থ (সমস্যা সমাধানে বিশিষ্টজনদের উদ্যোগ)।

মত্তকএন—(মোত্তাকি, মুত্তক্বী, আ.) ধার্মিক ব্যক্তি।

মত্তাজী—(মোতাজ্জে, ফা.) সবশুদ্ধ, সব মিলিয়ে (ODBL)। শুভ, অনুকূল, সহায়ক, Favourable.

মপখত—(ফা.) জমির পরিমাপ ও (খৎ, আ.) চিঠি বা অঙ্গীকারপত্র।

মপস্মলি—মফস্বলি, সদর থেকে দূরের গ্রামাঞ্চল।

মপসলি—(ফা.) ঐ।

মবলগ—মোট।

ময়াজী—(মওজ্, আ.+ঈ, ফা.) মৌজ, আনন্দ।

মহত্রান—(মহৎ ত্রান, সং) শূদ্র বা দাসকে দেওয়া নিষ্কর জমি ('চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', 'বঙ্গীয় শব্দকোষ')। স্থানবিশেষে শূদ্রের প্রসঙ্গ অবান্তর।

মহযুফা—(মহযূব, আ.) যার হিসেব নেওয়া হয়েছে।

মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর—তাৎকালিক বর্ধমানরাজ (১৮২০ খ্রি.—১৮৭৯ খ্রি.)।

মহমতে—পাঠভেদে 'সহমতে' অর্থে সম্পত্তিতে। 'মছলতে' হলে অর্থ 'পরামর্শে।'

মহলাত—(মহল্ল, আ.) ভূসম্পত্তির অংশ, তালুক।

মাপকমি—(কমি, ফা.) পরিমাপে কমবেশি।

মাফিক—(মুওয়াফিক্ব, আ.) রুচি বা পছন্দমতো, অনুযায়ী।

মাফিক আএন—আইন মোতাবেক।

মামুল—(মে 'মূল, আ.) দস্তুর, প্রথা।

মারফৎ—(মরিফৎ, আ.) দ্বারা, মাধ্যমে।

মালগুজারি—(মাল, আ., গুযরান্, ফা.) মাপ মতো জমি বা ভূসম্পদ ভোগদখল করে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান।

মালুম—(মলূম, আ.) অনুভব, বোধ, উপলব্ধি।

মিএাদি—(মীআদী, আ.) নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে (মেয়াদ)।

মুক্ষাগীরি—মুখ্যা বা মোড়লের কাজ।

মুজাহেম—(মুজাহ্বিম, আ.) আপত্তি, বাধা, বিরোধ।
মুতছদ্দীয়ান—(মুতসদ্দী, আ.) মুৎসুদ্দি, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, প্রধান কেরানি, জিম্মাদার, এজেন্ট।
মুল্বক—(মুল্‌ক্, আ.) দেশ, রাজ্য, এলাকা। মতান্তরে (পাঠভেদে) মূল্য নির্ণায়ক।
মোকরর—(মুকর্‌রর্, আ.) নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলকৃত জমি। যেমন 'মোকরারি জমি।' (Confirmed—ODBL)
মোকর্দ্দম—(মুকর্দ্দমঃ, আ.) কোনও ঘটনা বা বিষয়।
মোবলগ—(মব্‌লগ্, আ.) নগদ, মোট, থোক, একত্রে।
মোহর—(মুহ্‌র, ফা.) মুদ্রা, সীল বা ছাপ।
মৌজে—(মৌজ, আ.,+এ) গ্রাম।

আ. মৌজা, গ্রাম, গাঁ।—'শব্দকোষ' পৃ. ১৮৩৭।

Mauza > mawda, district. (ODBL. পৃ. ৫৯৭)।

হিন্দু রাজত্বে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলি বসতবাটি, কৃষিজমি, গোচারণভূমি, জলাশয়, বাগান, পথঘাট নিয়ে গড়ে উঠেছিল গ্রাম। মুসলিম শাসনকালে পরগনা বিভাজনে 'গ্রাম' হল 'মৌজা'। সম্রাট আকবরের ভূমিরাজস্ব বিষয়ক জরিপের সময় 'মৌজাই' ছিল। ইংরেজ শাসনকালে ভূমি জরিপের জন্যে 'মৌজাকে' বলা হয়েছে 'একটি সামাজিক গ্রাম।'

'এক বা তারও বেশি বাস্তুর সমষ্টি ও সেই বাস্তুর লাগোয়া বাড়ির লোকজনের চতুর্দিকের দখলীকৃত চাষ আবাদের জমি, রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্রে এক বা ততোধিক বন্দের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জমি যদি একই নামে সরকারি কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকেই মৌজা বলে ধরে নেওয়া হবে। আর এইসব জমি যে সবসময় পাশাপাশি এক লাগোয়া হবে— তারও কোনও স্থিরতা নেই; অন্য গ্রামের জমিও এর ভেতর থাকতে পারে বা সেই মৌজার জমিও অন্যান্য গ্রামের বা মৌজার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে [দ্রষ্টব্য: Wilson's Glosary 1855].'—'গ্রাম এবং মৌজার সংজ্ঞার্থ', তারাপদ সাঁতরা, 'কৌশিকী', জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০।
মৌরসান—(মওরুস্, আ) পুরুষাণুক্রমে ভোগ্য জমি।

যুলি—'জোলজমি' বা নিচু জমি। রাজপথের পার্শ্ববর্তী খাল 'নয়নজুলি'।

য়েহা—এহা > ইহা।

য়োজন—(ওজন, ‘ওয়াযন্’, আ.) গুরুত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা, শক্তি।

রাজ—প্রকাশ পাওয়া, বিদ্যমান থাকা। অর্থান্তরে, সরকার, শ্রেষ্ঠ।
রাজষ্যজমি—রাজস্ব দিতে হয় যে জমির জন্যে।
রাজায়েকবতে—বোধহয় ‘সুস্থ চিত্তে।’
রায়—(ফা.) বিশিষ্ট।
রায়জন—বিশিষ্টজন।
রায়জনক্ত—বিশিষ্টজনদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
রিনিহাল—ঋণগ্রস্ত অবস্থা।
রেজা—(ফা.) সূক্ষ্ম খণ্ড, ছোট টুকরো।
রেজাবন্দি—অন্তঃকরণ বা হৃদয় (?)।
রেসয়ৎ—(রিশ্‌বৎ, আ.) ঘুষ।
রোক—(হি.) নগদ।
রোক কলসিক্কা—প্রচলিত নগদ মুদ্রা (Ready money)।
রোয়দাদ—(রূদাদ, ফা.) উপস্থাপিত।

লওয়াজিম্—(লওয়াযিমঃ, আ.) দরকারি জিনিস (কাগজপত্র)।
লাখরাজ—(লা—খরাজ, আ.) নিষ্কর জমি।
লাট—রাজস্ব অনাদায়ে সরকারের নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়া জমিদারি, যা অন্য জমিদার দখল করে নিতে পারেন (নিলামের দর জমা দিয়ে)।

শাকিনান—(সাকিন্, আ.) বাসস্থান, ঠিকানা।
শালিজমি, সালিজমি—আমন ধানের এক ফসলি জমি বা শোল জমি।
শেহাত হালত্—(সিষাহা, ফা., হাল, আ.) লিখিত হিসাবসূত্রে (বোধহয় পূর্ববর্তী লিখিত দলিলের সূত্রে সমস্যাহীন অবস্থায়)।

যুকুলি—শুকুলি বা শুক্‌লি। হান্টারের মতে তাঁতশিল্পীগোষ্ঠী।
যুদামত—(হি.) অনেক দিন থেকে।
যুনা—দোফসলি জমি।
যুনাশালি—দোফসলি ও একফসলি জমি।

যুরতহাল—(সূরত, আ., হাল, আ.) বর্তমান অবস্থা।

সকিম—(সাকিন্, আ.) বাসস্থান, ঠিকানা।
সখাদ—জলপূর্ণ খাদ ও তার চারদিকের উঁচু জমি।
সঙাত্তাধিকারি—স্বত্বাধিকারী।
সত্তায়—সত্ত্বেও (In Spite of)।
সদর—(আ.) প্রধান কর্মকেন্দ্র, Headquarter, দলিলপত্রে 'সদর' অর্থে 'প্রথমে উল্লিখিত'। আঞ্চলিক প্রয়োগে 'সদরঘর' অর্থে বাইরের ঘর, Drawing Room.
সদরখাস—(সদর খাসসুঁ, আ.) সরকার বা জমিদারের নিজস্ব অধিকারভুক্ত।
সন—(সনহ্, আ.) বৎসর, সাল, অব্দ।
সনন্দ—(সনদ্, আ.) বাদশাহি আদেশের দলিল, প্রমাণপত্র, উপাধিপত্র, প্রশংসাপত্র।
সমিক্ষা—সম্মুখে (এখানে)।
সমুঝাইয়া—(সমঝ্, হি.) সমঝাইয়া > সমঝিয়ে, বুঝিয়ে।
সরিকান—(শরীক্, আ.,+আন, ফা.) শরীকান, অংশীদার।
সরেরাস্তা—(ফা.) সরান, লোক চলাচলের রাস্তা।
সাং—(সাকিন্, আ.) বাসস্থান, ঠিকানা।
সাইদান—সাক্ষীরা।
সাইদী—(শাহিদ, আ, + ঈ) সাক্ষ্য।
সাকর—সন্তুষ্ট (বা শোভন) করে রাখা (প্রজাদের)
সাজীর—অনুগত (?)।
সাড়ে—(সার্দ্ধ, সং > সড্ঢ, প্রা. > সাড়ে বাং) অর্ধেক। তিন বা তার বেশি সংখ্যার সঙ্গে প্রয়োজনমতো যুক্ত করা হয়। যেমন সাড়ে তিন, সাড়ে চুয়াত্তর। 'এক টাকা সাড়ে চোদ্দো আনা' = এক টাকা চোদ্দো আনা দু' পয়সা।
সাতপুআ—চার পুয়া অর্থাৎ এক বিঘা+তিন পুয়া বা পনেরো কাঠা। পুয়া = ১/৪ অংশ।
সাধবাদি—শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া।
সাবেক—(সাবিক্ব, আ.) আগেকার। 'সাবেক গোতিক' অর্থে আগের মতো।
সামিল—(শামিল, আ.) অন্তর্ভুক্ত, শ্রেণিভুক্ত।
সাল—(ফা.) বৎসর, অব্দ।
সালগ্রামজী—শালগ্রাম শিলারূপী বিগ্রহ।

সালিজমা—বাৎসরিক জমা।
সালিস্বী—(সালিস্, ফা.) মধ্যস্থের মাধ্যমে সুবিচার।
স্তাবন—শ্রাবণ।
স্তাবর—স্থাবর।
স্থাবরাদি—(স্থা+বর) স্থিতিশীল, জমিজমাদি।
সিক্কা—(সিক্কঃ, আ.) বাদশাহি আমলের পরবর্তী কোম্পানি আমলের মুদ্রা।
সিমান্দারি—সীমানা (গ্রাম বা পল্লির) রক্ষার কাজ!
স্তীতমতে—স্থিতমতে, বোধহয় ঈশ্বরের নামে বলা হচ্ছে।
সুকা—শুকা, খরার ফলে শস্য শুকিয়ে যাওয়া।
সুগম লোকে—সাধারণ রীতিতে (?)।
সেৎষ্যা—স্বেচ্ছা।
সেতাবি—(শিতাবী, ফা.) দ্রুত, ত্বরিত।
সেবাতি—সেবাইত।
সেরেস্তা—(সরিশতহ্, ফা.) কার্যালয়, দফতর, অফিস।
স্বহি—(সহীহ্, আ.) নির্ভুল, নিখুঁত।
স্মঙার্থ—স্বার্থ।
স্মোধার—শুধরানো।

হকিকৎ—(হক্কীক্বৎ, আ.) সঠিক বিবরণ, বয়ান।
হকুক—(হক্কক, আ.) সত্য, যথার্থ, ন্যায়।
হৰ্ক্ক—দাবী, ন্যায্য অধিকার।
হস্তবুদ—(হস্ত, ফা., বূদ, ফা.) বর্তমান ও অতীতের জমিদারির আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র।
হাত্যে—(হায়ে) সাহায্যে।
হাজা—বর্ষণ ও প্লাবনে ফসল পচে যাওয়া।
হাজিরান মজুলিশ—সমবেত জনগণের সমক্ষে।
হাড়—'হারু' (নাম বিশেষ)।
হান—(হে+আন, বহুবচনবোধক প্রত্যয়) যেমন আমলাহান, গোমস্তাহান।
হাবেলী—(হবীলা, আ.) প্রাসাদ।
হাযে—বিগত (অতীত থেকে)।

হাল—(আ.) অবস্থা (State)।
হাসিল—(আ.) উদ্ধার, কাজের উপযোগী করা।
হিশ্বা, হিষ্যা, হিস্বা, হিস্যা—(হিস্সঃ, আ.) প্রাপ্য অংশ বা ভাগ, portion.
হৈমন্তীক—হেমন্তের ফসল, ধান।

৭—মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ। আঁজী চিহ্নরূপে পরিচিত। ড. পঞ্চানন মন্ডল লিখেছেন, "মহেশ্বরী বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির স্মারকচিহ্ন। '৭' সিদ্ধিদাতা গণেশের শুণ্ডাকৃতি চিহ্ন বা আঁকড়ি, কার্যসিদ্ধি সূচক। পত্রের আরম্ভে দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তির নাম লেখার যে মঙ্গলসূচক পদ্ধতি আছে, '৭' তাহারই প্রতীক (চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ২, পৃ. ৫৬৪)।" কিন্তু ইসলামি শাসনকালে এ মত সমর্থনযোগ্য কীনা, বিচার্য। ৭ সংখ্যাটি ইসলামি মতে পবিত্র। 'বিসমিল্লাহি রহমানি রহিম' বোঝাতে ৭৮৬ লেখা হয়। তারই প্রথম সংখ্যা ৭। অবশ্য বহু হিন্দুসম্পৃক্ত নথিপত্র, পুঁথি ইত্যাদিতে ৭ লিখে যেভাবে হিন্দু দেবদেবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে, তা এ দেশের মানুষের হিন্দু-ইসলাম সংস্কৃতি সমন্বয়ের মানসিকতার স্মারক। ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে ৭ চিহ্নটির দ্বারা 'সিদ্ধম' বোঝানো হয় (দ্র. 'শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', পৃ. ৮৪)।
৭৪।।০ সাড়ে চুয়াত্তর। মুখবন্ধ খামের ওপর এটি লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। কথিত কাহিনি, আকবরের সঙ্গে রাজপুত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে যেসব ক্ষত্রিয়বীর মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের উপবীতের ওজন হয়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ। এই দিব্যসূচক চিহ্নটির অর্থ হল প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ এ খাম খুললে তার ওই সমস্ত ক্ষত্রিয় বধের পাপ হবে।

সংকেত পরিচিতি

আ.—আরবি। ইং—ইংরেজি। খ্রি.—খ্রিস্টাব্দ।
তু.—তুর্কি।
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য। ফা.—ফার্সি। মা.—মারাঠি। সং—সংস্কৃত।
সাং.—সাকিম। সা.প.প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।
হি.—হিন্দি।
ODBL—'The Origin and Development of the Bengali Language.'

নির্বাচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৬৮।
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	'সমকালীন নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন—৩', কলকাতা, ২০০৬।
আনিসুজ্জামান	'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি', চট্টগ্রাম, ১৯৮৪।
আবদুস সামাদ	'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, ১৯৯১।
ইরফান হাবিব	'মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা', কলকাতা, ১৯৮৫।
এনামুল হক (ড.)	'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান', ঢাকা, ১৯৭৪, ১৯৮৪।
কাজী রফিকুল হক	'বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি তুর্কি হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান', ঢাকা, ২০০৪।
কামিনীকুমার রায়	'লৌকিক শব্দকোষ', কলকাতা, ১৯৬৮।
গৌতম ভদ্র	'মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ', ১৯৮৩, কলকাতা।
তারাপদ সাঁতরা	'শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য', ১৩৭৬।
ত্রিপুরা বসু	'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ পরিক্রমা', কলকাতা, ২০০৩। 'নথিপত্রে সেকালের সমাজ', কলকাতা, ১৯৮৬।
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য	'রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন', কলকাতা, ১৩৬৩।
দীনেশচন্দ্র সরকার	'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৩৮৯। 'শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', কলকাতা, ১৯৮২।

দেবাশিস বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী	তারাপদ সাঁতরা সম্পাদিত 'কৌশিকী' ১ ও ২, কলকাতা, ২০০৪।
দেবীপ্রসাদ দে	'শব্দজব্দের শব্দকোষ', কলকাতা, ১৯৯৯।
দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	'দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি', কলকাতা, ১৯৮৬।
নগেন্দ্রনাথ বসু	'বিশ্বকোষ', খণ্ড ৫—৯, দিল্লি, ১৯৮৮।
নীহাররঞ্জন রায়	'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব', কলকাতা, ১৪০০।
পঞ্চানন মণ্ডল	'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', ১, ২, বিশ্বভারতী, ১৯৫৩, ১৯৬৮।
বুদ্ধদেব আচার্য	'সুরুল নথি সংকলন', ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫।
মুহম্মদ সাজাহান মিয়া	'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা', ঢাকা, ১৯৮৪।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য', ১৯৫৭। 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ২য়, ১৯৬৫।
মোহিত রায়	'নদীয়ার সমাজচিত্র', কলকাতা, ১৯৯০।
শ্যামল বেরা	'নথিপত্রে লোকজীবন', কোলাঘাট, ২০০০।
শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু (সং)	'বর্ধমানচর্চা', কলকাতা, ১৯৮৯।
সুকুমার সেন	'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, ১৩৮০।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ১, ২, নিউ দিল্লি, ১৯৭৮।
J. C. K. Peterson	'Bengal District Gazetteers, Burdwan', Reprint, Kolkata, 1997.
Kumudranjan Das	'Raja Todarmal', Kolkata, 1979.
L. S. S. O'Malley	'Bengal District Gazetteers' (Bankura 1908, Midnapore-1911, Birbhum-1910, Murshidabad-1914)
Suniti Kr. Chatterji	'The Origin and Development of the Bengali Language', Vol. I, II, III, Kolkata, 1985.
U. N. Ghoshal	'The Agrarian System In Ancient India', Kolkata, 1973.
W. W. Hunter	'A Statistical Account of Bengal', Vol. III, Part I, Kolkata, 1997; 'Hugli & Howrah'; 'The Annals of Rural Bengal', 1868

দেবাশিস বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী — তারাপদ সাঁতরা সম্পাদিত 'কৌশিকী' ১ ও ২, কলকাতা, ২০০৪।

দেবীপ্রসাদ দে — 'শব্দজব্দের শব্দকোষ', কলকাতা, ১৯৯৯।

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — 'দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি', কলকাতা, ১৯৮৬।

নগেন্দ্রনাথ বসু — 'বিশ্বকোষ', খণ্ড ৫—৯, দিল্লি, ১৯৮৮।

নীহাররঞ্জন রায় — 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব', কলকাতা, ১৪০০।

পঞ্চানন মণ্ডল — 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', ১, ২, বিশ্বভারতী, ১৯৫৩, ১৯৬৮।

বুদ্ধদেব আচার্য — 'সুরুল নথি সংকলন', ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫।

মুহম্মদ সাজাহান মিয়া — 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা', ঢাকা, ১৯৮৪।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য', ১৯৫৭। 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ২য়, ১৯৬৫।

মোহিত রায় — 'নদীয়ার সমাজচিত্র', কলকাতা, ১৯৯০।

শ্যামল বেরা — 'নথিপত্রে লোকজীবন', কোলাঘাট, ২০০০।

শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু (সং) — 'বর্ধমানচর্চা', কলকাতা, ১৯৮৯।

সুকুমার সেন — 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, ১৩৮০।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ১, ২, নিউ দিল্লি, ১৯৭৮।

J. C. K. Peterson — 'Bengal District Gazetteers, Burdwan', Reprint, Kolkata, 1997.

Kumudranjan Das — 'Raja Todarmal', Kolkata, 1979.

L. S. S. O'Malley — 'Bengal District Gazetteers' (Bankura 1908, Midnapore-1911, Birbhum-1910, Murshidabad-1914)

Suniti Kr. Chatterji — 'The Origin and Development of the Bengali Language', Vol. I, II, III, Kolkata, 1985.

U. N. Ghoshal — 'The Agrarian System In Ancient India', Kolkata, 1973.

W. W. Hunter — 'A Statistical Account of Bengal', Vol. III, Part I, Kolkata, 1997; 'Hugli & Howrah'; 'The Annals of Rural Bengal', 1868

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধপঞ্জী

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	'পর্তুগিজ মিশনারি ও বাংলা গদ্য', সংখ্যা ১, ২, বর্ষ ৬১, সং ৪; বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৩।
	প্রাচীন বাংলা দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র', বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৩।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	'মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য' বর্ষ ২৩, সং ২;
	'বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবি ও পারসি ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখনপ্রণালী', বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪।
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	'একখানি মনুষ্যবিক্রয় পত্র', বর্ষ ৫৮, সং ১-২।
নরেশচন্দ্র সিংহ	'বঙ্গভাষা'য় প্রচলিত আরবি, পারসি ও য়ুরোপীয় শব্দ', বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	'একখানি প্রাচীন দলিল', বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪।
সজনীকান্ত দাস	'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১— বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৩।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	'আরবি ও ফার্সি নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর', বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪।
	'আরবি ও ফার্সি নামের বাঙ্গালা অনুলিখন', বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৪'
	'ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র', বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৩।
হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	'বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দু, পারসি ও আরবি শব্দের তালিকা', বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩।

অন্যান্য পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধপঞ্জী

ত্রিপুরা বসু	'পুরোনো আমলের নথিপত্র ও দলিল দস্তাবেজের ভাষা', 'সমকালীন', অগ্রহায়ণ ১৩৮১।

'পুরোনো কলকাতা বিষয়ক কয়েকটি দলিল', 'ইস্পাতের চিঠি', দুর্গাপুর, নববর্ষ' ১৩৯৭।
'অকেজো কাগজপত্রে কাজের কথা', কৃষ্ণমৃত্তিকা, দুর্গাপুর, শারদীয়া ১৩৯৪।
'স্বদেশি স্টিমার কোম্পানি ও শরৎচন্দ্র', 'দেশ', ১ ফেব্রু, ১৯৮৬।
'জীর্ণলিখনে বৈচিত্র্যময় পুরনো সমাজ', 'দৈনিক বসুমতী', ১১ জুলাই ১৯৮২।
'জীর্ণ নথিপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব' 'সংবাদ বিচিত্রা', নিউ ইয়র্ক, ১ মার্চ ১৯৯৭।

পাঁচুগোপাল রায়
'অষ্টাদশ শতকের দলিল ও হিসাবপত্রে গ্রামসমাজ', 'কৌশিকী', ৫ম বর্ষ, ১ম-১২ সংখ্যা, ১৯৭৫।
'প্রাচীন দলিল ও হিসাবপত্রে গ্রাম সমাজ', 'কৌশিকী', ৯ম বর্ষ, ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৯।

শিবেন্দু মান্না
'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর ও একটি ঐতিহাসিক নথি', 'কৌশিকী', ১৪শ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭-৮৮।

ত্রিপুরা বসুর জন্ম পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার বলিহারপুর গ্রামে (জন্ম: ৩১ আগস্ট ১৯৪৭)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুথি সাহিত্য গবেষণায় পিএইচ ডি উপাধি লাভ। শিক্ষকতার কাজ থেকে সম্প্রতি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পুথি-পাণ্ডুলিপি চর্চায় নিরত। সাতের দশকের গোড়া থেকে, প্রধানত তারাপদ সাঁতরার উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় দক্ষিণবঙ্গের নানা স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষণের কাজ শুরু করে সংগ্রহ করেন পুরাতত্ত্ব-লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বহুবিধ তথ্য, তালপাতা ও তুলটের সহস্রাধিক পুথি, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, নথিপত্র। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অর্ধসহস্রাধিক গবেষণা নিবন্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'সাহিত্য সেবায় মেদিনীপুর' (১৯৮১), 'বিস্মৃত কবি ও কাব্য' (১৯৮৭), 'নথিপত্রে সেকালের সমাজ' (১৯৮৭), 'লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত' (১৯৮৯), 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা' (২০০৩), 'সূত্রধরশিল্প: দাসপুর' (২০০৫), 'মেদিনীপুরের খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্র' (২০০৭), 'লোকশিল্পের বৃত্তে পুথি' (২০০৭)।

....

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র